ইহাঁরা অশূদ্রযাজী ও অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী। যাঁহারা ছয়বিরি পরগণায় বাস করেন, তাঁহাদের উপাধি—চৌধুরী, ব্যবসা—মিরাসদারী। ব্রহ্মবাণবাসীদের কতকের উপাধি শিকদার ও কএকজনের চৌধুরী; ব্যবসা—মিরাসদারী, মন্ত্রদান ও যাজন। তরফ পরগণার অন্তর্গত জয়পুর গ্রাম* ও প্রতাপগড় পরগণার অধীন মৈনা গ্রামের সন্নিকট কানাই-বাজারেও এই গোত্রীয়দের অনেকের বাস আছে।

ভরদ্বাজ গোত্র।—নংলী পরগণার নর্ত্তন, বালিশিরা পরগণার রাজপুর ও তরফ পরগণার জয়পুর গ্রামে ইহাঁদের বাস, ইহাঁদের বিশারদ ও ভট্টাচার্য্য উপাধি এবং মন্ত্রদান ও যাজন উপজীবিকা।

কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র।—ইটাপরগণার বড়কাপন, টেঙ্গরা, দাসপাড়া, পঞ্চখণ্ড পরগণার নওয়া গ্রাম, সুপাতলা, খাসা প্রভৃতি স্থানে ইঁহাদের বাস। খ্যাতি,—চক্রবর্ত্তী, শিকদার ও ভট্টাচার্য্য; জীবিকা,—মন্ত্রদান ও যাজনক্রিয়া।

এই কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় পঞ্চগ্রামবাসী গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ "সংবাদভাস্কর" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

পরাশরগোত্র।—পঞ্চখণ্ড ও ইটাপরগণায় ইহাদের বাস। খ্যাতি—ভট্টাচার্য্য; ব্যবসা—যাজনক্রিয়া।

কাত্যায়নগোত্র।—ইটা, বানিয়াচোঙ্গ, আতুয়াজান প্রভৃতি পরগণাধীন ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ইহাঁদের বাস। শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন†। পঞ্চখণ্ড পরগণাবাসী কাত্যায়নগোত্রে রঘুনাথ শিরোমণি এবং আরও অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের যাজনক্রিয়া এবং সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপনাই প্রধান কর্ম্ম ছিল।

কাশ্যপগোত্র।—ঢলা, সপ্তগ্রাম (সাতলাউ), সেনগ্রাম, গোবিন্দবাটী প্রভৃতি পরগণায় ইহাঁদের বাস; ইহাদের ব্যবসা—যাজনক্রিয়া, মন্ত্রদান ও মিরাসদারী। ইহাঁরা অশূদ্রযাজী এবং অনেকে রাজপণ্ডিতও ছিলেন।

মৌদ্গল্যগোত্র।—তরপ, ঢাকা-দক্ষিণ ও পঞ্চখণ্ড পরগণায় ইহাঁদের বাস। খ্যাতি—ভট্টাচার্য্য, ব্যবসা—যাজনক্রিয়া।

স্বর্ণকৌশিক।—ঢাকা-দক্ষিণ, পঞ্চখণ্ড ও জানসুখা পরগণায় ইঁহাদের বাস; খ্যাতি—ভট্টাচার্য্য; ব্যবসা—মন্ত্রদান।

গৌতমগোত্র।—ইটা পরগণাতেই মাত্র গৌতমগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের বাস দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের উপাধি চক্রবর্ত্তী; ব্যবসা—মন্ত্রদান ও যাজনক্রিয়া।

* জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল মতে এই গ্রামে বৈদিক নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর পূর্ব্ব নিবাস ছিল।

† শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পিতা কুবেরাচার্য্য ইহাঁর মন্ত্রী ছিলেন।

উক্ত কয়েক গোত্র ভিন্ন শ্রীহট্টের বালিশিরা পরগণায় আত্রেয়গোত্রীয় এবং ইটাপরগণায় বশিষ্ঠগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা যে কখন শ্রীহট্টে আগমন করেন, তাহা জানা যায় না।

পূর্ব্বোক্ত রাঢ়ী-বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রীহট্টাধীন মাটিয়াজুরী, বালাইত ও মৌড়ি-গ্রাম শাণ্ডিল্যগোত্রীয়, স্বর্ণরেখা গ্রামে মৈত্রবংশীয়, ও আগলা নামক স্থানে চৌধুরিবংশীয় ব্রাহ্মণগণ বাস করেন।

ঐ সকল সাম্প্রদায়িক ও বল্লালী কুলীনগণের পূর্ব্বে শ্রীহট্টদেশে যে সকল ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের বংশাবলীও নানা স্থানে বিস্তৃত আছেন। কিন্তু তাঁহারা সমাজে পদস্থ নহেন এবং তাঁহাদের বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তিও নাই।

প্রাগুক্ত সাম্প্রদায়িকগণের মতে, মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের পিতামহ মধুকর মিশ্র ( কাহার মতে ইহাঁর নামান্তর শিবরাম মিশ্র ), বৈদিক শ্রেণীয় বৎসগোত্রীয়। কবি বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলা হইতে শ্রীহট্টের বুরুঙ্গা নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। কিন্তু এ প্রবাদ প্রামাণিক বলিয়া মনে হয় না। চৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ব্বপুরুষ যাজপুরবাসী ছিলেন। [ ৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ] তাঁহার বংশীয়গণও শ্রীহট্টে সাম্প্রদায়িক বলিয়া খ্যাত এবং তদ্রূপ উচ্চ সম্মানেই সম্মানিত। কথিত আছে, বিদ্যাপতি "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী" নামক এক পূজা-পদ্ধতি প্রকাশ করেন। বিদ্যাপতির সেই মতের অনুবর্ত্তী ব্যক্তিগণ মিথিলা-সমাজে অপদস্থ হন। মধুকর মিশ্রও তাহার মধ্যে একজন। তিনি এই সূত্রেই মিথিলা ত্যাগ করিয়া শ্রীহট্টে আগমন করেন। এদিকে আবার দেখা যায়, বুরুঙ্গাবাসী মধুকরবংশীয়গণই মাত্র বিদ্যা-পতির মতানুসারে দুর্গাপূজা করিয়া থাকেন। বোধ হয়, তাহা হইতেই উক্ত প্রবাদের সৃষ্টি। এই মধুকরবংশ অতি বিস্তৃত ; ইহাঁদের মধ্যে অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতগণ জন্ম-গ্রহণ করেন। [ ৯২ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য। ]

এখানকার সাম্প্রদায়িকগণের মধ্যে কামরূপী আচার প্রচলিত। ইহাঁদিগকে মাঙ্গল্য কর্ম্মের পূর্ব্বে শক্তিপূজা, বলিদান, শাখোটবৃক্ষে রূপেশ্বরী এবং মহাদেবাদির পূজা করিতে হয়। প্রসূত-বালকের জন্ম দিন হইতে ষষ্ঠ দিবসে ভূতদৈত্যাদি পূজাপূর্ব্বক সূতিকাষষ্ঠী-পূজা ও তদন্তে বকুলপত্রাদি দ্বারা হোম করিতে হয়।

শ্রীহট্টে যোগিনীতন্ত্রের প্রমাণ-বলে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও পারাবত মাংসভোজন, সিদ্ধ ধান্য-তণ্ডুলান্নভোজন, এবং লাজ, পৃথুকাদি ভক্ষণ ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ অথবা বিশেষ ক্ষতিকর নহে।

এদেশীয় পঞ্চগোত্রীয় ও ষঠগোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিককুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে জানিতে পারি যে, শ্রীহট্ট হইতে বহু বৈদিক আসিয়া এদেশীয় পাশ্চাত্য বৈদিক-সমাজে মিলিত হইয়াছেন।

---

## কাত্যায়ন গোত্র।

১ শ্রীধরাচার্য্য ( ৫৩ ত্রিপুরাব্দে মিথিলা হইতে শ্রীহট্টে আগত। )
শ্রীপতি
শূলপাণি
বেদগর্ভ
শ্রীদত্তোপাধ্যায়
হলধর
গোবিন্দ
শ্রীনন্দ
গিরিধর
কন্দর্প
রামানুজ
শ্রীনিবাস
১৩ শশধর
১৩ শশধর
দিবাকর
বলভদ্র
শ্রীগর্ভ
ভূধরোপাধ্যায়
বিভাকর
বিভাপতি
নীলকণ্ঠ
ভাস্করাচার্য্য
বৃহস্পতি
বিভাবতী
রুদ্রাচার্য্য
রামশঙ্কর
ঈশান
বিদ্যুন্মালী
রত্নগর্ভ
২৫ হরিহরাচার্য্য
রামকান্ত
রঘুনাথ
রামচন্দ্র
গোবিন্দ
রঘুপতি
২৯ রঘুনাথ শিরোমণি
রুদ্রপতি
৩১ শ্রীরাম ( ১ম পুত্র )
জয়কৃষ্ণ তর্কবাগীশ
রাধাকান্ত তর্কালঙ্কার
রামশরণ
রাধাগোবিন্দ
গোলোকচন্দ্র ন্যায়রত্ন
রমেশচন্দ্র
৩৮ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র
রঘুনাথ ( ২য় পুত্র )
রামেশ্বর
শ্রীকৃষ্ণ
শিবানন্দ
শ্রীধর
রামগঙ্গা সিদ্ধান্তবাগীশ
তারানন্দ বিদ্যাবিনোদ
গদাধর
শ্রীনাথ ( ৪র্থ পুত্র )
শুকদেব চক্রবর্ত্তী
ভবানীপ্রসাদ
গৌরীশঙ্কর
রাজগোবিন্দ সার্ব্বভৌম
তারাকিশোর স্মৃতিরত্ন
তারেশচন্দ্র

## ৫১ ত্রিপুরাব্দে আগত পরাশর পুরুষোত্তম-বংশ।

---

☞ শ্রীহট্টবাসী কাত্যায়ন, পরাশর, বাৎস্য ও স্বর্ণকৌশিক গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের সম্পূর্ণ কুলগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। প্রথমাগত ব্যক্তি হইতে জীবিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের মধ্যে কোন বংশে ৩৯ পুরুষ, কোথাও ৪০ পুরুষ, আবার কোথাও ৪১ পুরুষ অতীত হইয়াছে। উপরে পরাশর ও কাত্যায়ন-গোত্রের বংশৈকদেশ মাত্র প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইল।

# দাক্ষিণাত্য বৈদিক।

পাশ্চাত্য বৈদিকগণের কুলবিবরণ ও সম্বন্ধনির্ণয়ার্থ যেরূপ বহু কুলগ্রন্থ পাওয়া যায়, দাক্ষিণাত্য বৈদিকসমাজের সেরূপ কুলগ্রন্থের সম্পূর্ণ অভাব। দাক্ষিণাত্য বৈদিকসমাজের একখানি মাত্র কুলগ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা হরিনাভিনিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর-রচিত "দাক্ষিণাত্য-বৈদিক-কুলরহস্য"—এই কুলগ্রন্থখানি ১৭৪৫ শকে রচিত হয়। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিত আছে—

"সিদ্ধানাং দাক্ষিণাত্যানাং বঙ্গগৌড়াদিবাসিনাম্।
বৈদিকানাং কুলগ্রন্থঃ শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে॥
আসীদ্বা কুত্রচিৎ কালে কৃতঃ কৈশ্চিন্মহাত্মভিঃ।
স তু চর্চ্চাপথভ্রষ্টঃ কালে লয়মুপেযিবান্॥"

অর্থাৎ বঙ্গ-গৌড়াদিবাসী সিদ্ধ দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের কুলগ্রন্থের কথা শুনা যায়, কিন্তু কখন দেখা যায় না। কোনকালে কোন মহাত্মার রচিত গ্রন্থ থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার চর্চ্চা না থাকায় কালে সমস্তই লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাণকৃষ্ণের উক্তি হইতে মনে হইতেছে যে, প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্য বৈদিকসমাজে কোন প্রকার কুলগ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল না, থাকিলেও সম্ভবতঃ পণ্ডিত রামকৃষ্ণের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বাস্তবিক আমরা যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়াও অপর কোন কুলগ্রন্থের সন্ধান পাইলাম না। সুতরাং রামকৃষ্ণের কুলরহস্যই আমাদের প্রধান অবলম্বন।

রামকৃষ্ণ লিখিয়াছেন, পুরাণাদিতে কান্যকুব্জাদি যে দশবিধ ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে দ্রাবিড়শ্রেণি একটী। বঙ্গদেশে যে সকল দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়, ইঁহারা সকলেই সেই দ্রাবিড়ীয় শ্রেণিভুক্ত। দক্ষিণদেশ হইতে আগত বলিয়া দাক্ষিণাত্য। বেদ পাঠ করেন ও বেদার্থ জানেন বলিয়াও বৈদিক নামে বিখ্যাত।

প্রবাদ আছে, কালবশে এ প্রদেশে বেদাদি চর্চ্চা ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লোপ হইলে দ্রাবিড় প্রদেশ হইতে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ আনীত হন। ইঁহারা রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর পরে আসেন বলিয়াই বোধ হয় উক্ত শ্রেণির ব্রাহ্মণগণ ইঁহাদিগকে গুরু ও পুরোহিতের পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য ও গ্রন্থপ্রণেতা ছিলেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্বপ্রণীত মলমাসতত্ত্বে 'কালাদর্শকাল-মাধবীয়-প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যবৈদিকগ্রন্থেষু" বলিয়া যে পাঠ ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে সায়ণাচার্য্য, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণও দাক্ষিণাত্য বৈদিক হইতেছেন।

দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ ঠিক কোন্ সময়ে এ দেশে আসেন, তাহা কুলগ্রন্থে উল্লেখ নাই।

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের পর ইঁহারা আসিয়াছেন, এই মাত্র প্রবাদ শুনা যায়।

ভ্রান্ত মত। আবার অনেকের অভিমত যে, উৎকলের সূর্য্যবংশীয় রাজগণ যে সময়ে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করেন, সেই সময় বৈতরণীতীরস্থ যাজপুরাদি ব্রাহ্মণ-শাসনসমূহের বিশিষ্ট বেদপারগ সাগ্নিক বৈদিকগণ বঙ্গদেশে সর্ব্বদা আগমন করিতেন। ক্রমে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের নিকট সম্মান লাভ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখানে বাস স্থাপন করিলেন।* এইরূপে উৎকলের বৈদিক এদেশে বাস করিয়া দাক্ষিণাত্য বৈদিক নামে খ্যাত হইলেন।

উৎকলের ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে যে, সূর্য্যবংশীয় রাজা মুকুন্দ দেব ত্রিবেণী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, ইনি ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।† উক্ত প্রবাদ-বাক্য স্বীকার করিলে কিঞ্চিদূর্দ্ধ সাড়ে তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গে দাক্ষিণাত্য বৈদিকাগম স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহার বহু পূর্ব্বে উৎকল হইতে যে বৈদিক ব্রাহ্মণ আসিয়া এ দেশে বাস করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণের অভাব নাই। সাড়ে তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে বৈষ্ণব কবি জয়ানন্দ (মহাপ্রভুর যাজপুর আগমন উপলক্ষে) তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে (উৎকলখণ্ডে) লিখিয়াছেন,—"চৈতন্য গোসাঞির পূর্ব্বপুরুষ আছিলা যাজপুরে। শ্রীহট্টদেশেরে পলাঞা গেলা রাজা ভ্রমরের ডরে॥ সেই বংশে পরম বৈষ্ণব কমললোচন তার নাম। পূর্ব্ব জন্মের তপে চৈতন্য গোসাঞি তার ঘরে করিলা বিশ্রাম॥"

সুতরাং চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ যাজপুরবাসী বৈদিক মধুকরমিশ্র রাজা ভ্রমর-বরের ভয়ে শ্রীহট্টে পলায়ন করেন; কিন্তু মহাপ্রভু যখন যাজপুরে পদার্পণ করেন, তখনও এখানে তাঁহার জ্ঞাতিগণের বাস ছিল। শ্রীহট্টবাসী প্রদ্যুম্নমিশ্রের মনঃসন্তোষণী ও চৈতন্যোদয়াবলি প্রভৃতি গ্রন্থানুসারে চৈতন্যদেবের প্রপিতামহ মধুকরমিশ্র শ্রীহট্টবাসী হইয়াছিলেন। এ দিকে উড়িষ্যার ইতিহাসে ও গোপীনাথপুরের শিলালিপিতে উৎকলপতি কপিলেন্দ্র দেবের প্রথম 'ভ্রমরবর' উপাধি দৃষ্ট হয়।‡ ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইলেও তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁহার উৎপাতে মধুকরমিশ্র পুত্র পরিজনসহ শ্রীহট্টবাসী হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, ১৪১২ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল।¶ ইহার অনতিকাল পরে মধুকর মিশ্রের পৌত্র ও চৈতন্য দেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপবাসী হইয়া এখানকার বৈদিকসমাজভুক্ত হইয়াছিলেন।§

* সম্বন্ধনির্ণয় (২য় সংস্করণ) ৩৫ পৃষ্ঠা।

† Sterling's Orissa (in Asiatic Researches, Vol. XV, p. 287)

‡ Asiatic Reserches, Vol. XV. p. 275 ও বিশ্বকোষ ৫ম ভাগ "গোপীনাথপুর" শব্দ দ্রষ্টব্য।

¶ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড ১ মাংশ, ১১৬-১১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

§ জাতীয় ইতিহাস ৩য়াংশ ৯২ পৃষ্ঠায় জগন্নাথ মিশ্রের জ্ঞাতিগণ দ্রষ্টব্য।

জগন্নাথ মিশ্রের বহু পূর্ব্বেই যে বঙ্গে দাক্ষিণাত্য-সংস্রব ঘটিয়াছিল, পাশ্চাত্য বৈদিক-কুলগ্রন্থ হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সামন্তসারীয় শৌনক পণ্ডিত দুর্গাচরণ সমাজদারের ১৪শ পুরুষ উর্দ্ধতন শশীবদনের সহোদর শ্যামসুন্দর দাক্ষিণাত্য-কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ শাণ্ডিল্যবংশেও দাক্ষিণাত্যসংস্রব ঘটিয়াছিল।* শৌনক শ্যামসুন্দরের বহু পূর্ব্বে এ দেশে দাক্ষিণাত্য বৈদিকের বাস না হইলেও এখানকার সমাজে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত না হইলে কখনই যশোধরবংশধর শ্যামসুন্দর দাক্ষিণাত্যকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে সাহসী হইতেন না। উক্ত প্রমাণ-বলে স্থির হইল যে, ৫শত বর্ষেরও পূর্ব্বে এ দেশে দাক্ষিণাত্য বৈদিকের বাস ছিল। গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে লিখিয়াছেন—"উৎকলপাশ্চাত্যাদিভির্ব্বেদাধ্যয়নমাত্রং ক্রিয়তে।" এই উক্তি দ্বারা গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের সময়ও যে এ দেশে উৎকলশ্রেণী বৈদিকের বাস ছিল, তাহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না।

এখন কথা হইতেছে যে, উৎকলশ্রেণির ব্রাহ্মণ গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের সময়ে এ দেশে উৎকল ও　ছিলেন, তাহার যেন সন্ধান পাইলাম, কিন্তু এ দেশেও দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ দ্রাবিড়ে ভেদ। ত উৎকলশ্রেণি বলিয়া কখন পরিচয় দেন না। উপরে যে রামকৃষ্ণের 'কুলরহস্য' উদ্ধৃত হইল, তাহাতে এ দেশীয় দাক্ষিণাত্য-বৈদিকগণ দ্রাবিড়-শ্রেণি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বাস্তবিকই উৎকল ও দ্রাবিড়শ্রেণি এক নহে। উৎকলশ্রেণি পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত অর্থাৎ তাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তের বিরাট ব্রাহ্মণ-সমাজের অন্তর্ভুক্ত।† আর দ্রাবিড়শ্রেণি দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত। স্কন্দপুরাণীয় সহ্যাদ্রিখণ্ড-মতে যে সকল ব্রাহ্মণ অতিপূর্ব্বকালে আর্য্যাবর্ত্তের অহিচ্ছত্র নগরী হইতে পরশুরামের আহ্বানে দাক্ষিণাত্যে গিয়া উপনিবিষ্ট হন, তাঁহাদের বংশধরগণই দ্রাবিড়শ্রেণি। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে বাসনিবন্ধন তাঁহাদের বংশধরগণ আন্ধ্র, কর্ণাটক, গুর্জ্জর, দ্রাবিড় ও মহারাষ্ট্র আখ্যা লাভ করিয়াছেন।‡ সুতরাং উৎকল ও দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ যে এক নহে, উভয় শ্রেণির আচার ব্যবহারও ভিন্ন, তাহা বলাই বাহুল্য।§

অনেকের বিশ্বাস যে, আদি উৎকলশ্রেণি বিলুপ্ত হইয়াছে। গঙ্গবংশীয় রাজাদিগের সময়ে বহু ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আসিয়া যাজপুরে বাস করেন; তাঁহারাই বর্ত্তমানকালে

* জাতীয় ইতিহাস ১ম অংশ ১০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† "সারস্বতাঃ কান্যকুব্জাঃ গৌড়মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়াঃ ইতি খ্যাতাঃ বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥"　　(সহ্যাদ্রিখণ্ড)

‡ "আন্ধ্রাঃ কর্ণাটকাশ্চৈব গুর্জ্জরা দ্রাবিড়াস্তথা।
মহারাষ্ট্রা ইতি খ্যাতাঃ পঞ্চৈতে দ্রাবিড়াঃ স্মৃতাঃ॥"　　(বজ্রসূচী)

§ "ব্রাহ্মণা দশধা প্রোক্তা পঞ্চগৌড়াশ্চ দ্রাবিড়াঃ।…
দেশে দেশবিধাচারা এবং বিস্তারিতা মহী॥"　　(সহ্যাদ্রিখণ্ড ২। ১। ১৫)

উৎকলশ্রেণি বলিয়া গণ্য। ইঁহারা আবার উত্তরশ্রেণি ও দক্ষিণশ্রেণিতে বিভক্ত। যাজপুর অঞ্চলে যাঁহাদের বাস, তাঁহারা উত্তরশ্রেণি এবং পুরী জেলায় যাঁহাদের বাস, তাঁহারা দক্ষিণশ্রেণি। উভয় শ্রেণীর মধ্যে বৈদিক বা শ্রোত্রিয় এবং অশ্রোত্রিয় বা অবৈদিক ব্রাহ্মণ আছেন। বৈদিক ব্রাহ্মণেরাই এ দেশে পূর্ব্বতন হিন্দুরাজগণের নিকট তাম্রানুশাসন দ্বারা বহুতর গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, এ কারণ তাঁহারা 'শাসনী' ব্রাহ্মণ নামেও খ্যাত। আর্য্যাবর্ত্তে বা পঞ্চগৌড়ের মধ্যে অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না, কিন্তু এখানকার দক্ষিণশ্রেণীর মধ্যে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণই দৃষ্ট হয়। যদিও উত্তর ও দক্ষিণশ্রেণি এক বংশশাখা হইতে উদ্ভূত এই মত অনেকে পোষণ করেন, কিন্তু উভয়শ্রেণির আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলে অভিন্ন বংশসম্ভূত বলিয়া যেন মনে হয় না। তবে যে জগন্নাথরূপ মহাতীর্থ-স্থানে উৎকলবিজেতা চোড়গঙ্গ কর্ত্তৃক পুরুষোত্তমমন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উত্তর হইতে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ আহূত ও পরে এখানে বাসস্থাপন করিয়া দাক্ষিণাত্যশ্রেণির সহিত মিলিত হইয়া থাকিবেন, তাহাও কিছু অসম্ভব নহে। দক্ষিণ শ্রেণির আচার ব্যবহারে দাক্ষিণাত্য প্রভাব লক্ষিত হয়, এ কারণ আমরা উৎকলের দক্ষিণ শ্রেণিকে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়শ্রেণি এবং উত্তরশ্রেণিকে পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত বলিয়া মনে করি। চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষ যাজপুরবাসী; সুতরাং তাঁহারা উত্তরশ্রেণি বা পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণের অন্তর্গত হইতেছেন। গঙ্গবংশীয় রাজকর্ত্তৃক কনোজ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন প্রবাদ যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে যশোধরাদির ন্যায় তাঁহারাও পাশ্চাত্য-বৈদিক হইতেছেন। আবার উৎকল বা 'দক্ষিণদেশ' হইতে শ্রীহট্টে আগমনপ্রযুক্ত তাঁহারা দাক্ষিণাত্য বৈদিক বলিয়াও গণ্য হইতে পারেন। এই কারণেই মহাপ্রভুর জীবনী-লেখকগণ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষকে কেহ 'পাশ্চাত্য বৈদিক' কেহ বা 'দাক্ষিণাত্য-বৈদিক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপে উভয় সমাজে কোন সময়ে সম্বন্ধ স্থাপন হওয়াও কিছু বিচিত্র নহে। কটক ও মেদিনীপুর জেলায় উভয় শ্রেণির সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয়। তথায় ষট্‌কুলই বা ষড়্‌গোত্র বৈদিকই সম্মানিত। যথা—

"করশর্ম্মা ভরদ্বাজো ধরশর্ম্মা চ গৌতমঃ।
আত্রেয়ো রথশর্ম্মা চ নন্দিশর্ম্মা চ কাশ্যপঃ॥
কৌশিকো দাসশর্ম্মা চ পতিশর্ম্মা চ মুদ্গলঃ।"*

ভরদ্বাজ গোত্রে করশর্ম্মা, গৌতমগোত্রে ধরশর্ম্মা, আত্রেয় গোত্রে রথশর্ম্মা, কাশ্যপ গোত্রে নন্দিশর্ম্মা, কৌশিক গোত্রে দাসশর্ম্মা এবং মুদ্গল গোত্রে পতিশর্ম্মা ( এই ছয় ঘর )। এতদ্ভিন্ন উৎকলশ্রেণির কুলগ্রন্থে ঘৃতকৌশিক ও কাত্যায়ন গোত্রাদিও বৈদিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। যাজপুরের পাণ্ডারা বলেন যে, উৎকল, দ্রাবিড়, তাম্রপর্ণী, কামরূপ (যোনিপীঠ),

* সম্বন্ধনির্ণয় ( ২য় সংস্করণ ) ৩৩৫ পৃঃ।

নাগরসঙ্গম, চন্দ্রনাথ ও সুহ্মদেশে যে সকল বৈদিক আছেন, তাঁহারা দাক্ষিণাত্য বলিয়া গণ্য। *

যাহা হউক, উৎকল ছাড়িয়া এখন বঙ্গের অনুসরণ করা যাউক। এ দেশে কোন্ সময়ে দাক্ষিণাত্য বৈদিক আগমন করিলেন? তাহাই আলোচ্য।

বঙ্গে দাক্ষিণাত্য বৈদিকাগমন কাল।

১৪৩২ শকে রচিত আনন্দভট্টের বল্লাল-চরিতে লিখিত আছে, গৌড়াধিপ বল্লালসেন গৌতমগোত্রীয় অনন্তশর্ম্মা নামক এক দ্রাবিড় শ্রেণির ব্রাহ্মণকে সুবর্ণভুক্তির অন্তর্গত সর্ব্বশস্যসমন্বিত 'কাসার' গ্রাম দান করেন। সেই সুধাবলিপ্ত সর্ব্বোপস্করসংযুত জালাদিপরিশোভিত ব্রাহ্মণ-শাসন মধ্যে দাক্ষিণাত্য-বিপ্রগণ বাস করিতে থাকেন। †

বল্লালচরিত-রচয়িতা আনন্দ-ভট্ট উক্ত অনন্তশর্ম্মার বংশধর ও 'দাক্ষিণাত্য' ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার মতে, দাক্ষিণাত্যেরাই দ্রাবিড়শ্রেণি ‡। অতএব বল্লাল-সেনের সময়ে এদেশে দাক্ষিণাত্য বৈদিক ছিলেন, তাহা প্রমাণিত হইল। গৌড়াধিপ

দাক্ষিণাত্য বৈদিকের প্রকৃত আগমনকাল।

বল্লালপিতা বিজয়সেনের শিলাফলকে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ "দাক্ষিণাত্যক্ষৌণীন্দ্র" বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন এবং তিনি গৌড়, কামরূপ ও কলিঙ্গ জয় করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। § বরেন্দ্রভূমিস্থ "প্রদ্যুম্নেশ্বর" মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহাকবি উমাপতিধর উক্ত 'বিজয়প্রশস্তি' রচনা করেন। ইহাই দেওপাড়ায় বিজয়সেনের শিলালিপি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

উমাপতিধর ব্যতীত অপর কোন কবি সেনবংশীয় আদিনৃপতিগণকে 'দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্র' বলিয়া গৌরব প্রকাশ করেন নাই। ইহাতেও যেন তাঁহার দাক্ষিণাত্য-সংশ্রব সূচিত হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, কটক, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানের দাক্ষিণাত্য-বৈদিকগণের মধ্যে ধর, কর, নন্দী, পতি প্রভৃতি উপাধি প্রচলিত রহিয়াছে। এ দেশীয় দাক্ষিণাত্য-বৈদিকগণের মধ্যেও ঐ সকল উপাধির অভাব নাই। বর্ত্তমানকালে

* "উৎকলী তাম্রপর্ণী চ যোনিপীঠী তু সাগরী।
চন্দ্রনাথী তথা সুহ্মী দাক্ষিণ্যা বৈদিকাঃ স্মৃতাঃ॥"

† "ততঃ সর্ব্বগুণোৎকর্ষশুদ্ধবুদ্ধির্নৃপোত্তমঃ। তাম্রপট্টে কারয়িত্বা শাসনং পরশাসনঃ॥
সুবর্ণভুক্তিকস্যান্তর্গ্রামং কাসারকং দদৌ। কর্ষবৃদ্ধৌ মহারাজো গৌতমানন্তশর্ম্মণে॥
উপকৢপ্ত ভোক্ষ্য-ভোজ্য- সর্ব্বধান্য-সমন্বিতং। দাসদাসীসমাযুক্তং সর্ব্বোপস্কর-সংযুতং॥
সুধাবলিপ্তং সুদৃঢ়ং কপাটার্গল-যন্ত্রিকম্। শুভপ্রবেশ-নিষ্কাশং জালাদিপরিশোভিতং॥
এবংবিধং কারয়িত্বা বহুশো ভবনং নৃপঃ। দাক্ষিণাত্যাস্ততস্তেষু বাসয়ামাস ভূস্বরান্॥"

‡ "কেচিৎ বিপ্রা আগতাশ্চ বৈদিকা বেদপারগাঃ।
পাশ্চাত্যা দাক্ষিণাত্যাশ্চ শেষোক্তা দ্রাবিড়াঃ স্মৃতাঃ॥" (বল্লালচরিত—পূর্ব্বখণ্ড)

§ Epigraphia Indica, Vol. I. p. 308. ও জাতীয় ইতিহাস ৩য় অংশে ১০-২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এ দেশীয় দাক্ষিণাত্য-বৈদিকগণের মধ্যে ঘৃতকৌশিক ও গৌতম গোত্রই শ্রেষ্ঠ কুলীন, ইহাঁদের মধ্যে 'ধর' উপাধি দৃষ্ট হয়। বহুদিন হইল, ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় একজন পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ উমাপতিধর, অথচ তিনি কোন প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই, এ কারণ তাঁহার কথা সে সময় বিশ্বাস করিতে পারি নাই। কিন্তু এ দেশীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দাক্ষিণাত্য-বৈদিক ব্যতীত অপর কোন শ্রেণির ব্রাহ্মণের 'ধর' উপাধি না থাকায় ও আনুসঙ্গিক নানা কারণে এখন উমাপতিধরকে দাক্ষিণাত্য-বৈদিক স্থির করিলাম।'

(১) উমাপতি সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত। সম্বন্ধ-নির্ণয়-রচয়িতা লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় আধুনিক কুলগ্রন্থ সারাবলীর বচন লইয়া উমাপতিকে রাঢ়ীশ্রেণির ভরদ্বাজ গোত্র ও রায়ীগ্রামী ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার সুহৃদ্বর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রথম সংস্করণে "সুবর্ণবণিক" এবং দ্বিতীয় সংস্করণে উমাপতিকে "বৈদ্য" বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

প্রথম রায়ীগ্রামীসম্বন্ধে সারাবলীর উক্তি—

"রায়ী গ্রামী ভরদ্বাজ উমাপতিধরঃ কবিঃ।
শ্রোত্রিয়েষু জঘন্যত্বাৎ বিষ্ণুপাদং সমাশ্রিতঃ॥" ( সম্বন্ধ-নির্ণয়ের পরিশিষ্ট ৪১৫ পৃষ্ঠা )

অর্থাৎ রায়ীগ্রামী ভরদ্বাজ কবি উমাপতিধর শ্রোত্রিয়ের মধ্যে জঘন্য ছিলেন বলিয়া বিষ্ণুপাদ আশ্রয় করিয়াছিলেন। সারাবলীর এই উক্তি অমূলক, অনৈতিহাসিক ও কুলশাস্ত্রের বিরোধী। বল্লালসেন বা লক্ষ্মণসেনের সময় রায়ী গ্রামী কখনই জঘন্য শ্রোত্রিয় বলিয়া চিহ্নিত ছিলেন না, গৌণকুলীন বলিয়া সম্মানিত ছিলেন, এমন কি উচ্চ কুলীনের সহিত তাঁহাদের আদান প্রদান চলিত।* এরূপ স্থলে সারাবলীকার 'জঘন্য শ্রোত্রিয়' শব্দ ব্যবহার করিয়া তৎকালের কুলশাস্ত্রানভিজ্ঞতাই প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশেষতঃ রাঢ়ীশ্রেণির ব্রাহ্মণের মধ্যে কাহারও কখন ধর উপাধির পরিচয় নাই। এই কারণে সারাবলীর উক্তি নিতান্ত আধুনিক ও অপ্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

২য়—সুবর্ণবণিক। সম্ভবতঃ সুবর্ণবণিক্‌দিগের মধ্যে "ধর" উপাধি দেখিয়াই দীনেশ বাবু উমাপতিকেও ঐ জাতীয় মনে করিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাঁহার ২য় সংস্করণ কালে ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

৩য়—বৈদ্য। রাঢ়ীয় বৈদ্যকুলগ্রন্থে 'ধর' উপাধিধারী বৈদ্যগণের বীজি পুরুষ উমাপতি। এই নাম পাইয়াই দীনেশ বাবু তাঁহাকে বৈদ্য কল্পনা করিয়া থাকিবেন। এরূপ অনুমানের কারণও আছে। ভরত মল্লিক-বিরচিত "চন্দ্রপ্রভা" নাম্নী রাঢ়ীয় বৈদ্য কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

"উমাপতিধরো বীজী ধরবংশে চ বিশ্রুতঃ।
স এব কাশ্যপে গোত্রে জাতো নৃপতিবল্লভঃ॥"

কুলপঞ্জিকায় 'নৃপতিবল্লভ' বিশেষণ থাকায় বৈদ্য উমাপতিকে অনেকে সেনরাজসভাস্থ তন্নামীয় মহাকবি বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু যিনি 'কবি' বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ, তাঁহার 'কবি' খ্যাতির কোন উল্লেখ না থাকায় অথচ উক্ত কুলগ্রন্থে অপর কএক বীজি পুরুষের শাস্ত্রাভিজ্ঞতা ও বৈদ্যকশাস্ত্রাদি রচনার উল্লেখ থাকায় বৈদ্য উমাপতিধরকে আমরা বিজয়সেনের প্রশস্তিলেখক মহাকবি উমাপতির সহিত অভিন্ন মনে করিতে পারিলাম না। মনে না করিবার আরও একটা কারণ আছে ;—বিজয়সেনের সময়ে যে সকল ব্রাহ্মণ-কায়স্থ এ দেশে আগমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের অধস্তন ২৫।২৬ পুরুষ লক্ষিত হয়, কিন্তু বৈদ্য উমাপতিধরের বংশে ১৭।১৮ পুরুষের অধিক দৃষ্ট হয় না,—ইহাতেও বৈদ্য উমাপতিধর মহাকবি উমাপতি-ধরের বহু পরবর্ত্তী হইতেছেন।

---

* জাতীয় ইতিহাস ( ব্রাহ্মণকাণ্ড ) ১মাংশ ১৩৬-১৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাশ্চাত্য-বৈদিক-বিবরণের প্রারম্ভে লিখিয়াছি যে, বিজয়সেনের পিতা হেমন্তসেন দক্ষিণদেশ হইতে আসিয়া মেদিনীপুর ও পরে দক্ষিণরাঢ়ে আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার দক্ষিণদেশীয় আচারানুষ্ঠান নির্ব্বাহের জন্য যে তাঁহার সহিত দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণও আসিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ স্থলে বিজয়পিতা রাজা হেমন্তসেনের সময়ে খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে এ দেশে দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ প্রথম আগমন করিয়াছিলেন, স্বীকার করিতে হয়।

প্রাণকৃষ্ণের বৈদিককুলরহস্যে লিখিত আছে, কোন কারণে কতকগুলি বৈদিক দ্রবিড়-দেশ হইতে উৎকল দেশে আসিয়া বাস করেন। এখানে কিছুদিন তাঁহারা সুখেই বাস করিয়াছিলেন। অনন্তর বিরূপাক্ষ নামে একজন বীরাচারী সিদ্ধপুরুষ আসিয়া দারুণ অনিষ্ট ঘটাইলেন। তিনি যোগবলে সমস্ত দেশ মদিরাময় করিয়া ফেলিলেন। নদে, হ্রদে, কূপে, পল্বলে, সরোবরে সর্ব্বত্রই মদিরা ভিন্ন জল পাওয়া গেল না। এইরূপে বিপদে পড়িয়া কএক জন প্রধান বৈদিক উৎকল হইতে বঙ্গভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সদাচার, বিদ্যাবুদ্ধি, ও ক্রিয়াদি অবলোকন করিয়া বঙ্গজ কায়স্থ বিক্রমাদিত্যসুত রাজা প্রতাপাদিত্য তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তিনিই দাক্ষিণাত্যদিগকে নানা সুখৈশ্বর্য্য প্রদান করিয়া বঙ্গে বাস করাইলেন। তাঁহারা যে স্থানে প্রথম বাস করেন, তাহার নাম হোসড়া, দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগের ইহাই বৃত্তিভূমি। দাক্ষিণাত্য কুলীনাদির বীজ-পুরুষ-গণ সদাচার ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া তথায় বহুকাল বাস করিয়াছিলেন। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর ত্রিধারা একত্র হইয়া প্রয়াগ যেমন পুণ্যময় হইয়াছে, এখানে সেইরূপ বৈদিক-বংশীয়দিগের তিনটী ধারা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু চিরদিন কখন সমান যায় না। এখানে বন্যজন্তুর উপদ্রব আরম্ভ হইল, কেহই আর তিষ্ঠিতে সমর্থ হইলেন না। সেই প্রিয় বাসস্থান বন্যভূমিতে পরিণত হইল। কেহ বঙ্গে, কেহ অঙ্গে, কেহ গৌড়ে কেহ রাঢ়ে, এইরূপে নানাস্থানে দাক্ষিণাত্যগণ ছড়াইয়া পড়িলেন।[১]

(১) "অতঃপরং দাক্ষিণাত্যবৈদিকানাং মহাত্মনাং। অবস্থানক্রমং বচ্মি যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতং ।১।
কেনচিৎ কারণেনৈব পুরা দ্রবিড়দেশতঃ। নিবাসমুৎকলে দেশেঽকুর্ব্বন্ কেচন বৈদিকাঃ ।২।
অথ কালান্তরে তত্র তেষাং নিবসতাং সুখং। বিরূপাক্ষকৃতানিষ্টং সুমহৎ সমুপস্থিতং ।৩।
বিরূপাক্ষো হি সিদ্ধেশো বীরাচারী কুতশ্চন। হেতোশ্চকার যোগেন তং দেশং মদিরাময়ং ।৪।
নদে হ্রদে তথা কূপে পল্বলে চ সরোবরে। নাদৃশ্যত তদা তত্র সুরাভিন্নং জলং ক্বচিৎ ।৫।
এবমাপদমাসাদ্য তস্মাদুৎকলদেশতঃ। বঙ্গভূমৌ সমায়াতাঃ কতিচিদ্বৈদিকোত্তমাঃ ।৬।
অথ তেষাং সদাচারবিদ্যাবুদ্ধিক্রিয়াদিকং। প্রতাপাদিত্যভূপেন দৃষ্ট্বা সম্বর্দ্ধনা কৃতা ।৭।
স তু বঙ্গজকায়স্থ-বিক্রমাদিত্যভূভৃতঃ। তনয়ঃ কৃতবেদেষু ক্ষৌণীমানাংশকে শকে ।৮।
অস্ত রাজ্যোঽধিকারে তু কস্মিংশ্চিদ্বৎসরে শুভং। বঙ্গদেশং সমাজগ্মুর্দাক্ষিণাত্যা মহৌজসঃ ।১৪।
তেন ভূপতিনা তে চ সম্বর্দ্ধিতমহোদয়াঃ। নানাভোগসুখৈশ্বর্য্যাদ্বঙ্গবাসমকুর্ব্বত ।১৫।
তেষাস্তু প্রথমং বাস-স্থানং হোসড়া ইতি শ্রুতং। অদ্যাপি যত্র বর্ত্তন্তে বৈদিক্যো বৃত্তিভূময়ঃ ।১৬।

এখন জানা গেল, সেনবংশীয় নৃপতিগণের সময়ে কএক ঘর দাক্ষিণাত্য বঙ্গে আসিয়া বাস করিলেও, আবার বহুকাল পরে যশোহররাধিপ প্রতাপাদিত্যের সময়েও ৩ ঘর বৈদিক আসিয়া রাজপ্রদত্ত "হোমৃড়া" গ্রামে বাস করেন। এই তিন ঘরের পরিচয় কুলরহস্যে নাই, সুতরাং কোন কোন গোত্র ও কোন কোন ব্যক্তি এ সময় আসিয়া ছিলেন, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

গোত্র ও উপাধিনির্ণয়।

কুলরহস্যের মতে, ১ গৌতম, ২ কাশ্যপ, ৩ বাৎস্য, ৪ কাণ্বায়ন, ৫ ঘৃতকৌশিক, ৬ কৃষ্ণাত্রেয়, ৭ ভরদ্বাজ ও ৮ কুশিক এই আটটী গোত্রই মহাকুল। ইহার মধ্যে এক্ষণে ছয় গোত্র মাত্র দৃষ্ট হয়, কৃষ্ণাত্রেয় ও ভরদ্বাজ এই দুই গোত্র এখন আর দেখা যায় না।[২]

আবার পাশ্চাত্য বৈদিক-কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে,—১ জাতুকর্ণ, ২ সাবর্ণ, ৩ কাশ্যপ, ৪ ঘৃতকৌশিক, ৫ বাৎস্য, ৬ কাণ্বায়ন, ৭ কৌশিক ও ৮ গৌতম দাক্ষিণাত্যমধ্যে এই ৮টী গোত্র খ্যাত। ইঁহাদের মধ্যে আবার দুই প্রকার যজুর্ব্বেদী ও দুই প্রকার সামবেদী আছে।[৩] প্রাণকৃষ্ণ জাতুকর্ণ ও সাবর্ণ এই দুই গোত্রের উল্লেখ করেন নাই, আবার তাঁহার মতে কৃষ্ণাত্রেয় ও ভরদ্বাজ এই দুই গোত্র বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে দাক্ষিণাত্য বৈদিক মধ্যে ঘৃতকৌশিক, গৌতম, কৌশিক, কাশ্যপ, কাণ্বায়ন, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয়, ও জাতুকর্ণ এই ৯ গোত্রই দৃষ্ট হয়।

এই শ্রেণীর মধ্যে যজুর্ব্বেদীর সংখ্যাই অধিক। সামবেদীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প, ঋগ্বেদীর সংখ্যা তদপেক্ষা কম। অথর্ব্ববেদী যৎসামান্য, এমন কি আজ কাল এই বেদী প্রায় দেখা যায় না।

এই শ্রেণির মধ্যে আচার্য্য, ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র, ভদ্র, ধর, কর, নন্দী, পতি প্রভৃতি

সর্ব্বেষাং দাক্ষিণাত্যানামেতদ্দেশনিবাসিনাং। কুলীনাদিপ্রভেদেন বীজভূতাস্ত এব হি।১৭।
নিবসন্তশ্চ তে তত্র যথোক্তনিয়মাস্থিতাঃ। ধর্ম্মানিব সদাচারৈঃ স্বান্ স্বান্ বংশানবর্দ্ধয়ন্।১৮।
তে বর্দ্ধিতাস্ত তদ্ধর্ম্মনিয়মাচারবর্ত্তিনঃ। তথৈব স্বৈরপত্যাদ্যৈঃ পুনস্তানপ্যকুর্ব্বত।১৯।
এবং সমৃদ্ধং ক্রমশঃ পবিত্রং ধারাত্রয়ং বৈদিকসন্ততীনাং। বহন্নভূৎ পুণ্যময়ঃ স দেশো যথা প্রয়াগঃ সরিতাম্বরাণাং।২০
অথ কালে বহুতিথে চক্রবৎ পরিবর্ত্তিনি। আসীদুপপ্লবস্তত্র জন্তূনাং শূদ্ভিদর্দ্দভ্রিণাং।২১।
তদুপপ্লবমালোক্য বিক্লবানাং ততস্ততঃ। অভবদ্দাক্ষিণাত্যানাং যুক্তবেণীব সা স্থলী।২২।
বৈদিকাস্তে চ তং দেশং বিহায় বিপিনাত্মকং। যত্র যেষামভূত্তুষ্টি স্তে বসন্তেষু তেষু চ।২৩।
কেচিদ্বঙ্গে কেচিদঙ্গে গৌড়ে রাঢ়ে চ কেচন। এবম্বিধেষু চান্যেষু প্রস্থিতাস্তে মহৌজসঃ।২৪।" (বৈদিককুলরহস্য ৩)

(২) "গৌতমঃ কাশ্যপো বাৎস্যঃ কাণ্বায়নঘৃতকৌশিকৌ। কৃষ্ণাত্রেয়ো ভরদ্বাজঃ কুশিকোঽষ্টৌ মহাকুলাঃ॥
ইত্যষ্টগোত্রে ত্বধুনা গোত্রষট্কং প্রবর্ত্ততে। কৃষ্ণাত্রেয়ভরদ্বাজৌ দৃশ্যেতে ন চ কুত্রচিৎ॥" (কুলরহস্য ১।৪৩-৪৭)

(৩) "জাতুকর্ণশ্চ সাবর্ণঃ কাশ্যপো ঘৃতকৌশিকঃ। বাৎস্যঃ কাণ্বায়নশ্চৈব কৌশিকো গৌতমস্তথা॥
অষ্টাবেতে দাক্ষিণাত্যে গোত্রাঃ সংপরিকীর্ত্তিতাঃ। দ্বৌ যজুঃসামবেদৌ চ তেষাং জ্ঞেয়ৌ বিশেষতঃ॥"
( পাশ্চাত্য-বৈদিক-কুলপঞ্জিকা ৬২-৬৩

পদবীগুলি দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে আবার মর্য্যাদা অনুসারে কুলীন, বংশজ ও মৌলিক ত্রিবিধ ভেদ আছে।

কুলপ্রথা।

আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপ ও দান এই নয়টী কুলীনের লক্ষণ। কন্যার জন্মমাত্রই যাঁহারা বাগ্‌দান করেন অর্থাৎ যাঁহাদের মধ্যে এইরূপ বাগ্‌দান-প্রথা প্রচলিত, তাঁহারাই কুলীন। কুল কন্যাগত, সুতরাং কন্যার আদান প্রদান দ্বারাই কুলের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। কুলীনগণ-মধ্যে যাঁহারা কুলীন-দৌহিত্রে কন্যার বাগ্‌দান করিতে পারেন এবং যাঁহাদের ক্রমাগত সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত বংশজ ও মৌলিক সংশ্রব ঘটে নাই, তাঁহারাই মুখ্য বা প্রধান কুলীন। বংশজাদি সংশ্রব ঘটিলে ও প্রধান কুলীনদিগের সহিত যাঁহাদের কুটুম্বসংশ্রব আছে, তাঁহারা মধ্যম কুলীন। বাগ্‌দত্তা কন্যার সহিত যাহার বিবাহ হইবার কথা, তাহার সহিত বিবাহ না হইয়া যদি দ্বিতীয় কুলীনপাত্রে প্রদত্তা হয়, তাহাকে অন্যপূর্ব্বা কহে*; এইরূপ অন্যপূর্ব্বার গর্ভজাত কন্যাকে যিনি বিবাহ করেন, সেই কুলীন অধম বলিয়া গণ্য। এইরূপে আদান-প্রদানের গুণদোষ অনুসারে ঢকাকৃতি, মৃদঙ্গাকৃতি ও ধুস্তূরাকৃতি এই ত্রিবিধ ভাবও লক্ষিত হয়।[৪] এতদ্ভিন্ন কুলসম্বন্ধ অনুসারে ক্ষম্য, উচিত ও আর্ত্তি এই তিন প্রকার ভেদও শুনা যায়। স্বঘর হইতে উৎকৃষ্ট পাত্রে কন্যার বাগ্‌দান করিলে আর্ত্তি, সমান সমান ঘরে সম্বন্ধ হইলে উচিত এবং স্বঘর অপেক্ষা নিকৃষ্ট পাত্রে কন্যার বাগ্‌দান হইলে, তাহা ক্ষম্য সম্বন্ধ। আর্ত্তি সম্বন্ধই প্রশস্ত, আর্ত্তি পাইলে আর উচিত সম্বন্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। ক্ষম্য সম্বন্ধ কুলদূষক। অকুলীন কখন কুলীন হইতে পারে না। কিন্তু কুলীন কুলধর্ম্মবিরোধী কার্য্য করিলে অকুলীন হইতে পারেন। যদি কোন কুলীন নিজ পুত্র বা কন্যার বাগ্‌দান-সম্বন্ধপ্রথা তুলিয়া দিয়া বিবাহ

(৪) "আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং। নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং ।২১
ইতি সাধারণী গাথা গীয়তে কুলকোবিদৈঃ। বিশেষলক্ষণং তত্র ব্যবহারেণ সিধ্যতি ।২২
তত্রেদং পঠ্যতে প্রাজ্ঞৈর্বৈদিকানাং মহাত্মনাং। প্রসূতিমাত্রে কন্যায়া বাগ্‌দানং কুললক্ষণং ।২৩
এতাভ্যাং গুণকৃত্যাভ্যাং খ্যাতো যাতি কুলীনতাং। গুণাভাবেঽপি তদ্বংশ্যাঃ কুলীনাঃ কৃত্যতঃ পরঃ ।২৪
কুলং কন্যাগতং প্রোক্তং কন্যা কুলময়ী মতা। তদাদানপ্রদানাভ্যাং কুলং হ্রসতি বর্দ্ধতে ।২৫
অতো বাগ্‌দানকালে চ কার্য্যং পাত্রপরীক্ষণং। পাত্রাপাত্রবিবেকো হি কুলরক্ষায় কল্পতে ।২৬
অপবাদানবত্রাতং যুক্তক কুলকর্ম্মণা। মাতাপিতৃকুলং যস্য পাত্রং তন্মুখ্যমুচ্যতে ।২৭
যদি চাস্তত্যে দোষো দ্বৌ বা সমুদিতোঽথবা। তৎক্রমেণৈব তৎপাত্রং মধ্যমং পরিকীর্ত্ত্যতে ।২৮
নিরুক্তগুণযোগেঽপি বাক্‌প্রদানান্তরং যদি। দ্বিতীয়পাত্রং যৎ খ্যাতং তত্তৃতীয়ং নিগদ্যতে ।২৯*
এবং ত্রিধা ব্যবস্থানং পাত্রাপাত্রপরীক্ষণং। অনেন ক্রমযোগেন কুলীনাস্ত্রিবিধা মতাঃ। ৩০।
তত্রাপ্যাদীরিতাঃ কেচিচ্চকাকৃতিকুলান্বিতাঃ। মৃদঙ্গাকৃতয়স্ত্বন্যে ধুস্তূরাকৃতয়ঃ পরে।" ৩১।

* "অথ বাগ্‌দানতঃ পশ্চাদ্বিবাহাৎ পূর্ব্বমেবহি। অন্যপূর্ব্বা ভবেৎ কন্যা যদি পাত্রস্য বিপ্লবঃ॥" ১।৪২।

দেন বা অন্যপূর্ব্বাকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহার কৌলীন্য নষ্ট হইবে এবং তিনি অতিশয় নিন্দিত হইবেন। বাগ্‌দত্তা কন্যার মৃত্যু ঘটিলে বংশজ-কন্যার পাণিগ্রহণ প্রশস্ত। কিন্তু মৌলিককন্যা-গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে, মৌলিককন্যা গ্রহণ করিলে কুল দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। যাহার সাত পুরুষ পর্য্যন্ত অবিরোধে কুলক্রিয়া চলিতেছে, ও মৌলিকসম্বন্ধ নাই, সেই কুলই পবিত্র। যদি সাত পুরুষ পর্য্যন্ত ক্রমাগত মৌলিক ক্রিয়া চলে, তাহা হইলে শূদ্রকন্যা-বিবাহবৎ কুল নষ্ট হয়। অন্যপূর্ব্বা-গর্ভজাতা, টাকা দিয়া যে কন্যা কেনা হইয়াছে, রজস্বলা, রোগিণী ও নীচকুলজাতা এই পঞ্চবিধ কন্যা কুলাধমা। অন্যপূর্ব্বা-কুলীনকন্যা মৌলিককে দান করিবে, এরূপ দানে কোন দোষ হয় না। কিন্তু কুলীন এরূপ কন্যার হস্তে অন্ন গ্রহণ করিতে পারিবেন না।(৫)

বংশজ।

যাঁহারা কুলীনের দ্বিতীয় পুত্রে কন্যা দান করেন এবং মৌলিকের কন্যা গ্রহণ করেন, তাঁহারা বংশজ। কুলরহস্যে লিখিত আছে, 'বংশজেরা কুলীনের আশ্রয়স্বরূপ। সৎকুলীনে কন্যাসম্প্রদান ও শ্রেষ্ঠ মৌলিক হইতে কন্যাগ্রহণ, এইরূপ কন্যাগত ভাব থাকাই বংশজের লক্ষণ। কুলীন বংশে জন্ম ও কুলবিপ্লব হেতু বংশমাত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকায় "বংশজ" খ্যাতি। বংশজের নবগুণের অপেক্ষা নাই, তাঁহাকে বাগ্‌দানের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, কুলীনকে কন্যাদান করিলেই তাঁহাদের স্বর্গদ্বার মুক্ত হয়। বংশজ কখনই মৌলিককে কন্যা দান করিবেন না। যদি বংশজ মৌলিককে কন্যা দেন, তাঁহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী সকল পুরুষই পতিত হইবেন। অন্যপূর্ব্বা-কন্যা-গ্রহণ ও মৌলিককে কন্যাদান এই দুই প্রকারেই বংশজ-ধর্ম্ম নষ্ট হয়।(৬)

(৫) "ক্রমোচিতার্জ্জিভেদেন সম্বন্ধাস্ত্রিবিধাস্তথা। নিকৃষ্টপাত্রে বাগ্‌দানং ক্রমাসম্বন্ধ ঈরিতঃ। ৩২।
সমানেষু সমানানামুচিতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। উৎকৃষ্টেষু চ যদ্দানং স আর্জ্জঃ সমুদাহৃতঃ। ৩৩।
যত্নেন চার্জ্জয়ে নিত্যং নোচেদুচিতমাচরেৎ। ন কুর্য্যাৎ ক্রমাসম্বন্ধং যতঃ স কুলদূষণঃ। ৩৪।
নাকুলীনাঃ কুলীনাঃ স্যুঃ কৃতেঽপি কুলকর্ম্মণি। কুলীনাশ্চাকুলীনাঃ স্যুঃ কুলধর্ম্মবিরোধতঃ। ৩৫।
যদি বাগ্‌দানবিচ্ছিত্তিরন্যপূর্ব্বাপ্রতিগ্রহঃ। ইতি কৌলীন্যনাশস্য দ্বিধা কারণমুচ্যতে। ৩৬
অথ কন্যাবিপত্তিশ্চেদ্বিবাহাৎ পূর্ব্বতোঽপি বা। তদা বংশজবংশীয়া কন্যোদ্বাহে প্রশস্যতে। ৩৭।
ন কার্য্যা মৌলিকী ভার্য্যা কুলছিদ্রকরী হি সা। কুলে ছিদ্রসমাযোগে দুর্ব্বলত্বং প্রসজ্যতে। ৩৮।
সপ্তমং পুরুষং যাবৎ কুলধর্ম্মাবিরোধতঃ। ন যত্র মৌলিকাসঙ্গস্তৎকুলং পাবনং স্মৃতং। ৩৯
যদি সপ্তমপর্য্যন্তং ক্রমিকী মৌলিকী ক্রিয়া। বিপদ্যতে কুলং তচ্চ শূদ্রকন্যাবিবাহবৎ। ৪০
অন্যপূর্ব্বা-গর্ভজাতা ধনক্রীতা রজস্বলা। রোগিণী দোষ্কুলেয়া চ কন্যাঃ পঞ্চ কুলাধমাঃ। ৪১
সা দীয়তে মৌলিকায় ব্যবহারপ্রমাণতঃ। তদন্নগ্রহণে দোষো দানে দোষো ন দৃশ্যতে।"৪৩ (কুলরহস্যে ১ম রহস্য)

(৬) "অতঃপরং বংশজানাং বংশধর্ম্মো নিরূপ্যতে। যদাশ্রয়েণ জীবন্তি কুলীনা অপি ধর্ম্মতঃ।১
প্রদানং সৎকুলীনায় চাদানং মৌলিকোত্তমাৎ। ইতি কন্যাগতত্বেন জ্ঞেয়ং বংশজলক্ষণং।২
কুলীনবংশে জাতত্বাত্তত্ত্বস্য চ বিপ্লবাৎ। বংশমাত্রপ্রতিষ্ঠানাদ্বংশজা ইতি কথ্যতে।৩

বংশজ আবার দুই প্রকার—প্রকৃত ও বিকৃত। কুলবিধি-স্থাপনকালে যাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ বংশজ হইয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃত বা আদিবংশজ এবং বাগ্‌দান না করায় যাঁহাদের কুলচ্যুতি ঘটিয়াছে, তাঁহারা বিকৃত বংশজ। বিষ্ণুধর, বৎসধর, শেষপতি ও শূলপাণি এই চারি জনই 'পূর্ব্বজ' অর্থাৎ প্রথমে বংশজ বলিয়া গণ্য হন, ইঁহাদের বংশধরেরাই আদিবংশজ। বিষ্ণুধর ও বৎসধরের সন্তানেরা ঘৃতকৌশিক এবং শেষ-পতি ও শূলপাণির বংশধরেরা বাৎস্য। রাঢ় অঞ্চলেই ইঁহারা প্রসিদ্ধ। বিকৃতবংশজের নানাগোত্র ও নানাস্থানে বাস। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পুরুষানুক্রমে কুলীনে কন্যাদান করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠভাবাপন্ন।[৭]

মৌলিক।

যাঁহারা অন্যপূর্ব্বাকন্যা গ্রহণ এবং বংশজকে কন্যা প্রদান করেন, তাঁহারাই মৌলিক। মৌলিক ভিন্ন কুলীনের গত্যন্তর নাই। মৌলিককেই অন্যপূর্ব্বাকন্যা দান করিতে হয়। এ কারণ সন্মৌলিকেরা কুলীনের নিকটও সম্মানিত। মূল বা আদি হইতেই ইঁহারা অন্যপূর্ব্বা-গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, এজন্য ইঁহাদের মৌলিক নাম হইয়াছে। মৌলিকেরা অর্থ লইয়া কখন বিবাহসম্বন্ধ করিবেন না। যিনি অর্থ গ্রহণ করিবেন বা অর্থ দান করিবেন, তাঁহারা উভয়েই পতিত হইবেন। কন্যা দিয়া কন্যাগ্রহণকে পরিবর্ত্ত কহে। দাক্ষিণাত্য-সমাজে ইহাও কন্যা-বিক্রয়রূপ নিন্দিত; তবে অর্থ লইয়া কন্যা-বিক্রয়ের মত সেরূপ পাপ স্পর্শে না। কিন্তু পরিবর্ত্ত ও শুক্রবিক্রয় উভয়ই গর্হিত কার্য্য ভাবিয়া পরিত্যাগ করা উচিত। মৌলিকদিগের মধ্যেও আর্ত্তি, উচিত ও ক্ষম্য ভেদে দান তিন প্রকার। কুলীনে কন্যাদানের নাম 'আর্ত্তি', বংশজে কন্যাদান 'উচিত' এবং মৌলিকে মৌলিকে কন্যাদানের নাম 'ক্ষম্য'।

বংশজত্বং কুলীনত্বমন্যোন্যং ব্যতিরক্ষতি। বংশজাঃ কুলজা শ্রিষ্টাঃ কুলীনাশ্চ তদাশ্রিতাঃ।৪
বংশজা যদি বা ন স্যুর্নস্যুর্বা কুলজা যদি। কৌলীন্যং বংশজত্বং বা নশ্যেতাং দেহিদেহবৎ।৫
একান্তমাশ্রয়ং কুর্য্যুঃ কুলীনানেব বংশজাঃ। দানপাত্রতয়া তে হি তেষাং তারণকারণং।৬
নৈষাং নবগুণাপেক্ষা ন চ বাগ্‌দানযন্ত্রণা। কন্যাদানাৎ কুলীনায় স্বর্গদ্বারো নিরর্গলঃ। ৭
নার্পয়েন্মৌলিকে কন্যাং কদাচিদপি বংশজঃ। স তস্যা নৈব পাত্রং স্যাদিতি ধর্ম্মব্যবস্থিতিঃ।৮
যস্যাঃ পাত্রং সৎকুলীনঃ সর্ব্বমান্যোত্তমোত্তমঃ। অন্যপূর্ব্বাপ্রতিগ্রাহী তস্যাঃ পাত্রং কথং ভবেৎ।৯
যদি ভুক্তা মৌলিকেন কন্যা বংশজবংশজা। তদা তস্যা পিতুর্বংশ উর্দ্ধাদিব পতত্যধঃ।১০
অন্যপূর্ব্বাপ্রতিগ্রাহো মৌলিকে কন্যকার্পণং। ইতি বংশজধর্ম্মস্য নাশে হেতু দ্বিধা মতৌ।"১১

(৭) "বংশজা দ্বিবিধা জ্ঞেয়াঃ প্রকৃতা বিকৃতাস্তথা। পূর্ব্বজাঃ প্রকৃতাঃ প্রোক্তাঃ পরজা বিকৃতা মতাঃ। ১২।
বিষ্ণুধরো বৎসধরস্তথাচোক্তৌ শেষপতিশূলপাণী। ইতি চত্বারঃ পূর্ব্বজাঃ পরজাস্ত্বন্যেঽপ্যবাগ্‌দানাৎ। ১৩।
এতেষাং বংশজানান্তু বংশজাস্তা অনেকশঃ। বিখ্যাতাস্তেন তেনৈব প্রকৃতা বিকৃতা ইতি। ১৪।
প্রকৃতানান্তু গোত্রে দ্বে ঘৃতকৌশিকবাৎস্যকে। তত্রাদিমাস্ত্যয়োরাদ্যমন্তিমং মধ্যবর্ত্তিনোঃ। ১৫।
এষামিদানীমাস্থানাং নানাদেশে ব্যবস্থিতিঃ। তত্র প্রসিদ্ধা মহতী পুরী রাঢ়াপুরী মতা।১৬।
বিকৃতানান্তু গোত্রাণি নিবাসাশ্চ পৃথক্ পৃথক্। বিভক্তবহুদেশেষু কার্য্যকারণগৌরবাৎ ॥"১৭ (কুলরহস্যে ২য় রহস্য)

আর্ত্তিদানে যশ, উচিতদানে সমুচিত মান এবং ক্ষম্যদান সর্ব্বত্র গর্হিত বলিয়া নিন্দিত। সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত যাঁহাদের আর্ত্তিদান, তাঁহারাই প্রকৃত মৌলিক। মৌলিকও আবার দুই প্রকার—সন্মৌলিক ও অসন্মৌলিক বা পচা মৌলিক। কুলবিধিকালে যাঁহারা মৌলিক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারাই আদিমৌলিক। গঙ্গাধর রায়বার, জটাধর ভাণ্ডারি, কবি সুড়ঙ্গ ও গাড়মিশ্র এই চারিজনই আদি মৌলিক। এই চারি জনের বংশধরগণই সন্মৌলিক বলিয়া খ্যাত। এ ছাড়া অপর যাঁহারা অন্তপূর্ব্বাকন্যাগ্রহণ করিয়া মৌলিক হইয়াছেন, তাঁহারাই অসন্মৌলিক বা পচা মৌলিক।[৮]

সমাজস্থান।

পূর্ব্বে গঙ্গা কালীঘাট দিয়া পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখী হইয়া রাজপুর, হরিনাভি, কোদালিয়া, চাংড়িপোতা, মালঞ্চ, মাইনগর, শাসন, বারুইপুর, ময়দা, বারাসত, জয়নগর, মজিলপুর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি গ্রাম দিয়া সাগরে মিলিত হইয়াছিলেন;—তাই গঙ্গাবাস উপলক্ষে ঐ সকল গ্রামেই দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ বাস করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে গঙ্গা ঐ সকল স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইলেও ঐ সকল গ্রাম আজও দাক্ষিণাত্য-বৈদিকগণের সমাজ বলিয়া খ্যাত। এই সকল স্থানের দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সম্মানিত। বলিতে কি রাঢ়ী, বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য বৈদিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের নিকট এই দাক্ষিণাত্য-বৈদিক-শ্রেষ্ঠগণই আচার্য্য বরণ পাইতেন। অদ্যাপি ঢাকা, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানে অনেক ব্রাহ্মণগৃহেও এই বৈদিক ভিন্ন বৃষোৎসর্গাদি বৈদিক কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না।

(৮) "অতঃপরং মৌলিকানাং ব্যবস্থানং নিয়ম্যতে। কুলীনৈরপি পূজ্যন্তে যেঽন্তপূর্ব্বা-প্রদানতঃ। ১
কন্যাদানং বংশজেভ্যশ্চান্তপূর্ব্বাপ্রতিগ্রহঃ। ইতি মৌলিকবংশ্যানাং লক্ষণং সমুদাহৃতং।২।
আমূলাদন্তপূর্ব্বায়াঃ প্রতিগ্রহবশাদিমে। মৌলিকাইতি বিখ্যাতাস্তেষাং তদ্ধর্ম্মমিষ্যতে।৩।
ন কুর্য্যাদর্থসম্বন্ধং কন্যাদানে কদাচন। যদন্যানর্থমত্যর্থমর্থসম্বন্ধতো বুধাঃ।৪।
বংশং কন্যা পাতয়তি ক্রেতুর্ব্বিক্রেতুরেব বা। মৌলিকো বংশজো বাপি যঃ কশ্চিদপি বা ভবেৎ।৫
ন বিক্রয়ে বিনিময়ে কন্যাং যুঞ্জীত কশ্চন। দৃশ্যতে ব্যবহারে হি তাবুভাবর্থতঃ সমৌ।৬।
প্রদায় কন্যামাদাতুঃ প্রতিগৃহ্লাতি যৎপরাং। পরিবর্ত্ত ইতি খ্যাতো ধত্তে বিক্রয়বৎফলং।৭।
ন পাপং দৃশ্যতে তাদৃগ্ যত্তবেচ্ছুক্রবিক্রয়াৎ। অতস্তৌ পরিহর্ত্তব্যৌ গর্হিতাদপি গর্হিতৌ।৮।
মৌলিকানাময়ং ধর্ম্মঃ পরমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। পরিবর্ত্তার্থসম্বন্ধৌ যদ্দানে বর্জ্জিতাবুভৌ।৯।
ক্ষম্যোচিতার্ত্তয়ো নাম্না তেষাং দানানি চ ত্রিধা। স্বজাতৌ বংশজস্তদ্বৎ কুলীনেঽপি যথাক্রমং।১০।
আর্ত্তিদানাদ্যশোলাভো উচিতাদুচিতাস্পদং। ক্ষম্যদানাত্তু সর্ব্বত্র গর্হিতাদ্যাতি নিন্দ্যতাং।১১
সপ্তমং পুরুষং যাবদার্ত্তিদানং ভবেদ্যদি। তদন্তপূর্ব্বাবৈমুখ্যো মৌলিকো বংশজায়তে।১২।
সদসদ্ভেদতস্তে চ মৌলিকাদ্বিবিধাঃ স্মৃতাঃ। সন্মৌলিকাস্তু প্রাচীনা অসন্তোঽর্ব্বাক্তনাস্তথা।১৩।
গঙ্গাধরো রায়বারো ভাণ্ডারিশ্চ জটাধরঃ। কবিসুড়ঙ্গগাড়মিশ্রাইমে চত্বার আদিমাঃ (?)।১৪
এতেষাং বংশজাতা যে তে বৈ সন্মৌলিকা মতাঃ। অন্তপূর্ব্বাগ্রহাদন্যে ত্বসন্মৌলিকনামকাঃ।১৫।
তেষাং গোত্রাণি বাসাশ্চ পৃথক্ পৃথগুদাহৃতাঃ। লেখ্যাঃ প্রসঙ্গ-সঙ্গত্যা তৎসর্ব্বং পরতো ময়া।"১৬।
( কুলরহস্যে ৩য় রহস্য )

## দাক্ষিণাত্য-বৈদিক বংশ।

উপরে যে সকল সমাজ-স্থানের উল্লেখ করিলাম, ঐ সকল স্থানের বৈদিকবংশই শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত। তাঁহাদের আত্মীয় কুটুম্বগণ নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন।

চাংড়িপোতা ও তন্নিকটস্থ কোদালিয়া গ্রামে কএক ঘর মুখ্যকুলীন ঘৃতকৌশিকের বাস আছে; তাঁহারা স্বসমাজে বিশেষ সম্মানিত। তাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ বিদ্যাধর বিদ্যাবাচস্পতির সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, চৈতন্য মহাপ্রভু প্রভৃতির তিরোধানের পর ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া বিদ্যাধর ৺পুরীধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব বাঁশড়ার নিকটবর্ত্তী নদীতীরে সুজলা সুফলা ব্রহ্মোত্তর ভূমি পাইয়া তথায় বাস করেন। কুলরহস্যবর্ণিত দাক্ষিণাত্যগণের বৃত্তিভূমি "হোমড়া" বাঁশড়া হইতে বেশী দূর নহে। বিদ্যাধর-বংশের বিশ্বাস যে, বাঁশড়ার পার্শ্ব দিয়া যে প্রকাণ্ড নদী প্রবাহিত হইয়া সাগরে মিশিয়াছে, ঐ নদী উক্ত বিদ্যাধর বিদ্যাবাচস্পতির নামানুসারে অদ্যাপি "বিদ্যাধরী" নামে খ্যাত। বিদ্যাধরের পরবর্ত্তী বংশধরেরা উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া কোদালিয়া ও ইহার অনতিদূরবর্ত্তী চাংড়িপোতা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই বংশে রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন নামে ন্যায় ও অন্যান্য শাস্ত্রবিদ্ একজন অসাধারণ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজপুর ও তৎসন্নিহিত বৈদিক সমাজের দলপতি ছিলেন। তিনি রাজপুরের অনতিদূরে কোদালিয়া গ্রামে বাস ও গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী 'গোঘাটা' নামক ভূতপূর্ব্ব গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতেন বলিয়া সকলে বলিত,—

"কোদালিয়া পুরী কাশী গোঘাটা মণিকর্ণিকা।
তর্কপঞ্চাননো ব্যাসো রামনারায়ণঃ স্বয়ং॥"

বাস্তবিক তাঁহার ন্যায় তেজস্বী উচ্চদরের পণ্ডিত বঙ্গদেশে অতি অল্প ছিল। নবদ্বীপাধিপতির নিকট হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ বিদায় পাইতেন। কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রসিদ্ধ হ হ উইলসন সাহেব তাঁহাকে সর্ব্বপ্রধান দর্শনাধ্যাপক করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেও তিনি অবহেলায় সেই চাকুরী প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তৎকালে রাজা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির উৎসাহে কাশী ও বঙ্গদেশীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিত লইয়া কলিকাতায় যে ধর্ম্মসভা স্থাপিত হয়, তর্কপঞ্চানন মহাশয় তাঁহার অন্যতম পণ্ডিত ছিলেন। এই তর্কপঞ্চাননের পুত্র কৃষ্ণমোহন শিরোমণি একজন অদ্বিতীয় কথক ও শ্রুতিধর ছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি বহু শাস্ত্রীয় গ্রন্থ আদ্যোপান্ত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। এক দিন তিনি ইংলণ্ডের সমস্ত ইতিহাস শুনিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে পাঁচ বর্ষ পরে তারিখ সহ সমস্ত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া তিনি সোমপ্রকাশসম্পাদক দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি আত্মীয় পণ্ডিতগণকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব কথকতা

শুনিয়া শত শত ব্যক্তি রোগ, শোক, জ্বালা, যন্ত্রণা ভুলিয়াছে, এ সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী শুনা যায়। তিনি কথকতা করিয়া সহস্র সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিলেও এক দিনের জন্ত অর্থের মায়া করেন নাই। দীন দরিদ্রের জন্ত তাঁহার দ্বার নিয়ত উন্মুক্ত থাকিত। তিনি যেমন পিতৃমাতৃভক্ত ও জিতেন্দ্রিয়, সেইরূপ নিয়ত দয়ার্দ্রহৃদয় ও পরদুঃখকাতর ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব চরিত্র প্রকাশ করিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হয়। সুকবি তারাকুমার কবিরত্ন কৃষ্ণমোহন শিরোমণির উপযুক্ত পুত্র তিনি সংস্কৃত ভাষায় রোমকাব্য, অর্পণকাব্য, যতিকাব্য, কৃষ্ণভক্তিরসামৃত, সতীধর্ম্ম, হিমালয়দর্শন প্রভৃতি বহুগ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণও উক্ত বিদ্যাধরবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নৈয়ায়িক হরচন্দ্র ন্যায়রত্নের পুত্র। এই অসাধারণ গুণশালী নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, "বিশ্বেশ্বরবিলাস", "গ্রীস" ও "রোমের ইতিহাস" প্রভৃতি বহুগ্রন্থপ্রণেতা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্যক্ পরিচয় এখানে অসম্ভব। তিনি বঙ্গীয় সংবাদপত্রসমূহের আদর্শ সম্পাদক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গবর্ণমেন্ট সর্ব্বদাই সোমপ্রকাশের মত গ্রহণ করিতেন। এক সময়ে বঙ্গবাসী মাত্রই নবপ্রকাশিত সোমপ্রকাশ পাঠ করিবার জন্ত উৎসুক হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জ্যেঠতুতা ভাই ৺কৈলাসচন্দ্র বিদ্যারত্নও এক জন সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি "স্বরূপার্থবোধিনী" নামে সপ্তশতী চণ্ডীর এক অতি সরল টীকা রাখিয়া গিয়াছেন। আদিব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কোদালিয়ার ঘৃতকৌশিবংশেই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কাশীতে গিয়া বেদবেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছিলেন।

রাজপুর, লাঙ্গলবেড় প্রভৃতি স্থানের ঘৃতকৌশিকগণও অতিসম্মানিত। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ মধ্যেও বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অনন্তরাম কণ্ঠাভরণের পুত্র শ্যামসুন্দর ন্যায়পঞ্চাননের নাম প্রথম করা যাইতে পারে। তাঁহার পাণ্ডিত্যপ্রভাবে রাজপুর এক সময়ে "দক্ষিণ নবদ্বীপ" বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। তাঁহারই বংশে সংস্কৃত কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন জন্মগ্রহণ করেন। 'শব্দসার' নামক সংস্কৃত অভিধান বিদ্যারত্ন মহাশয়ের রচিত। তিনি জন্মভূমির অনাথ প্রতিপালনার্থ বিশ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এক জন অধ্যাপকের পক্ষে ইহা সামান্ত প্রশংসার কথা নহে। তৎপুত্র সুপণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন বিদ্যমান। মালঞ্চের নিকটবর্ত্তী লাঙ্গলবেড়ের ঘৃতকৌশিকগণ রাজপুরের ঘৃতকৌশিকগণেরই জ্ঞাতি, তাঁহারা মথিরামের প্রপৌত্র মহাদেবের সন্তান বলিয়া পরিচিত। এই বংশে কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়বাগীশ, ধনেশ্বর ন্যায়রত্ন ও রাধাকান্ত তর্কবাগীশের নাম উল্লেখযোগ্য। রাধাকান্ত তর্কবাগীশের পুত্র পণ্ডিত নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ বর্ত্তমান। হরিনাভির ঘৃতকৌশিকবংশে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হরচন্দ্র তর্কবাচস্পতি, নবকুমার ন্যায়ালঙ্কার ও রামকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির জন্ম।

নাঙ্গলবেড়ের গৌতম গোত্রে সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ভরত শিরোমণি জন্মগ্রহণ করেন; বঙ্গদেশের পণ্ডিতসমাজে সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। তিনি বিষ্ণ্বাদিশতক ও দত্তক-চন্দ্রিকাদির টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। হরিনাভির গৌতমগণও তাঁহাদের জ্ঞাতি। এখানকার গৌতমবংশে বাসুদেব বেদান্তবাগীশ, দুর্গারাম ন্যায়ালঙ্কার, হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন, দীননাথ বিদ্যালঙ্কার (ন্যায়রত্ন), গোবিন্দ তর্কপঞ্চানন, মধুসূদন বাচস্পতি, শিবশতক ও বৈদিক-কুলরহস্য প্রণেতা প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, তাঁহারই কনিষ্ঠ (কুলীনকুলসর্ব্বস্ব, নব-নাটক প্রভৃতি প্রণেতা) রামনারায়ণ তর্করত্ন, চণ্ডীচরণ ন্যায়বাগীশ, হেরম্বনাথ তত্ত্বরত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করেন।

রাজপুর, হরিনাভি ও কোদালিয়ার কাণ্বায়নবংশেও বহুপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে জয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, ঈশান চূড়ামণি, উমাচরণ তর্করত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নাম করা যাইতে পারে।

এতদ্ভিন্ন মুড়াগাছার দাক্ষিণাত্যবৈদিকবংশে প্রদ্যুম্নবিজয়* প্রণেতা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাম-তারণ শিরোমণির জন্ম। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বাঙ্গালা-ব্যাকরণ-রচয়িতা নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ।

মজিলপুরের বাৎস্যবংশে "নলোপাখ্যান" প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা হারানন্দ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র।

দাক্ষিণাত্য বৈদিকসমাজের বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্যের জন্য যেরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল, এখন ক্রমেই তাহার অভাব লক্ষিত হইতেছে!

এই বৈদিক-সমাজের কুলগ্রন্থ ও সম্বন্ধনির্ণায়ক গ্রন্থাভাবে সকল গোত্রের বংশাবলি পাওয়া যায় না। ঘৃতকৌশিক, গৌতম ও কাণ্বায়ন এই তিন গোত্রের ক একটী ধারার এক-দেশ মাত্র পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

## দাক্ষিণাত্য বৈদিকের বর্ত্তমান বাসস্থান।

২৪ পরগণা ও নদীয়াজেলায়—১ রাজপুর ২ হরিনাভি ৩ মালঞ্চ ৪ মল্লিকপুর ২টি, ৬ গোবিন্দপুর ৭ নাঙ্গলবেড় ৮ শ্রীরামপুর ৯ বারদ্রোণ ১০ বোলসিদ্ধি, ১১ বারুঁজী ১২ বুড়ুন ১৩ পাকুড়তলা ১৪ পাইকেন ১৫ হাঁসুড়া ১৬ সেওড়দহ ১৭ মোল্লার চক ১৮ নিতারা ১৯ ইনাৎপুর ২০ রঙ্গিলাবাদ ২১ বিষ্ণুপুর ২২ ঘাটেশ্বরা ২৩ বনমালিপুর ২৪ জয়-নগর ২৫ মজিলপুর ২৬ দুর্গাপুর ২৭ বড়ু ২৮ বারাসত ২৯ গোকর্ণী ৩০ বেলেচণ্ডী ৩১ তস-রলা ৩২ বারুইপুর ৩৩ ধবধবি ৩৪ রামনগর ৩৫ ময়দা ৩৬ কোদালিয়া ৩৭ চাংড়িপোতা ৩৮ গাজীপুর ৩৯ সোনারপুর ৪০ বোড়াল ৪১ জগদ্দল ৪২ সাপুর ৪৩ খিদিরপুর ৪৪ কালীঘাট

[ পরবর্ত্তী অংশ ২১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ]

* "শ্রীমদ্রামতনোদ্বিজস্য কৃতিনঃ পুত্রেণ পুণ্যাত্মনো যস্মাৎ শ্রীযুতরামতারণ ইতি খ্যাতেন নাম্না কৃতং।
শাকেহভ্রাঙ্কসমুদ্রচন্দ্রগণিতে বর্ষে নবং নাটকং ধীরাণাং পরিপশ্যতাং বিতনুতাদেতৎ প্রমোদং হৃদি॥"
(প্রদ্যুম্নবিজয়)

রাজপুরের ঘৃতকৌশিক গোত্র।
চণ্ডীদাস ধর ভট্টাচার্য্য
মণিরাম ( রাজপুর )
অনন্তরাম কণ্ঠাভরণ
রামানন্দ
রামরাম
কবি
বীরেশ্বর
রামসুন্দর ন্যায়পঞ্চানন
কালীশঙ্কর
রতিকান্ত
মদন
কামদেব
হরিনারায়ণ
চন্দ্রচূড় সার্ব্বভৌম
রামহরি
রামদেব
মহাদেব†
(লাঙ্গলবেড় বাস)
দেবরাম
জগন্নাথ
হরি
বিশ্বনাথ
রামসুন্দর
জগন্নাথ
রামতারণ
গোপাল
হরেকৃষ্ণ
রাধানাথ
খোড়া ভট্টাচার্য্য
রূপনারায়ণ
ধনঞ্জয়
রামধন
বিদ্যাবাচস্পতি
রামরতন
দুর্গাপ্রসাদ
গঙ্গাপ্রসাদ
গঙ্গাধর
রামধন
মাধব
জয়নারায়ণ
মহেশ
রামকৃষ্ণ
রামচাঁদ
আনন্দচন্দ্র
গুরুপ্রসাদ
অযোধ্যারাম
মধু
ঈশ্বর
যদুনাথ
গঙ্গারাম
নবীন
রামসর্ব্বস্ব
রামেশ্বর
রামসেবক
চন্দ্রনাথ
হারাণচন্দ্র
গুরুদাস
রামচন্দ্র
ভূতনাথ
রামকিশোর
শরচ্চন্দ্র
অমৃত
রামশরণ
চারুচন্দ্র
অবিনাশ
কালীনাথ
শিবনাথ
রঘুনন্দন
ধনঞ্জয়
কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়বাগীশ
গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন
ঈশ্বরচন্দ্র
রামচন্দ্র
গোপাল
রামচন্দ্র
ধনেশ্বর ন্যায়রত্ন
গঙ্গাদাস
রামরত্ন
হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন
শ্রীনাথ বিদ্যানিধি এম এ
শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন
রাধাকান্ত তর্কবাগীশ
দিগম্বর
চন্দ্রনাথ প্রভৃতি
রামসেবক বিদ্যারত্ন
(কবক)
অক্ষয়কুমার
শশিভূষণ
বীরেন্দ্র প্রভৃতি
নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ
শান্তিরাম
সুরেন্দ্র M B
অক্ষয়কুমার
শশিভূষণ
যতেন্দ্র
নরেন্দ্র
যোগীন্দ্র M A
সুনীন্দ্র L M S
প্রবোধ
বিনয়
* ইনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন।
ইহাঁর পাণ্ডিত্য-প্রভাবে রাজপুর 'দক্ষিণ নবদ্বীপ'
নামে খ্যাত হইয়াছিল।
† মহাদেব একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন।

## চাংড়িপোতা ও কোদালিয়ার ঘৃতকৌশিক গোত্র।

## গৌতম গোত্র।

* দাক্ষিণাত্য বৈদিক-কুলরহস্যপ্রণেতা। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।

† কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব-নাটকপ্রণেতা। সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক ছিলেন।

## কাশ্যায়ন গোত্র।

রামময় ভট্টাচার্য্য
রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী
বিশ্বেশ্বর
কৃপানাথ
রামরত্ন ( ভাটপাড়াবাসী )
রামময়
রামজীবন (বংশজ)
(সাঁড়াগোলবাসী)
রামশরণ
রামভদ্র
অনন্তরাম
কালিদাস ন্যায়রত্ন
কৃষ্ণানন্দ
রামনারায়ণ
২য় রামশঙ্কর
১ম নরহরি
রামলোচন
বৈদ্যনাথ
গোপীনাথ
দেবীপ্রসাদ
রামভদ্র
শিবনাথ ভৈরব বনমালী নন্দকুমার গৌর
মহেশ
রামগোপাল বিদ্যাবাগীশ
তারাচাঁদ সার্ব্বভৌম
রামচাঁদ ন্যায়রত্ন
ঈশান চূড়ামণি
ভূতনাথ
ইশ্বর
শম্ভুচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার
রামমোহন
রামসর্ব্বস্ব
কালীকমল
কালীকুমার তর্কবাচস্পতি
কালীপ্রসন্ন
শ্যামাচরণ
উমাচরণ তর্করত্ন
রাজেন্দ্র
শশী
হরিচরণ
জয়গোপাল
জয়রাম বেদান্তবাগীশ
জয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগর
বিজয় বিদ্যানিধি
মহাদেব
হরিদেব শাস্ত্রী

৪৫ ভবানীপুর ৪৬ কলিকাতা ৪৭ চোঙাটী ৪৮ চাঁদপুর ৪৯ গোপালপুর ৫০ গাঁতি, ৫১ কাদিহাটী ৫২ শালিপুর ৫৩ আড়বেলিয়া ৫৪ রক্তপুকুর ৫৫ স্বরূপনগর, ৫৬ ছোট জাগুলী ৫৭ ভালুকা ৫৮ জয়পুর ৫৯ এঁড়েদহ ৬০ ইছাপুর ৬১ নৈহাটী ৬২ভাটপাড়া ৬৩ হালি-সহর ৬৪ সংগ্রামপুর ৬৫ সাঁড়াপোল ৬৬ কোমরপাড়া।

জেলা হুগলী—১ কলাছড়া ২ কোতরং ৩ সোনাটিকুরি ৪ গোয়াই ৫ পাউনান ৬ গোঁদল পাড়া ৭ মানকুণ্ড ৮ ফরাসডাঙ্গা ৯ চন্দননগর ১০ চুঁচুড়া ১১ খেঁকশিয়ালী ১২ ধরমপুর ১৩ প্রতাপপুর ১৪ সোমড়া।

জেলা বর্দ্ধমান—১ সিমলাগড় ২ হাজিনা ৩ গাঙ্গুর ৪ আমাদপুর ৫ নিঃশঙ্কশঙ্করপুর, ৬ কালনা, ৭দেপুর ৮কামালপুর ৯কাটনা ১০বেগুনিয়া ১১ পাহাড়হাটী ১২চৌপিড়া ১৩ বারাসত ১৪ ভুরকুণ্ডা ১৫ বাররকোণা ১৬ গোবিন্দপুর ১৭ পাঁড়ুই ১৮ মালখা ১৯ বুড়ার ২০ সিরাজপুর ২১ ভাণ্ডারডিহি ২২ হুমমপুর ২৩ বণ্ডুল ২৪ মণ্ডলগ্রাম ২৫ জামনা ২৬ মন্ত্রেশ্বর ২৭ কসুম-গ্রাম ২৮ গোপালনগর ২৯ ধাঁউই ৩০ খড়মপুর ৩১ নাসিগ্রাম ৩২ বড় বেলুন ৩৩ খেরুয়া ৩৪ গীধগ্রাম ৩৫ কৌশিকগ্রাম, ৩৬ নবগ্রাম ৩৭ কলসা ৩৮ নিগোন ৩৯ যবগ্রাম ৪০ পুটস্থড়ী ৪১ গুপিটা ৪২ বনদীপাড়া ৪৩ ঘুনী ৪৪ মুদোকর ৪৫ পাটুলী ৪৬ বাউডাঙ্গা ৪৭ নাইহাট ৪৮ বেড়া ৪৯ চাণ্ডুলী ৫০ নূলগ্রাম ৫১ পাকপাড়া ৫২ পোষ্টগ্রাম ৫৩ বাঙ্কা ৫৪ আমুল ৫৫ ঝাঁসটেকুড় ৫৬ সারদপুর ৫৭ কাশীপুর ৫৮ শিবরামপুর ৫৯ গোয়াই ৬০ বসৎপুর ৬১ চকদীঘি ৬২ বসন্তপুর ৬৩ আলপুনা ৬৪ আমড়া ৬৫ কেঁদুল ৬৬ পাণ্ডুগ্রাম ৬৭ কাঁদরা ৬৮ মুকশিম-পাড়া ৬৯ কোমরপুর ৭০ নিরোল ৭১ মোশবুঁদী ৭২ বাগড়ে ৭৩ রাণীগঞ্জ।

জেলা হাওড়া—১ গুজরাট ২ বাগাণ্ডা ৩ আমোরদহ ৪ শিবগঞ্জ ৫ গাজীপুর ৬ সীতাপুর।

জেলা যশোহর—১ তালুকদার ২ ডেকুটীয়া ৩ পতেন্দালি ৪ করিমালি ৫ যাদবপুর ৬ গঙ্গানন্দপুর ৭ গৃহপোল ৮ বীকৃড়া ৯ কড়িখালি ১০ বায়সা ১১ মাগুরা ১২ হেড়ে দেয়াড়া ১৩ গৌরীখোলা।

জেলা মানভূম—১ বেড়ো ২ সেনেড়া।

জেলা মেদিনীপুর—১ ক্ষেপুৎ ২ প্রতাপপুর ৩ পাঁশকুড়া।

জেলা বাঁকুড়া—১ লেগো ২ কোতলপুর।

এতদ্ভিন্ন তীর্থবাস বা কর্ম্মোপলক্ষে কাশীধাম, বৃন্দাবন, সাতনা, রেবা, জামালপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়াও কএক ঘর বাস করিতেছেন।

## প্রথম পরিশিষ্ট।

# হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন।*

(সম্মুখ ভাগ)

(২৭শ পঙ্‌ক্তি) ... ইহ খলু বিক্রম-

(২৮শ) পুর[illegible] স্কাবারাৎ মহারাজাধিরাজ-জ্যোতির্ব্বর্ম্মপাদা-
নুধ্যাত-পরমবৈষ্ণব-

(পশ্চাদ্ভাগ)

(১ম পঙ্‌ক্তি) পরমেশ্বর-পরমভট্টারকমহারাজাধিরাজ শ্রীহরিবর্ম্মদেবঃ কুশলী।

(২য়) শ্রীপৌণ্ড্রভুক্ত্যন্তঃপাতি পঞ্চকুম্ভস্বশৈল উ?রানি?ক্ষেবিষয়ম্য বর-
পর্ব্বতগ্রামে। স্বশ্রীত্রিষষ্ঠী-

(৩য়) খিক যড়ে্‌দ্রাণ্যপেত হলভূমৌ। সমুপগতাশেষরাজপুরুষ রাজ্ঞী
রাণক রাজপুত্র রাজামাত্য-মহা-

(৪র্থ) ব্যূহপতি-মণ্ডলপতি-মহাসান্ধিবিগ্রহিকমহাসেনাপতিমহাকূট-পাশিক-
মহাসভ্যাধিকৃতা-

(৫ম) মহাপ্রতীহারকোট্টপাল-দৌঃসাধসাধনিকচৌরোদ্ধরণিকনৌবলহস্ত্যশ্ব-
গোমহিষাজা-

* এই তাম্রশাসন খানি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পাঠোদ্ধারের জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে প্রদান করেন। তিনি বালি-নিবাসী পণ্ডিত গুরুচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট পাইয়াছেন। সামন্তসারনিবাসী সমাজদার শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পত্রে অবগত হইয়াছিলাম যে, মহারাজ শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসনখানি পাঠোদ্ধারের জন্য তিনি উক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে দিয়াছিলেন। কিন্তু গৃহদাহে অগ্নিদেবের হস্তে নিগৃহীত হইয়া এই তাম্রশাসনের অধিকাংশ অস্পষ্ট হওয়ায় তিনি পাঠোদ্ধারে কৃতকার্য্য হন নাই এবং তাম্রশাসন খানিও আর তাঁহাকে ফেরত দেন নাই। আলোচ্য তাম্রশাসন খানির সম্মুখ ভাগ এককালে পাঠোদ্ধারের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে, কেবল ২৭শ পঙ্‌ক্তির শেষাংশ ও ২৮শ পঙ্‌ক্তির পাঠোদ্ধার হইয়াছে। পশ্চাদ্ভাগ দিখদোহায় সেরূপ অস্পষ্ট হয় নাই, দুই একটী অস্পষ্ট অংশ ব্যতীত এই ভাগের অধিকাংশই বহু কষ্টে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই তাম্রশাসনের ঊর্দ্ধভাগে রাজা হরিবর্ম্মদেবের লাঞ্ছন (emblem) ছিল, সম্ভবতঃ অগ্নিসংযোগকালে সেখানি যুক্ত তাম্রশাসন হইতে খুলিয়া গিয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৫½ অঙ্গুলি ও প্রস্থে ১৩½ অঙ্গুলি। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ।

(৬ষ্ঠ) বিকাদিব্যাপৃতক-গৌল্মিক-দণ্ডপাশিকদণ্ডনায়ক-বিষয়কার অন্যাংশ্চ সকলরাজপাদো-

(৭ম) পজীবিনোঽধ্যক্ষপুরুষৈ ...নি অন্যাংশ্চ আচট্টভট্টজাতীয়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্ম-

(৮ম) ণোত্তরান্ যথার্হং মানয়তি [ বোধয়তি সমাদি ] শতীদমত্র যস্ত ভবতাং বঙ্গে [ বেজণি ]-শার

(৯ম) শ্চ সীমাবধি ... ... সচলা সজলা ... ... ...

(১০ম) চৌরোদ্ধ[রণিকাবচ্ছি]ন্ন প্রত্যায়. ...ৎ প্রত্যাহর ......

(১১শ) যাপ্রা গ্রামোঽয়মুদ্দিশ্য ॥ বৎস... আপ্লুবৎ ওর্ক ষিপ্রবরায়

(১২শ) ঋগ্বেদ আশ্লায়ন[1]শাখাধ্যায়িনে ভট্টপুত্রজয়ব... প্রপৌত্রায় ভট্ট-পুত্রবেদগর্ভ-

(১৩শ) শর্ম্মণঃ পৌত্রায় ভট্টপুত্রপদ্মনাভনাম্নঃ পুত্রায় ভট্টপুত্রবেদার্থবাচিক-[ শ্রীকৃষ্ণধর মিশ্র ]

(১৪শ) শর্ম্মণে শ্রীমতা হরিবর্ম্মদেবেন পুণ্যেঽহনি বিধিবদুদকপূরককৃত্য ভগবন্তং কৃষ্ণধরভট্টা-

(১৫শ) রকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চপুত্রপুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে আচন্দ্রার্কক্ষিতি-সমকালংযাবৎ ভূমি-

(১৬শ) চ্ছিদ্রন্যায়েন দ্বাচত্বারিংশদব্দীয় মুদ্রয়া তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তা-স্মাভিঃ তদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরনুম-

(১৭শ) ন্তব্যং ভাবিভিরধিভূপতিভিঃ পালনে দানফলগৌরবাৎ হরণে মহো নরকপাতভয়াদিদং নাম্ন দাত-

(১৮শ) ব্যং সদ্ধর্ম্ম-পরিপালনীয়ং ভবদ্ভিঃ ক্ষেত্রকরৈঃ ... ... ...

(১৯শ) ... ... ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি। উভৌ

(২০ম) তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ। ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ। আক্ষেপ্তা চা-

(২১ম) নুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেৎ ॥ স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাং। স বিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভূত্বা পিতৃভি

(১) "আশ্বলায়ন" পাঠ করিবে।

(২২শ) : সহ পচ্যতে। বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ। যস্য যস্য
যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং।

(২৩শ পঙ্‌ক্তি) ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।
সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা ন

(২৪শ) হি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ ॥

অনুবাদ।

বিক্রমপুরস্থিত শ্রীমান জয়স্কন্ধাবার হইতে (?) মহারাজাধিরাজ জ্যোতির্ব্বর্ম্মার পাদচিন্তা-নিরত পরম-বৈষ্ণব পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীহরিবর্ম্মদেব কুশলযুক্ত (হউন)।

তিনি, শ্রীপৌণ্ড্রভূক্তির অন্তর্গত পঞ্চকুসুমশৈল উপরভূচক্রবিষয়ের বরপর্ব্বত (বড়পাড়) গ্রামে ত্রিষষ্ট্যধিক ষট্‌দ্রোণীসমন্বিত হলভূমি (দান করিয়া)। অসংখ্য রাজপুরুষ, রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র, রাজামাত্য, মহাব্যূহপতি, মণ্ডলপতি, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহাকূটপাশিক, মহাসভ্যাধিকারী, মহাপ্রতীহার, কোট্টপাল, দৌঃসাধসাধনিক, চৌরোদ্ধরণিক, নৌ-বল-হস্তি-অশ্ব-গো-মহিষ-মেষাদির পরিদর্শক, গৌল্মিক, দণ্ডপাশিক ও দণ্ডনায়ক প্রভৃতি দ্বারা পরিবৃত হইয়া অন্যান্য সমস্ত রাজপাদোপজীবিগণ, অধ্যক্ষপুরুষগণ এবং আচট্ট ভট্টজাতীয় অপরাপর জনপদ, ক্ষেত্রকর ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগকে যথাযোগ্য সম্মান, উপদেশ এবং কোন কোন ব্যক্তিকে বা আদেশ করিয়া জানাইতেছেন।

যিনি এই বঙ্গে বেজণিসায় ভূমির * * * * * * * *
সীমাবধি * * * * এই গ্রাম উদ্দেশ করিয়া, বৎস গোত্র ভার্গব চ্যবন আপ্নুবৎ ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পঞ্চ আর্ষ প্রবরযুক্ত, ঋগ্‌বেদীয় আশ্বলায়নশাখাধ্যায়ী ভট্টপুত্র জয়বাচক শ্রীদেবের প্রপৌত্র, ভট্টপুত্র বেদগর্ভশর্ম্মার পৌত্র ও ভট্টপুত্র পদ্মনাভের পুত্র, ভট্টপুত্র বেদার্থপ্রকাশক শ্রীচক্রধর মিশ্র শর্ম্মাকে শ্রীমান্ হরিবর্ম্মদেব কর্ত্তৃক পুণ্যদিনে যথাবিধি উদকপূরকপূর্ব্বক ভগবান্ কৃষ্ণধর-ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া, মাতা, পিতা, পুত্র ও নিজের পুণ্যবৃদ্ধির জন্য প্রদত্ত হইল। পৃথিবীতে চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ভূমির ছিদ্রানুসারে দ্বাচত্বারিংশদন্দীয় মুদ্রা দ্বারা তাম্রশাসন প্রস্তুত করাইয়া ইহা দান করিলাম। অতএব আপনারা সকলে এবং ভাবী ভূপতিগণও এ বিষয়ে অনুমোদন করুন। দান-ফলের গুরুত্ব এবং ভূমিহরণে সদ্য নরকপাতের আশঙ্কা, এই কারণে সকলেরই স্বধর্ম্ম পালন করা কর্ত্তব্য।

যিনি ভূমি দান গ্রহণ করেন এবং যিনি ভূমি দান করেন, এই উভয় পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিই নিয়ত স্বর্গগামী হইয়া থাকেন। ভূমিদাতা ষষ্টিসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস করেন। আর এই দান সম্বন্ধে যাহারা ক্ষুব্ধ হয় বা অনুমোদন না করে, তাহারা ততকাল নরকভোগ করে। ভূমি স্বদত্তাই হউক, বা পরদত্তাই হউক, যে তাহা হরণ করে, সে বিষ্ঠামধ্যে ক্রিমি হইয়া জন্মগ্রহণপূর্ব্বক তাহার পিতৃগণের সহিত বাস করিতে থাকে। সগর প্রভৃতি পূর্ব্বতন

বহু নরপতিই ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালের অধীশ্বরগণ যদি সেই ভূমির অপলাপ না করেন তবে তাঁহারাও সেই দান ফল প্রাপ্ত হন। সম্পদ এবং জীবন ইহার কিছুই চিরস্থায়ী নয়। সম্পদ্ কমলদলগত জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল ও মনুষ্যজীবন নশ্বর, ইহা বিবেচনা করিয়া এবং উল্লিখিত ঐ সমস্ত বুঝিয়া কোন ব্যক্তিরই পরকীর্ত্তি লোপ করা কর্ত্তব্য নহে।

---

## দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

# গৌরাঙ্গ-বংশ।

"জাতা জিতামিত্রত্রয়াত্মজাযিহ কামেশরামেশরমেশমাধবাঃ
আন্তত্রয়াণাং তনয়ো ন বিদ্যতে কন্দর্পকং পুত্রমবাপ মাধবঃ।
তস্যানিরুদ্ধাহ্বয়নন্দনোঽপি ভতঃ সুতো বিশ্বপতীতি বিশ্রুতঃ
বভূব ভর্গাভিধসন্ততিস্ততঃ প্রকীর্ত্তিতস্তস্য সুতশ্চ কার্ত্তিকঃ।
শ্রীদর্পহারী তনয়োঽভবত্ততঃ স চ প্রপেদে শিবরামনন্দনং
শিবস্য পুত্রো বিদিতো রমাপতিস্ততো জগন্নাথসমাহ্বয়দ্বিজঃ।
শ্রীবিষ্ণুদাসেত্যভিধস্য ধর্ম্মিণো রথীতরস্যাজমুখীং সহোদরাং
শচীতি নাম্নীং শ্রিয়মেব সুশ্রিয়া যতী জগন্নাথ ইবাগ্রহীৎ স চ।
ততঃ শচীগর্ভসমুদ্ভবাবুভৌ যশোনিধানাবতিভাববোধকৌ
অপূর্ব্বরূপোঽপ্রতিমোঽপি পূর্ব্বজঃ শ্রীবিশ্বরূপেত্যভিধানধারকঃ।
বাল্যকালে বিহায়ৈব সর্ব্বান্ বিষ্ণুপরায়ণঃ। সংন্যাসমুত্তমং মত্বা ধ্রুববৎ কাননং যযৌ॥
শচী চ ক্লিষ্টচিত্তাপি চৈতন্যাশাবশাদ্‌গৃহে। গত্যন্তরবিহীনা সা নীতিজ্ঞাসীৎ সুনীতিবৎ॥
হরিনামপ্রচারায় কলিধ্বান্তাস্তকর্ম্মণে। পূর্ণিমায়াং শকাব্দেঽব্ধিবিয়দ্বেদবিধৌ ভবে॥
ফাল্গুনে ফল্গুনীযোগে গোগ্রহে রজনীমুখে। শ্রীশচ্যা গর্ভদুগ্ধাব্ধের্গৌড়চন্দ্রোদয়োঽভবৎ॥
সোঽপীশো গৌড়চন্দ্রঃ কলুষবিকলিতোঽসৌ কলেঃ কালরূপঃ।
সংসারেঽসারসারে স্মরশরশমনঃ সারসংন্যাসিশিষ্টঃ।
মান্যো হীনাভিমানো গুণিগণগণিতো জ্ঞানগণ্যোঽগ্রগণ্যঃ।
চৈতন্যং মান্যমন্যং জনয়তি মনুজং ধন্যচৈতন্যদেবঃ।
বিজ্ঞং বৈরাগ্যধর্ম্মং ভবভববিভবং জ্ঞাপয়ন্ প্রজ্ঞতাজ্ঞ
আসীদ্গৌরাঙ্গধারী গময়িতুমিতি নূনং কৃষ্ণবর্ণোনকৃষ্টঃ।

যস্যাতিশ্বেতকীর্ত্তিস্ত্রিজগতি নিয়তিস্ফূর্ত্তিমেতি ভ্রমন্তী
শশ্বৎ সর্ব্বেষুবাস্তে ধরণিধরনিভো যৎপ্রভাবঃ প্রভাতি।
তপোঽনুরক্তঃ শ্রুতিপাঠমোদিতঃ স্বভাবরম্যপ্রকৃতির্জিতেন্দ্রিয়ঃ
তথাপি জগ্রাহ পরিগ্রহং পরং নিমাই-নামাম্বতিমাতৃবাক্যতঃ।
ততোঽপ্যরণ্যে গমনাভিলাষতঃ স এব মুক্ত্বা জননীঞ্চ বান্ধবান্,
সহোদরঃ কুত্র মমৈব বিদ্যতে বিষাম্বুরন্বেষয়িতুং তমত্র তৎ।
ইতীব শাঠ্যেন শঠঃ শটাশিরো বিরাগরাগৈরতিরঞ্জিতাকৃতিঃ,
শাকে শশাঙ্কানলবেদচন্দ্রমে বিহায় গেহং প্রজগাম কাননং।
ততোঽত্র চৈকত্র পবিত্রপুত্রয়োর্বিশোচনার্কৌ বিচচার সা চিরং,
হাহেতিচোচ্চৈর্ব্বচনেন রোদিতা চৈতন্যহীনাযুতচেতনা শচী।
অত্রৈব তন্মাতুলবিষ্ণুদাসঃ স বিষ্ণুভক্তো হরিসক্তচিত্তঃ,
বিশুদ্ধবুদ্ধির্বুধমধ্য আদ্যঃ অধীতবেদাদিরবাপ্তবিত্তঃ।
বিবাহবন্ধেন নিবদ্ধবিপ্রঃ অপত্যমূলোন্মূলিত বনাভিলাষী,
সমর্পয়ন্ পুত্রধনং কলত্রে শ্রীসারদাখ্যাং বিদুষীং স্বসূতাং।
দত্ত্বা বিবাহেন বরায় গোপী-নাথায় কণ্ঠাভরণাভিধায়,
আসাদ্য গৌরাঙ্গসুসঙ্গমাশু তদাটবীমাট বিহায় সর্ব্বং।
অথক্রমে বীক্ষ্য চ বিষ্ণুদাসঃ ক্রিয়াকলাপৈর্ব্বিমলস্বভাবং
মন্বোত্তমোঽয়ং মতিমান্নিমায়ী তন্মাতুলং সঙ্কিতবুদ্ধিমেবং।
তং ত্যক্তুকামো মনুজোঽপ্যুদাসী ব্যাজেন বাচং সুবচা উবাচ,
ভল্লাতকী কাচিদিহাস্তি কিন্নু প্রয়োজনং মাতুলমেঽত্র তস্যাঃ।
অস্ত্যেব সা মে মুখশুদ্ধিকার্য্যা শ্রুত্বেতিসোঽভাষত কৃষ্ণদাসঃ,
তমেব গৌরাঙ্গ উবাচ তত্র সবিস্ময়ং বিশ্ববিশোভনাত্মা।
সন্ন্যাসধর্ম্মং গ্রহীতুং ন চ ক্ষমো লোভাচ্চ গার্হস্থ্যধর্ম্মসত্ত্বাৎ,
প্রয়াত্ততো মাতুলমন্দিরং স্বং ন ব্রহ্মচর্য্যং গ্রহিণাং ক্ব দৃষ্টং।
হা ভাগিনেয়োক্তবচো নিশম্য জগাদ দুঃখী বচনং সগদ্গদং
সন্ত্যাজ্য বা ত্বাং যদি যামি বেশ্মনি অহোগতির্মে কীদৃশী ভবিষ্যতি।
সদুঃখিতান্তঃকরণপ্রবৃত্তিকং সমীক্ষ্য শিক্ষানিপুণং সুশিক্ষিতঃ
বিবেচনায়াং চতুরো বিবিচ্য যথোচিতং বাচমুবাচ মাতুলং।
শ্রীবাসুদেবোঽস্ত্যপি রামপালকে জলাশয়ে প্রস্তরনির্ম্মিতাকৃতিঃ

আনীয় তং স্থাপয় যত্নপূর্ব্বকং বিশেষভক্ত্যা স ভবেদভীষ্টদঃ।
ইত্যেবমাদিষ্ট ইহেষ্টলাভী সবিষ্ণুদাসোঽকথয়ন্নিমায়িনং
ইতো বনাদ্বৈষ্ণবমৌলিভূষ সমং মম ত্বং সুবিধিজ্ঞ গচ্ছ।
ততঃ স্বদেশে পুনরাগতৌ তৌ তস্মাৎ সমানীয় চ বাসুদেবং,
তৎ স্থাপনার্থং বহুশিষ্যতে মুখ্‌ডোবাখ্যদেশেঽত্র সমাগতাং তৌ।
চৈতন্যমাভাষত বিষ্ণুদাসঃ সাধো ময়াত্বং বরণীয় এব,
হোতৃক্রিয়ায়ৈ অনঘক্রিয়াবান্ যাতেরুচিস্ত্যাং পরিকল্পয়েতি।
চৈতন্য এতৎ প্রতিগৃহ্য বাক্যং আস্থাপয়ৎ সুন্দরবাসুদেবং,
সংপূজ্য যত্নেন জগৎসুবীজমেকাগ্রচিত্তঃ পরমংস্তবংশ্চ।
তুষ্টস্তদাস্তোত্রবশেন মাধবঃ প্রত্যক্ষমূর্ত্তৌ সমধিষ্ঠিতস্তদা,
বরস্ত্বয়া ভক্ত বিগৃহ্যতামিতি স চাচিরং বাচমবোচদচ্যুতং।
চৈতন্যদেবোঽপ্যবদৎ স মাধবং ততো বরপ্রার্থিজনোঽহমাশু তে,
নিরন্তরস্তৎপদাচিন্তনাশ্বনে মমাতুলায়াত্র বরঃ প্রদীয়তাং।
ততো বরং গৃহ্ণ ইতীহ বিষ্ণুনা স বিষ্ণুদাসোঽজ্ঞপিতঃ প্রহর্ষিতঃ
তদ্দেবদেবং বিনয়ী স্বখেদয়ৎ যাবৎ কুলং মেঽস্ত্যবতিষ্ঠ মন্দিরে॥
তদ্ধ্যানে নিরতং বৃতং সুকৃতিনং শ্রীবিষ্ণুদাসস্তদা
মত্বা ভক্তবরং দ্বিতীয়রহিতং তস্মৈ রমাবল্লভঃ।
তৎস্তোত্রৈঃ পরিতোষিতো বরমিমং শ্রীবাসুদেবো দদৌ
যাবৎ স্যাৎক্ষিতিমণ্ডলে তব কুলং স্থাস্যামি তে মন্দিরে।
অনন্তরংস্বস্তরধীয়ত প্রভুঃ তৎস্থানতোভক্তবিসক্তচিত্তকঃ
গৌরাঙ্গএবং পরিভূষ্য মাতুলং পুনর্বনেঽগান্নিজধর্ম্মমাচরন্।
এবংবিধানৈর্ব্বিবিধৈরপিদেবং শ্রীবাসুদেবস্যবলম্ব্য বিপ্রঃ
সুখীভবন্ তত্র সুখাভিলাষী ন্যুবাস বাসাদি বিধায় সর্ব্বং।"

গোপালপঞ্চাননোদ্ধৃত-গোপীনাথকণ্ঠাভরণবিরচিতে চৈতন্যচরিতে গৌরাঙ্গবংশবর্ণনম্।

---

তৃতীয় পরিশিষ্ট।

## শ্রীহট্টবাসী বৈদিকের বিশেষ কথা।

বৈদিকসংবাদিনীগ্রন্থে লিখিত আছে—

"ততো নিধিপতির্নাম বিপ্রবরস্ত বংশাবতারঃ সুবিদ্বনারায়ণনামা কশ্চিদ্বিপ্র পৈতৃকগৃহীতভূমিমূর্ব্বরাং কর্ত্তুমিচ্ছুঃ। প্রাগুক্তধর্ম্মপালমহারাজবংশীয়তঃ কস্মাদতি পালতঃ স্বচ্ছন্দতঃ স্বাধিকারার্থং স্বকীয়াশেষসদ্গুণাদিবলেন মহারাজেত্যুপাধিং লব্ধা ত দেশান্তর্গতজলপ্লাবনাদিবর্জ্জিতস্থানরাজনগরইত্যভিধানে রাজবসতিং পরিকল্প্য সুবৃহদ্দী কাদি জলাদিমগ্নাধিকং প্রতিষ্ঠাপ্য নিরুপদ্রবমুবাস।

ততঃ স্বাধিকারভূমিষু কতিপয়ভূমিগ্রহণে বৎসকৃষ্ণাত্রেয়ভরদ্বাজগোত্রীয়ৈঃ কৈরপি সুবিদ্বনারায়ণাভিধেয়স্ত রাজ্ঞঃ একো মহান্ বিবাদোঽভূৎ। তস্মিংশ্চ বৎসাদিগোত্রী পরাভূতাঃ সন্তঃ রাজ্ঞেঽভিশাপং দত্ত্বা তদ্দেশং পরিজহুঃ।

তেষান্তু বৎসগোত্রীয়া কেচিদ্বিপ্রবরাঃ ঢাকাদক্ষিণাখ্যদেশে কেচিচ্চ বরগঙ্গাদেশে অপরে রেঙ্কাখ্যদেশে বসতিং কৃতবন্তঃ।

কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রীয়াঃ কেচিৎ ভরপদেশীয়জয়পুরকুচুয়াদিগ্রামে চুড়াপাইদেশীয়কলি শাসনগ্রামে ঢাকাদক্ষিণস্থ কালিশালিগ্রামে লংলাদেশীয়নর্ত্তনাখ্যগ্রামে গত্বা স্থিতাঃ।

ভরদ্বাজগোত্রীয়াস্তু কেচিৎ লঙলাদেশীয় নর্ত্তনগ্রামে কেচিৎ বালিশিরাদেশীয়-রাজ পুরগ্রামে নিবাসং চক্রুঃ।

ততঃ সুবিদ্বনারায়ণনামা মহারাজঃ স্বকীয়ামেকাং কন্যাং কাত্যায়নগোত্রীয়ায় কৈ তপস্বিনে দত্ত্বা উঢ়াভূমে ভূমিউড়াখ্যং গ্রামং স্থিরীকৃত্য জামাতুর্বসত্যর্থে দত্তবান্।

ততঃ পুনর্নিজবংশার্থং রাজথলাখ্যগ্রামে চিহ্নং কৃত্বা সাগরদীর্ঘিকাং কৃতবান্, এতস্মি কালে প্রাগুক্তব্রহ্মশাপঃ ফলিতঃ; তস্য বিবরণমেতজ্জ্ঞাতব্যমিতি,—"সুবিদ্বনারায়ণ নৃপতের্দ্বিতীয়া ভানুমতী নাম্নী পদ্মিনী কন্যাতিসুন্দরী বয়োগুণসম্পন্না চাসীৎ। অথৈকদ মুরশিদাবাদনগরীয়নবাবকস্য রাজ্যপরিদর্শকঃ মৌলবী ওসমান খাঁ নামকঃ কশ্চিৎ সেনা পতিরাগত্যাত্র দেশে তামুত্তমাং কন্যাং দৃষ্ট্বা। তস্মৈ নবাবকপুত্রায় যুবরাজায়োক্তবান্। ততো নবাবাত্মজো বলেন ছলেন বা তাং কন্যামানয়িতুং সায়ুধসৈন্যপরিবৃতং তং প্রিয়সেনাপতিং প্রেরয়ামাস। ততঃ স সেনাপতিঃ বলাদ্রাজনগরে রাজবাট্যাং সমাগত্য নানাবিধদুশ্চরণং কৃত্বা জাতিনাশোদ্যোগং চকার। তদা নিরুপায়মবলোক্য স রাজা তস্য কন্যাপি ধর্ম্মনাশ-ভয়াৎ স্বেচ্ছাতঃ কেনচিদুপায়েন প্রাণান্ তত্যাজ।

অপরে চ ভয়তঃ পলায়নপরাণাং সর্ব্বেষাং মধ্যে চত্বারো রাজপুত্রাঃ যবনেনাক্রান্তাঃ

ভ্রষ্টাঃ যবনাচারা বভূবুঃ। পলায়িতানাং মধ্যে ব্রহ্মনারায়ণো রাজপুত্রো ব্রহ্মবানা-
দেশে। ধর্ম্মনারায়ণো রাজপুত্রঃ ছয়বিরিদেশস্থ ধর্ম্মপুরগ্রামে, ভানুনারায়ণো রাজ-
মুগাছদেশে পলায়িতঃ। ততো জাতিভ্রষ্টানাং চতুর্ণাং ইন্দ্রনারায়ণ-চন্দ্রনারায়ণ-শিব-
-কৃষ্ণনারায়ণানাং স্বদেশে যবনাচারণমিতি তন্মধ্যে কশ্চিৎ জামাল খাঁ কস্যাপি
। খাঁ একস্যৈব হাজি খাঁ অপরস্য ইছা খাঁ। নাম আসীৎ। রাজ্যং নবাবাধিকারং বভূব।
্রষ্টাশ্চত্বারোঽপি ভূম্যধিকারিপদে চতুর্ধুরীত্যুপাধিং প্রাপ্য নিযোজয়ামাস। পলায়িতানাং
ানাং স্বধর্ম্মাচারে চতুর্ধুরীত্যুপাধয়ো ভবেয়ুঃ। বৎসকৃষ্ণাত্রেয়ভরদ্বাজগোত্রীয়াণাং ত্রয়াণাং
ানাং মধ্যে কেচিৎ পুনরাগত্য বসতিস্থানং সমাপুঃ। ততো দশগোত্রান্তর্গতানামপরেষাং
নাং মধ্যে যে ভূম্যধিকারেঽবসন্ তেঽপি পুরকায়স্থ উপাধয়ো বভূবুঃ। তদ্বৎ পূর্ব্বাপর-
হারাদধুনাপি তত্তদুপাধিভিরাখ্যাতঃ। দশগোত্রাণাং সন্ততিমধ্যে যে স্বসমাজমনাদৃত্য
দেশীয়ানাং ব্রাহ্মণানাং কন্যাগ্রহণাদিকং পাকান্নভোজনং রীতিনীতিবিরুদ্ধাচরণং কৃত-
ন্ত মৈথিলবৈদিকসাম্প্রদায়িশ্রেণীতঃ পরীত্যাজ্যবর্জ্জনীয়া অপরিগণিতা অনাদৃতা
বর্ত্তন্ত ইতি।”

অনন্তর বিপ্রবর নিধিপতির বংশধর সুবিদ্য-নারায়ণ নামক জনৈক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পৈতৃক
সম্পত্তি সকল উর্ব্বরা করিতে ইচ্ছা করিয়া পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মপাল মহারাজ বংশীয় কোন এক
প্রকৃষ্ট রাজার নিকট হইতে স্বীয় বিবিধ সদ্‌গুণাবলীর পুরস্কারস্বরূপ 'মহারাজ' উপাধি লাভ
রেন। তিনি স্বেচ্ছানুরূপ নিজ অধিকারবিস্তারার্থ ইটা পরগণান্তর্গত একটী জলপ্লাবনহীন
ন 'রাজনগর' নামে নিজ রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক প্রচুর জলপরিপূর্ণ সুবৃহৎ দীর্ঘিকাদি
নন করাইয়া নিরুপদ্রবে বাস করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে নিজ অধিকৃত ভূভাগমধ্যে বৎস, কৃষ্ণাত্রেয় ও ভরদ্বাজগোত্রীয় কতিপয়
াহ্মণের সহিত কয়েক খণ্ড ভূমি গ্রহণ লইয়া রাজা সুবিদ্যনারায়ণের একটী বিবাদ উপস্থিত
। এই বিবাদে উক্ত ত্রিগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ পরাস্ত হইয়া রাজা সুবিদ্যনারায়ণকে অভি-
াপ প্রদানপূর্ব্বক সে দেশ পরিত্যাগ করেন।

উল্লিখিত দেশত্যাগী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বৎসগোত্রীয়গণ ঢাকাদক্ষিণে, কয়েক জন
রগনার এবং অপর সকলেই রেঙ্গা প্রদেশে বাস স্থাপন করিলেন। কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রের
য়েক জন তরপ পরগণার জয়পুর ও কচুরা প্রভৃতি গ্রামে, চুড়খাই পরগণার কলিশাসন
মে, ঢাকাদক্ষিণের কালিশাকী গ্রামে এবং জংলা পরগণায় নর্ত্তন গ্রামে গিয়া বাস করেন।
ভরদ্বাজগোত্রীয়গণের মধ্যে কেহ কেহ জংলা পরগণায় নর্ত্তন গ্রামে এবং কয়েকজন
বালিশিরা পরগণার রাজপুর গ্রামে গিয়া বসতি করেন।

রাজা সুবিদ্যনারায়ণ কাত্যায়নগোত্রীয় জনৈক তাপস ব্রাহ্মণকে নিজ কন্যা সম্প্রদান-
পূর্ব্বক জামাতার বাসের নিমিত্ত উঢ়াভূম পরগণার ভূমিউড়া নামক একখানি গ্রাম
দান করেন।

এই ঘটনার পর রাজা সুবিদ্নারায়ণ নিজ বংশখ্যাতির জন্য রাজখোলা গ্রামে প্র
"সাগরদীঘিকা" খনন করাইলেন। এই সময়ই তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণশাপ ফ
উক্ত শাপবিবরণ এইরূপ ;—রাজা সুবিদ্নারায়ণের দ্বিতীয় কন্যার নাম ছিল ভা
ভানুমতী রূপগুণবতী পদ্মিনীজাতীয়া সুন্দরী কন্যা—কন্যার রূপে রাজগৃহ আলোকিত

এক সময় মুর্শিদাবাদের তাৎকালিক নবাবের রাজ্যপরিদর্শক মৌলবী ওস্মান খাঁ
একজন সেনানী রাজা সুবিদ্নারায়ণের রাজধানীতে আগমন করেন, ঘটনাক্রমে রা
ভানুমতী উক্ত নবাবসেনানীর নয়নগোচর হন। ওস্মান খাঁ মুর্শিদাবাদে ফিরি
রাজনন্দিনী ভানুমতীর অনুপম রূপযৌবনের কথা যুবক নবাব-নন্দনের নিকট প্রকাশ ক

চঞ্চলমতি যুবক নবাবতনয় এই কথা শুনিবামাত্র ছলে বলে কৌশলে যে কো
সেই কন্যা-রত্নটিকে হস্তগত করিবার জন্য সৈন্যাদি সহ তাঁহার সেই প্রিয়সেনানী ও
খাঁকেই সুবিদ্নারায়ণের রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন।

অনন্তর দুর্ব্বৃত্ত ওস্মান্ সুবিদ্নারায়ণের রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক না
অত্যাচারের পর তাঁহাদিগের জাতিনাশের চেষ্টা করিতে উদ্যত হইল। তখন
নিরুপায় হইয়া ধর্ম্মনাশভয়ে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেন, এবং তৎকন্যা ভানুমতীও
পথানুবর্ত্তিনী হইলেন। রাজপুরীস্থ অন্যান্য সকলেই পলায়ন করিল। কিন্তু তাহা
মধ্যে সুবিদ্নারায়ণের চারি পুত্র যবন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া জাতিভ্রষ্ট হন এবং যবন
গ্রহণ করেন। সুবিদ্নারায়ণের পলায়িত অন্যান্য পুত্রদিগের মধ্যে রাজপুত্র ব্রহ্মনা
ব্রহ্মবন পরগণায়, ধর্ম্মনারায়ণ ছয়বিরি পরগণার ধর্ম্মপুর গ্রামে এবং রাজপুত্র ভানুনার
ভানুগাছে উপস্থিত হন। সুবিদ্নারায়ণের জাতিভ্রষ্ট পুত্রচতুষ্টয়ের নাম ইন্দ্রনারা
চন্দ্রনারায়ণ, শিবনারায়ণ ও কৃষ্ণনারায়ণ, ইঁহারা সকলেই স্বদেশে থাকিয়া যবনাচার পা
করেন। এই রাজপুত্রদিগের মুসলমান নাম হয়—জামাল খাঁ, কামাল খাঁ, হাজি খাঁ
ইছা খাঁ। রাজা সুবিদ্নারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য নবাবের অধিকারভুক্ত হয়। সু
দের রাজ্যভ্রষ্ট যবনধর্ম্মী চারিপুত্র চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হইয়া নবাবকর্ত্তৃক ভূম্যধিকারি-প
নিযুক্ত হন। সুবিদের পলায়িত পুত্রত্রয়ও স্বধর্ম্মে থাকিয়া শেষে চৌধুরী উপাধি লাভ করে

বৎস, কৃষ্ণাত্রেয় ও ভরদ্বাজ এই গোত্রত্রয়ের সন্তানগণের মধ্যে কেহ কেহ পুনর
স্বদেশে আসিয়া বাস করেন। পরে অপর দশগোত্রীয়দিগের সন্ততিগণের মধ্যে যাঁহা
ভূম্যধিকারী ছিলেন, তাঁহারাও শেষে 'পুরকায়স্থ' উপাধি প্রাপ্ত হন। পূর্ব্ববৎ ব্যবহ
পরম্পরায় আজিও তাঁহারা সেই সেই উপাধিতে আখ্যাত হইতেছেন। দশগোত্রীয়দিগে
সন্তানগণ মধ্যে যাঁহারা স্ব স্ব সমাজ উপেক্ষা করিয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের কন্যাগ্রহণ, পাক
ভোজন ও রীতিনীতি পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা মৈথিল বৈদিক সম্প্রদায় হইতে বিচ্যু
হইয়া নগণ্য ও অনাদৃতাবস্থায় বাস করিতেছেন।

---

## শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক।

বদিক-সংবাদিনীগ্রন্থে সাম্প্রদায়িকসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

াৎস্য-ভরদ্বাজ-কৃষ্ণাত্রেয়-পরাশরাঃ। কাত্যায়নাঃ কাশ্যপাশ্চ মৌদ্গল্যাঃ স্বর্ণকৌশিকাঃ।
মা বৈদিকাঃ সর্ব্বে মৈথিলে সাম্প্রদায়িকাঃ। চতুর্দ্দশ গুণৈর্মিশ্রা মহামান্যাস্তপস্বিনঃ।
দশগোত্রীয়াণাং বংশজা বর্ত্তমানজাঃ। যে স্বজাগ্ন্যাষিতা মান্যা প্রধানাঃ সদ্‌গুণাশ্রয়াঃ।
গ্রামাণি দেশাংশ্চ বর্ণিতানি পৃথক্ পৃথক্ ॥" ইত্যাদি।
ত্রিংশত্তু গ্রামাণি দেশাশ্চৈতে চতুর্দ্দশ। তেষু গ্রামেষু দেশেষু বসন্তি সাম্প্রদায়িকাঃ ॥
নাশ্চৈব তে সর্ব্বে সদ্‌গুণা সম্বলাশ্রয়াঃ। মহামান্যাশ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বে ভূম্যধিকারিণঃ।
প্রদায়কাঃ কেচিৎ কেচিদ্‌যাজনিকাস্তথা। কেচিদধ্যাপকাঃ কেচিৎ ব্যবস্থাজাতিদাতৃকা ॥
গ্রাহকাঃ কেচিৎ কেচিচ্চ কৃষিকারকাঃ। দক্ষিণাগ্রাহকাঃ কেচিৎ নিমন্ত্রণগতাশ্চ তে ॥
চ্চ রাজপণ্ডিতাঃ কেচিৎ স্বস্ত্যয়নকারকাঃ। শান্তিপ্রদানিকাঃ কেচিৎ কেচিচ্চ শূদ্রযাজকাঃ ॥
এতান্যন্যানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি অন্যস্থানাৎ সমাগত্য বসন্তীতি।
যে চাধমাস্তে সাম্প্রদায়িকে ত্যাজ্যা নিন্দিতাঃ সন্তাড়িতাঃ ॥"

ৎস, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয়, পরাশর, কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদ্গল্য, স্বর্ণকৌশিক তিম। এই বৈদিকগণ সকলেই মহামান্য তপস্বী ও চতুর্দ্দশ গুণে ভূষিত। বর্ত্তমান কগণ উক্ত দশগোত্রীয় বৈদিকগণেরই বংশধর। ইহাঁদিগের বাসস্থান গ্রাম ও দেশ স পৃথক্‌ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, নিম্নে সেই সকল নাম প্রদত্ত হইল। তরপ, কচুয়া পুর, সপ্তগ্রাম, বালিশিরা, রাজপুর, ইটা, মহাদেবী, বড়কাপন্ ভূমিউড়া, কাছাড়ী, রীপুরা, কান্ত্য, দাসপাড়া, গোবিন্দবাটী, ছয়বিরি, বিষ্ণুপুর, শ্রীনাথপুর, ধর্ম্মপুর, পালগ্রাম, বাল, গুড়াভূমি, ইন্দ্রেশ্বর, থলাগ্রাম, করিম্পুর, লঙ্‌লা, নর্ত্তন গ্রাম, শঙ্করপুর, ঙ্গরা, টিকরা কোওরভাগ, ঢাকাদক্ষিণ, রায়ধর, কালিশালী, নশারীগ্রাম, পঞ্চখণ্ড, গা, পণ্ডিতপালক, নয়াগ্রাম, দীর্ঘিপার, দাসগ্রাম, কলিশাসনগ্রাম, চূড়থাপ্রদেশ, াচার্য্যগ্রাম, বেঙ্গাদেশ, বরগঙ্গা দেশ, বরঙ্গা গ্রাম, ও সত্রাসতী, সাধুহাটি, বা বদাম্, তুর্দ্দশ পরগণায় চত্বারিংশৎটী গ্রামে বাস।

এই সকল গ্রামে এবং পরগণায় মৈথিল সাম্প্রদায়িক বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বাস করেন। হারা সৎসামর্থ্য ও সদ্‌গুণসম্পন্ন এবং সকলেই প্রধান ও সকলেই মহামান্য ভূম্যধিকারী। াদিগের মধ্যে কেহ দীক্ষাদাতা, কেহ যাজনিক, কেহ অধ্যাপক, কেহ বেতনগ্রাহক, হ কেহ কৃষিকারক, কেহ দক্ষিণাগ্রাহক, কেহ কেহ নিমন্ত্রণরক্ষক, কেহ রাজপণ্ডিত, হ শান্তিপ্রদানিক এবং কেহ বা শূদ্রযাজক। কেহ কেহ বলেন,—যাঁহারা নীচ কর্ম্ম-রায়ণ, তাঁহারা স্থানান্তর হইতে আসিয়া এইখানে বাস করিতেছেন। যাহা হউক, হারা অধম বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক হইতে চ্যুত এবং সমাজে নিন্দিত।

তৃতীয়াংশ সম্পূর্ণ।

# ব্রাহ্মণকাণ্ড।

## চতুর্থ অংশ।

## শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণবিবরণ।

# শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণবিবরণ।

## উপক্রম।

হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সকল প্রধান জনপদে এই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের বাস। অথচ বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় বঙ্গদেশে অনেকেই এই শাকদ্বীপীর বিষয় অবগত নহেন। অনেকের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহারা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের নাম পর্য্যন্ত শোনেন নাই। আবার যাঁহারা প্রকৃত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ,—বহু দিন হইল এই বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিতেছেন, ও হিন্দু-সমাজে উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন, বড়ই দুঃখের বিষয় তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে স্ব স্ব পূর্ব্বপরিচয় বিস্মৃত হইয়াছেন! কেহ কেহ প্রকৃত পরিচয় অবগত হইয়াও স্ব স্ব পূর্ব্ব-বিবরণ গোপন করিতে উদ্যত! তাঁহাদের বিশ্বাস, শাকদ্বীপী বলিয়া পরিচয় দিলে, পাছে তাঁহাদের গৌরব লাঘব হয়, পাছে তাঁহারা নিম্নশ্রেণী বা প্রাচীন আর্য্যসমাজ-বহির্ভূত বলিয়া গণ্য হন! কি অপূর্ব্ব ধারণা! কি ভ্রান্ত বিশ্বাস! আত্মপরিচয়-গোপন-প্রিয়তাই আমাদের উন্নতহৃদয় অবনত করিয়া ফেলিয়াছে। আজ যে জাতীয় ইতিহাসের নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিতে আমরা গলদ্‌ঘর্ম্ম ও পশ্চাদ্‌পদ হইতেছি, আত্মপরিচয়-গোপনই তাহার মুখ্য কারণ। আজ বলিয়া নহে, বহু পূর্ব্বকাল হইতেই ইহা আমাদের স্বাভাবিক ও সামাজিক ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এ সঙ্কোচ ভাব আমাদের পরিত্যাগ করা আবশ্যক। সত্যের অপলাপ কথনই ন্যায় ও ধর্ম্ম-সঙ্গত নহে। আমরা যাহা প্রকৃত বিবরণ বলিয়া বুঝিয়াছি তাহাই প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইলাম।

শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের সহিত ভারতীয় হিন্দুসমাজের বহু প্রা[illegible] বিশে[illegible] সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। শাকদ্বীপের পবিত্র ব্র[illegible]রক্ত ভারতীয় আ[illegible] গিয়াছে, তাহা আর বিশ্লেষণ করিবার শক্তি কাহারও নাই। শাকদ্বীপীর [illegible] হইলে ভারতীয় ইতিহাসের একটী প্রধান অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ না[illegible] তাই আমরা যথাসাধ্য সংক্ষেপে শাকদ্বীপের সহিত ভারতের সংস্রব ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণে[র] ইতিহাস লিখিতে অগ্রসর হইলাম।

যাঁহারা পুরাণ পড়িয়াছেন, তাঁহারাই শাকদ্বীপের নাম পাইয়াছেন। নামটী কিছু নূতন নহে। কিন্তু এই স্থান যে কোথায়, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। পৌরাণিকেরা এই মাত্র জানেন, যে জম্বুদ্বীপের (ভারতের) দ্বিগুণ শাকদ্বীপ, তাহা সমুদ্রান্তরে অবস্থিত। আবা[র] অনেকের বিশ্বাস, জম্বুদ্বীপ ব্যতীত শাকদ্বীপ, প্লক্ষদ্বীপ প্রভৃতি যে সকল দ্বীপের উল্লেখ আছে

তাহা পৌরাণিক কবিগণের কল্পনা মাত্র। আবার কেহ কেহ মনে করেন, গ্রীক প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ (Scythia) নামে যে প্রাচীন জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই শকদেশ বা শাকদ্বীপ। কিন্তু তথায় কি ব্রাহ্মণের বাস থাকা সম্ভব? অনেকেরই ধারণা, এই ভারতবর্ষেই চাতুর্বর্ণ্যের নিবাস। এ ছাড়া আর সকলই ম্লেচ্ছদেশ; ম্লেচ্ছদেশে ব্রাহ্মণের বাস সম্ভবপর নহে।

আমরা যত দূর প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস, শাকদ্বীপ কবিকল্পিত নহে, অনেকটা প্রকৃত। প্রকৃতই এখানে চারি বর্ণের বাস ছিল। পুরাণ, ভারতাদি হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব। এখন দেখা যাউক শাকদ্বীপ কোথায়?

---

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### শাকদ্বীপের পৌরাণিক অবস্থান।

মহাভারতে লিখিত আছে,—

"জম্বূদ্বীপপ্রমাণেন দ্বিগুণঃ স নরাধিপ। বিষ্কম্ভেণ মহারাজ সাগরোঽপি বিভাগশঃ ॥৯
ক্ষীরোদো ভরতশ্রেষ্ঠ যেন সংপরিবারিতঃ। তত্র পুণ্যা জনপদাস্তত্র ন ম্রিয়তে জনঃ ॥১০
তথৈব পর্ব্বতা রাজন্ সপ্তাত্র মণিভূষিতাঃ ॥১৩
রত্নাকরাস্তথা নদ্যস্তেষাং নামানি মে শৃণু। অতীব গুণবৎ সর্ব্বং তত্র পুণ্যং জনাধিপ ॥১৪
দেবর্ষিগন্ধর্ব্বযুতঃ প্রথমো মেরুরুচ্যতে। প্রাগায়তো মহারাজ মলয়ো নাম পর্ব্বতঃ ॥১৫
ততো মেঘাঃ প্র[illegible] ভবন্তি চ সর্ব্বশঃ। ততঃ পরেণ কৌরব্য [illegible] মহাগিরিঃ ॥১৬
[illegible] পসবঃ পরমং জলং। [illegible] ততো বর্ষং প্রভবতি বর্ষাকালে জলেশ্বরঃ ॥১৭
[illegible] যত্র নিত্যং প্রতিষ্ঠিতা। [illegible] দিবি নক্ষত্রং পিতামহকৃতো বিধিঃ ॥১৮
[illegible] সা নাম মহাগিরিঃ। নবমেঘপ্রভঃ প্রাংশুঃ শ্রীমানুজ্জ্বলবিগ্রহঃ ॥১৯
যতঃ [illegible] মহামাগন্না প্রভ জনপদেশ্বর।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ,—

সুমহান্ সংশয়ো মেঽদ্য প্রোক্তোঽয়ং সঞ্জয় ত্বয়া ॥২০ প্রজাঃ কথং সূতপুত্র সম্প্রাপ্তাঃ শ্যামতামিহ।
সঞ্জয় উবাচ,—সর্ব্বেষেব মহারাজ! দ্বীপেষু কুরুনন্দন ॥২১
গৌরঃ কৃষ্ণশ্চ পতগস্তয়োর্ব্বর্ণান্তরে নৃপ। শ্যামো যস্মাৎ প্রবৃত্তো বৈ তস্মাচ্ছ্যামো গিরিঃ স্মৃতঃ ॥২২
ততঃ পরং কৌরবেন্দ্র দুর্গশৈলো মহোদয়ঃ। কেসরঃ কেসরযুতো যতো বাতঃ প্রবর্ত্ততে ॥২৩
তেষাং যোজনবিষ্কম্ভো দ্বিগুণঃ প্রবিভাগশঃ। বর্ষাণি তেষু কৌরব্য সপ্তোক্তানি মনীষিভিঃ ॥২৪
মহামেরুর্মহাকাশো জলদঃ কুমুদোত্তরঃ। জলধারো মহারাজ সুকুমার ইতি স্মৃতঃ ॥২৫

রৈবতস্য তু কৌমারঃ শ্যামস্ত মণিকাঞ্চনঃ। কেদারস্তাথ মৌদাকী পরেণ তু মহাপুমান্ ॥২৬
পরিবার্য্য তু কৌরব্য দৈর্ঘ্যং হ্রস্বত্বমেব চ। জম্বুদ্বীপেন সংখ্যাতস্তস্য মধ্যে মহাদ্রুমঃ ॥২৭
শাকো নাম মহারাজ প্রজা তস্য সদানুগা। তত্র পুণ্যা জনপদাঃ পূজ্যতে তত্র শঙ্করঃ ॥২৮
তত্র গচ্ছন্তি সিদ্ধাশ্চ চারণা দৈবতানি চ। ধার্ম্মিকাশ্চ প্রজা রাজন্ চত্বারোঽতীব ভারত ॥২৯
বর্ণাঃ স্বকর্ম্মনিরতা ন চ স্তেনোঽত্র দৃশ্যতে। দীর্ঘায়ুষো মহারাজ জরামৃত্যুবিবর্জ্জিতাঃ ॥৩০
প্রজাস্তত্র বিবর্দ্ধন্তে বর্ষাস্বিব সমুদ্রগাঃ। নদ্যঃ পুণ্যজলাস্তত্র গঙ্গা চ বহুধা মতা ॥৩১
সুকুমারী কুমারী চ শীতাশী বেণিকা তথা। মহানদী চ কৌরব্য তথা মণিজলা নদী ॥৩২
চক্ষুর্বর্দ্ধনিকা চৈব নদী ভারতসত্তম। তত্র প্রবৃত্তাঃ পুণ্যোদা নদ্যঃ কুরুকুলোদ্বহ ॥৩৩
সহস্রাণাং শতান্যেব যতো বর্ষতি বাসবঃ। ন তাসাং নামধেয়ানি পরিমাণং তথৈব চ ॥৩৪
শক্যন্তে পরিসংখ্যাতুং পুণ্যাস্তা হি সরিদ্বরাঃ।" (ভীষ্ম পর্ব্ব ১১ অঃ)

'জম্বুদ্বীপের যেরূপ বিস্তার বলা হইল, শাকদ্বীপ তদপেক্ষা দ্বিগুণ। এই দ্বীপ ক্ষীরসমুদ্রে পরিবেষ্টিত, তথায় অতি পবিত্র জনপদ সকল অধিষ্ঠিত। তথায় মানবগণ কদাচ কালগ্রাসে পতিত হয় না অর্থাৎ তাহাদের অকাল মৃত্যু নাই। তাহারা সকলেই তেজ ও ক্ষমাসম্পন্ন। সেখানে দুর্ভিক্ষজনিত ক্লেশের লেশ মাত্র নাই। শাকদ্বীপে মণিবিভূষিত সাতটী পর্ব্বত ও নানারত্নের আকর নদী সকল প্রবাহিত আছে। অতি পবিত্র দেবর্ষিগণসেবিত মহাগিরি মেরুই সর্ব্বপ্রধান, উহার পশ্চিমে মলয়পর্ব্বত বিস্তৃত, সেই স্থান হইতে মেঘ-সকল সঞ্চালিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাহার পূর্ব্ব দিগ্‌ভাগে জলধারনামে এক বৃহৎ পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত। দেবরাজ ইন্দ্র সেই স্থান হইতে জল লইয়া বর্ষাকালে বর্ষণ করেন। তাহার পর অতি উন্নত রৈবত পর্ব্বত। ভগবান্ ব্রহ্মার আদেশানুসারে রেবতী তথায় বাস করিতেছেন। সুমেরুর উত্তরে অত্যুন্নত নবীন জলধারের ন্যায় শ্যামল, উজ্জ্বলকান্তিসম্পন্ন শ্যামগিরি প্রতিষ্ঠিত। তথায় মনুষ্যগণ ঐ গিরি হইতেই শ্যামলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সকল দ্বীপেই ব্রাহ্মণ গৌরবর্ণ, ক্ষত্রিয় লোহিত, বৈশ্য পীত ও শূদ্র কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া থাকে, এক বর্ণ হয় না, কিন্তু শ্যামগিরিতে মনুষ্যগণ সকলেই শ্যামল।

শ্যামগিরির পর অত্যুন্নত দুর্গশৈল, তথায় কেশরসম্পন্ন সিংহ ও সমীরণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সকল পর্ব্বতের বিস্তার উত্তরোত্তর দ্বিগুণ। ঐ সকল পর্ব্বতে মহামেরু, মহাকাশ, জলদ, কুমুদ, উত্তর, জলধার ও সুকুমার এই সাতটী বর্ষ আছে। রৈবত পর্ব্বতের কৌমার বর্ষ, শ্যামগিরির মণিকাঞ্চন বর্ষ ও কেসর পর্ব্বতের মৌদাকী বর্ষ। তাহার পর মহাপুমান্ নামে এক পর্ব্বত আছে, তাহার পরিমাণ জম্বুদ্বীপের সমান। এই মহাগিরি শাকদ্বীপের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার পরিবেষ্টিত করিয়া আছে। তন্মধ্যে শাক নামে এক মহাদ্রুম অবস্থিত; প্রজাগণ তাহার অনুগামী। ঐ পর্ব্বতে অনেক পবিত্র জনপদ আছে, সেখানকার লোকেরা ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করিয়া থাকে। সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণ তথায় সর্ব্বদা গমন করেন। তথায় প্রজা সকল চারি বর্ণে বিভক্ত, দীর্ঘজীবী ও স্ব স্ব ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত। তথায় চৌর-ভয় নাই, জরা-মৃত্যুর অধিকার নাই। যেমন বর্ষাকালে নদী সকল পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ প্রজাগণও

ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। তথায় বহু শাখায় বিভক্ত গঙ্গা, সুকুমারী, কুমারী, শীতাশী, বেণিকা, মহানদী, মণিজলা, ও চক্ষুর্বর্দ্ধনিকা নদী প্রবাহিত। ইহা ব্যতীত শত সহস্র পবিত্র-সলিলা নিম্নগাও আছে। ইন্দ্র সেই সমুদয়ের জল লইয়া বর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই সেই সমস্ত নদীর নাম ও পরিমাণ করা নিতান্ত সুকঠিন।' (ভীষ্মপর্ব্ব ১১ অধ্যায়)

মৎস্যপুরাণেও মহাভারত অপেক্ষা শাকদ্বীপের অনেকটা সবিস্তার বর্ণনা ও তদন্তর্গত বহু জনপদাদির উল্লেখ আছে*। শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবীভাগবতোক্ত শাকদ্বীপের বিবরণ পরস্পরে মিল থাকিলেও মহাভারত কি অপর কোন পুরাণের সহিত মিল নাই†। কোন্ কোন্ পুরাণে শাকদ্বীপের কিরূপ বর্ষ বিভাগ আছে, নিম্নে তাহার একটা তালিকা দেওয়া হইলঃ—

| মাৎস্যমত। | বিষ্ণুপুরাণ। | গারুড়। | ব্রহ্মাণ্ড। | ভাগবত। | দেবীভাগবত। |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ম জলধার বা গতভয় | ... জলদ | জলদ | জলধার | পুরোজব | পুরোজব |
| ২য় সুকুমার বা শৈশির | ... কুমার | কুমার | সুকুমার | মনোজব | মনোজব |
| ৩য় কৌমার বা সুখোদয় | ... সুকুমার | সুকুমার | কৌমার | বেপমান | পবমানক |
| ৪র্থ মণীচক বা আনন্দক | ... মণীচক | মণীচক | মণীচক | ধূম্রানীক | ধূম্রানীক |
| ৫ম কুসুমোৎকর বা সোনক | ... কুসুমোদ | কুসুমোদ | কুসুমোত্তর | চিত্ররেফ | চিত্ররেফ |
| ৬ষ্ঠ মৈনাক বা ক্ষেমক | ... মোদাকি | মোদাকি | মৌদাক | বহুরূপ | বহুরূপ |
| ৭ম ধ্রুব বা বিভ্রাজ | ... মহাদ্রুম | মহাদ্রুম | মহাদ্রুম | বিশ্বাধার | বিশ্বধৃক্ |

কেহ কেহ মনে করেন, কল্পভেদে নামভেদ ঘটিয়াছে। যাহা হউক, প্রাচীন নাম বিলুপ্ত হওয়ায়, এখন শাকদ্বীপের বর্ত্তমান অবস্থিতি-নিরূপণ করা সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে শাকদ্বীপের অবস্থান-সম্বন্ধে নানা মত দৃষ্ট হইলেও মৎস্যপুরাণ ও মহাভারতের মিল থাকায় এই দুই মতই গ্রহণ করিলাম।

মাৎস্য ও মহাভারত-মতে, জম্বুদ্বীপের (যাহার অধিকাংশ লইয়াই এই ভারতবর্ষ তৎ)পরই শাকদ্বীপ; মেরু বা সুমেরু ইহার এক সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোদোতস্‌ও লিখিয়াছেন, হিন্দুস্থান (India proper) ও স্কিদীয়ার (Scythia) মধ্যে হিমদেশ (Hemodes বা Hemodus) নামক মহাগিরি ব্যবধান। বর্ত্তমান মধ্যএসিয়ার পামীর নামক গিরিই পুরাণোক্ত মেরু বা সুমেরুর দক্ষিণাংশ বলিয়া বোধ হয়। গ্রীকদিগের মতে হিমদেশে (Hemodes) দেবগণের বাস ছিল। পুরাণ-মতেও মেরু বা সুমেরু-শিখরে দেবগণের বাসস্থান। এরূপ স্থলে পামীর ও তৎসংলগ্ন তুর্কীস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত পর্ব্বতমালাই জম্বুদ্বীপ ও শাকদ্বীপের ব্যবধান বলিয়া ধরা যায়। অতি পূর্ব্বকালে এই দুর্গম প্রদেশে সহজে কেহ যাইতে পারিত না ও উভয় দেশের লোকের সহিত পরস্পর সম্বন্ধ না থাকায় নানা কল্পিত আখ্যান প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

পারস্য দেশীয় পূর্ব্বতন রাজগণের প্রাচীনতম শিলালিপিতে শক বা শাকজাতির উল্লেখ আছে। ভারতীয় শক-কুষনদিগের মুদ্রায়ও 'শাক' নাম পাওয়া যায়‡। এই শক বা শাক

* মৎস্য পুরাণ ১২২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। † ভাগবত ৫ম স্কন্ধ ২০শ অধ্যায়, দেবীভাগবত ৮ স্কন্ধ ১৩ অঃ দ্রষ্টব্য।

* স্কিদীয়=সক+দীয়=দ্বীপ। ‡ Numismatic Chronicle, 1893, No. 2, 5.

দিওদোরাস্, ষ্ট্রাবো প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকগণ স্কিদীয়* (Scythian) বা 'সাকিতই' (Sakitai) নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন,—"কাস্পীয় সাগরের পূর্ব্বাঞ্চলবাসী সকল জাতিই স্কিদী** বলিয়া খ্যাত। সাগরের ঠিক পার্শ্বেই দহী (Dahæ), একটু বেশী পূর্ব্বে মস্‌সগেতই (Massagetai) ও সাকী (Sacæ)র বাস। কিন্তু এই সকল জাতির বিশেষ বিশেষ নাম আছে। ইহারা এক স্থানে স্থায়ী ভাবে বাস করে না। ইহাদিগের মধ্যে অসি (Asi), পসিআনি (Pasiani), তোচারি (Tochari), ও সকরন্‌লি (Sacara-li)র নামই প্রসিদ্ধ। ইহারা গ্রীকদিগের নিকট হইতে বহ্লিয়া (Bactria†) জয় করিয়াছিল। সাকেরা (Sacae) এসিয়ায় প্রবেশ করিয়া কিমেরী (Cimmerae) দিগের মত বহ্লিয়া ও আর্মেনিয়ার প্রধান জনপদসমূহ অধিকার করিয়াছিল এবং তাহাদের নামানুসারে ঐ স্থান শকসেনী (Sacasanae) নামে খ্যাত হয়।"‡

দিওদোরস্ লিখিয়াছেন,—"শাক (Sacae or Scythian)-দিগের আদিবাস স্থান অর়ক্ষেসের উপর। এল্লা (Ella = ইলা) নামে পৃথিবীজাতা এক কুমারী হইতে এই জাতির উদ্ভব। এই কুমারী কটি হইতে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত নারীরূপা এবং অধোভাগে সর্পাকৃতি। জুপিটারের ঔরসে সেই কুমারীর গর্ভে স্কিদিস্ (Scythes) বা শাক নামে এক পুত্রজন্ম গ্রহণ করে। ইহার আবার দুই পুত্র হয়—পাল (Palas) ও নাপ (Napas), দুই জনেই মহাবীর বলিয়া গণ্য ছিল, তাহাদের নামানুসারে পালিয়া ও নাপিয়া জাতির নামকরণ হইয়াছে। তাহারা বহুদূরবর্ত্তী ইজিপ্টদেশে নীলনদ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল এবং নানাজাতিকে পরাজয় করিয়াছিল। তাহাদের প্রভাবে শকরাজ্য পূর্ব্বসাগর হইতে কাস্পীয় ও মেওতি (Maeotis) হ্রদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই জাতীয় বহু নৃপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বংশ হইতেই শাক (Sacae), মস্‌সগ (Massagetai), অরি-অস্প (Ariaspa)† প্রভৃতি বহুশ্রেণীর উৎপত্তি। তাহারা বহু সাম্রাজ্য বিপর্য্যস্ত করিয়া আসিরীয় ও মিদীয় জয় করিয়াছিল এবং সৌরমতীয় (Sauromatae)-দিগকে অরক্ষেস্‌তীরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।††"

পূর্ব্বে [illegible] কাসিকগণের বর্ণনা অনুসারে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় পুরাবিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান তাতার, এসিয়াটিক রুষিয়া, সাইবেরিয়া মস্কোবী, ক্রিমিয়া, পোলণ্ড, হঙ্গেরির কতকাংশ, লিথুয়নিয়া, জর্ম্মণীর উত্তরাংশ, সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি জনপদ লইয়া প্রাচীন স্কিদিয়া (বা শাকদ্বীপ‡‡।) বিস্তৃত ছিল।

---

* Scythia = শক + দীয় = দ্বীপ।

** Scythae = শাকদ্বীপী।

† পৌরাণিক নাম বাহ্লিক।

‡ Strabo, lib, XI.

$ অরি-অস্প = আর্য্যাশ্ব (সংস্কৃত)।

†† Diodorus Siculus, Book ii.

‡‡ কেহ কেহ বলিতে পারেন, মহাভারত ও মাৎস্য-মতে শাকদ্বীপ ক্ষীরোদসাগরবেষ্টিত, সুতরাং কিরূপে আমরা উক্ত বিস্তৃত ভূভাগকে শাকদ্বীপ বলিয়া গণ্য করি। যে ভূভাগের দুই দিকে জলরাশিবেষ্টিত, পুরাণে তাহাই দ্বীপ বলিয়া বর্ণিত। পূর্ব্বোক্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের দুই দিকে যে জলরাশি বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### শাকদ্বীপে বর্ণ-বিভাগ।

এখন কথা হইতেছে, শাকদ্বীপ যেন জম্বুদ্বীপের পরই হইল। বর্ত্তমান তুর্কীস্থান, সাইবিরিয়া, এসিয়াস্থ রুষিয়া, পোলণ্ড প্রভৃতি যেন শাকদ্বীপের মধ্যেই হইল ; কিন্তু এই সকল স্থানে যে বর্ণ-বিভাগ প্রচলিত ছিল, এই ভারতের মত তথায় যে আর্য্য সমাজ ছিল, তাহার প্রমাণ কি ? যে সকল প্রদেশ লইয়া শাকদ্বীপ ধরা হইতেছে, ঐ সমুদয় স্থানই এখন হিন্দুর চক্ষে ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া গণ্য। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রেও আছে—

"চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
স ম্লেচ্ছদেশো বিজ্ঞেয় আর্য্যাবর্ত্তস্ততঃ পরম্ ॥" ( বিষ্ণু ৮৪।৪ )

'যে দেশে চাতুর্বর্ণ্যের ব্যবস্থা নাই, তাহাই ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া গণ্য, আর্য্যাবর্ত্ত তাহা হইতে ভিন্ন।' এরূপ স্থলে শাকদ্বীপ কিরূপে আর্য্যদেশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে ?

আমরা বহু প্রাচীন প্রমাণ পাইয়াছি যে, শাকদ্বীপ পূর্ব্বকালে ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া কখন প্রসিদ্ধ হয় নাই। পূর্ব্ববর্ণিত মহাভারতের বর্ণনা হইতেই তাহা কতকটা প্রমাণিত হইতেছে। এখন দেখা যাউক, শাকদ্বীপে কিরূপ বর্ণ বিভাগ প্রচলিত ছিল।

মহাভারতে লিখিত আছে—

"তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চত্বারো লোকসম্মতাঃ ॥৩৫
মগাশ্চ মশকাশ্চৈব মানসা মন্দগাস্তথা।
মগা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠাঃ স্বকর্ম্মনিরতা নৃপ ॥৩৬
মশকেষু তু রাজন্যা ধার্ম্মিকাঃ সর্ব্বকামদাঃ।
মানসাশ্চ মহারাজ বৈশ্যধর্ম্মোপজীবিনঃ।
সর্ব্বকামসমাযুক্তাঃ শূরা ধর্ম্মার্থনিশ্চিতাঃ ॥
শূদ্রাস্তু মন্দগা নিত্যং পুরুষা ধর্ম্মশীলিনঃ ॥৩৮
ন তত্র রাজা রাজেন্দ্র ন দণ্ডো ন চ দাণ্ডিকঃ।
স্বধর্ম্মেণৈব ধর্ম্মজ্ঞাস্তে রক্ষন্তি পরস্পরম্ ॥৩৯" (ভীষ্মপর্ব্ব ১১ অঃ)

সেই শাকদ্বীপে পুণ্যপ্রদ লোক-প্রসিদ্ধ চারিটী জনপদ আছে—যথা মগ, মশক, মানস ও মন্দগ। মগ বিভাগে স্বকর্ম্মনিরত শ্রেষ্ঠ মগ ব্রাহ্মণগণের বাস, মশক-বিভাগে ধার্ম্মিক ও সর্ব্বকামপ্রদ মশক নামক ক্ষত্রিয়গণের বাস, মানস-বিভাগে সর্ব্বকামসম্পন্ন, ধর্ম্মার্থ-তৎপর ও শূর মানসনামক বৈশ্য ধার্ম্মিকগণের বাস এবং মন্দগ-বিভাগে নিত্যধর্ম্মনিরত মন্দগ নামক

শূদ্রগণের বাস। তথায় রাজা নাই, দণ্ড নাই বা দণ্ডধারীও নাই। সেই ধর্ম্মজ্ঞ-নরগণ স্বধর্ম্মপ্রভাবে পরস্পর রক্ষিত হইয়া থাকে।

বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত আছে,—

"মগাশ্চ* মাগধাশ্চৈব মানসা মন্দগাস্তথা॥
মগা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠা মাগধাঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা।
বৈশ্যাস্তু মানসাস্তেষাং শূদ্রাস্তেষাস্তু মন্দগাঃ॥
শাকদ্বীপে তু তৈর্বিষ্ণুঃ সূর্য্যরূপধরো মুনে।" (২।৪।৬৯-৭১)

মগ, মাগধ, মানস ও মন্দগ এই চারি বর্ণ। মগগণ সর্ব্ব ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, মাগধগণ ক্ষত্রিয়, মানসগণ বৈশ্য ও মন্দগগণ শূদ্র। এই শাকদ্বীপে সূর্য্যরূপধারী বিষ্ণু অবস্থান করিতেছেন।

সাম্ব-পুরাণেও আছে,—

"মগা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠা মগসাঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা॥
বৈশ্যাস্তু মানসা জ্ঞেয়াঃ শূদ্রাস্তেষাস্তু মন্দগাঃ।
ন তেষাং সঙ্করঃ কশ্চিদ্বর্ণাশ্রমকৃতঃ ক্বচিৎ॥
তেজসশ্চাস্মদীয়স্ত নির্ম্মিতা বৈ পুরা ময়া।
তেভ্যো বেদাশ্চ চত্বারঃ সরহস্যা ময়েরিতাঃ।" (২৫।৩০-৩২)

ভবিষ্যপুরাণেও ঠিক ঐরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"জম্বুদ্বীপাৎ পরং যস্মাচ্ছাকদ্বীপমিতি স্মৃতম্।
তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চাতুর্বর্ণ্যসমাবৃতাঃ।
মগাশ্চ মসগাশ্চৈব মানসা মন্দশাস্তথা।
মগা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠা মসগাঃ† ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।
বৈশ্যাস্তু মানসা জ্ঞেয়াঃ শূদ্রাস্তেষাস্তু মন্দগাঃ॥
ন তেষাং সঙ্করঃ কশ্চিদ্ধর্ম্মাশ্রয়কৃতঃ ক্বচিৎ।
ধর্ম্মস্যাব্যভিচারত্বাদেকান্তসুখিনঃ প্রজাঃ।
তেভ্যো বেদাস্তু চত্বারঃ সরহস্যা ময়োদিতাঃ।
তেজসস্তে মদীয়স্য নির্ম্মিতা বিশ্বকর্ম্মণা।
বেদোক্তৈর্বিবিধৈস্তোত্রৈঃ পরৈশ্চ হৈমৈর্ময়া কৃতৈঃ॥"

(ভবিষ্যপুরাণ ১৩৯। ৭৩-৭৭)

জম্বুদ্বীপের পর বিখ্যাত শাকদ্বীপ, তথায় চাতুর্বর্ণ্যসমাযুক্ত জনপদ আছে। সেই জনপদের (ও তজ্জনপদবাসী চারি জাতির) নাম মগ, মসগ, মানস, ও মন্দগ বা মন্দস। মগগণ ... মসগগণ ক্ষত্রিয়, মানসগণ বৈশ্য এবং মন্দসগণ শূদ্র বলিয়াই গণ্য। তাহাদের মধ্যে

... পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অনেক পুথিতে "মগাশ্চ" পাঠ আছে।

... নগসাঃ' এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

সঙ্কর বর্ণ নাই, সকলেই ধর্ম্মাশ্রিত। ধর্ম্মের কোন প্রকার ব্যভিচার না থাকায় প্রজাগণ একান্তই সুখী। আমার ( অর্থাৎ সূর্য্যের ) তেজঃ দ্বারা তাহারা বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। তাহাদের জন্য বেদোক্ত বিবিধ স্তোত্র ও গুহ্য বিষয় দ্বারা আমি চারি বেদ প্রকাশ করিয়াছি।

উপরোক্ত পৌরাণিক প্রমাণে শাকদ্বীপে যে চারি বর্ণ ছিল, তাহা কে আর অস্বীকার করিবে? মহাভারতের 'মশক' ও ভবিষ্যোক্ত 'মসগ' নামক ক্ষত্রিয় জাতিই যে গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোদোতাস্ ও ষ্ট্রাবো প্রভৃতি কর্ত্তৃক Massagetae অর্থাৎ মস্‌সগ নামে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। সাকিতই বা শাকদ্বীপে* এই মসগ ব্যতীত অপর জাতির বাস ছিল, তাহাও গ্রীক ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দিওদোরস্ আরও লিখিয়াছেন, যে সেই মসগ প্রভৃতি বীর জাতিই অসুর (Assyria) ও মদ্র (Media) জয় করিয়া অরক্ষেস্‌তীরে† 'সৌরমতীয়' ( Sauromatian = সূর্য্যোপাসক মগ ? ) দিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ভাগবতাদি কোন কোন পুরাণে লিখিত আছে যে, প্রিয়ব্রতের পুত্র মেধাতিথি শাকদ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সুতরাং অতি প্রাচীন কালে আর্য্যপ্রভাব-বিস্তারের সহিত এখানেও যে চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজ গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনেকের বিশ্বাস যে, মধ্য এসিয়াবাসী প্রাচীনতম আর্য্য-সন্তানগণ ভারতে আসিয়া উপনিবেশ করিবার পর, এখানকার ব্রহ্মাবর্ত্ত-প্রদেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ গঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন সে সকল কথা প্রকৃত বলিয়া বোধ হইবে না। বৈদিক আর্য্যদিগের সময় হইতে যে চারিবর্ণ স্থির হইয়াছিল, মধ্যএসিয়া হইতেই যে বর্ণবিভাগের সৃষ্টি, তাহা এখন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইতেছে না। ইরাণীয় ( আর্য্য ) ও তুরাণীয় ( শাক ) উভয় প্রাচীন সমাজেই যে বর্ণভেদ ঘটিয়াছিল, তাহা পুরাণাখ্যান হইতে অনেকটা জানা যাইতেছে।

যাঁহারা প্রচলিত পুরাণ-সমূহের আখ্যানসমূহ অতি প্রাচীন বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের বিশ্বাসের জন্য আমাদের ঋগ্বেদোক্ত চারি বর্ণ-বিভাগ‡ ও প্রাচীন পারসিকগণের আদিম ধর্ম্মশাস্ত্র জন্দ অবস্তা উল্লেখ করিতে পারি। জন্দ অবস্তার অন্তর্গত 'যশ্ন' নামক বিভাগে ১ আথ্রব, ২ রথএস্তাও, ৩ বাশ্‌ত্রিয়-ফ্সুয়ন্ট ও ৪ হুইতি এই চারিবর্ণের উল্লেখ আছে। ( যশ্ন ১৯।৪৬ )। যশ্নের সংস্কৃত-টীকাকার নেরিওসিংহ ঐ চারি শব্দের যথাক্রমে অর্থ করিয়াছেন, ১ আচার্য্য, ২ ক্ষত্রিয়, ৩ কুটুম্বিন্ ও ৪ প্রকৃতিকর্ম্মন্। এই চারি প্রকার লোকের

* See Pinkerton's Researches on Goth, Vol. II. and Tod's Rajasthan, Vol. I., 57-51.

† বর্ত্তমান নাম অক্‌সাস্, মহাভারতোক্ত চক্ষু। টড্ উদ্ধৃত করিয়াছেন, "Sakitai, a region at the fountains of the Oxus and Jaxartes, styled *Sakita* from the *Sacæ*." See D'Anvi

‡ ব্রাহ্মণকাণ্ড প্রথমাংশ ২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উল্লেখের পূর্ব্বেই যশ্নে ( ১৯।৪৪ ) দেখা যায়, "এই যে আদেশ অহুরমজ্‌দ বলিতেছেন, তাহা চারি পিত্র বা শ্রেণীই গ্রহণ করিবে।" এতদ্ভিন্ন যশ্নের অন্যস্থলেও ( ১৪।৯ ) লিখিত আছে—আথ্রব (বা 'আচার্য্য') রথএস্তাও ('রথস্থ' বা ক্ষত্রিয়) এবং বাশ্‌ত্রিয়-ফ্‌যুয়ন্ট ('কুটুম্বী' অর্থাৎ বৈশ্য ) এই তিন শ্রেণীই মজ্‌দীয় ধর্ম্মের শক্তিস্বরূপ। এই ভারতেও যেমন প্রথম ত্রিবর্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও আর্য্যসমাজের শক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অগ্নিপূজক ইরাণীয়দিগের সুপ্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থেও তাহাই দেখিতেছি। অবস্তা-শাস্ত্রের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য-পণ্ডিত কার্ণ সাহেব লিখিয়াছেন,—

"It is thus established that according to the Zend Avesta the first class (*pishtra*) consists of teathers or priests, of *Bráhmans*, the second of knights, *Kshatriyas*, exactly in India, consequently a division of the nobility into *Bráhmans* and *Kshatriyas*, and the precedence of the former over all the classes, is not the work of the Indian Brahmans."*

শাকদ্বীপের যে স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান পারস্যদেশের উত্তরাংশ হইতেই শাকদ্বীপের সীমা আরম্ভ। অবস্তা পারসিকদিগের প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্র। এই অবস্তায় যখন ( আবস্তিক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক জরথুস্ত্রের সময় ) চারিবর্ণের প্রসঙ্গ পাওয়া যাইতেছে, তখন শাকদ্বীপের চারিবর্ণ সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

পারস্যরাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে স্কিদীয় বা শাকদ্বীপীয়গণ অতিশয় প্রবল হইয়াছিল। পারস্যসম্রাট্ দরায়ুস্ জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া ৫১৫ খৃঃ পূঃ অব্দে সেতুসংযোগে বসফরাস্‌প্রণালী ও দানিয়ুব নদী উত্তীর্ণ হইয়া শকদিগের রাজ্যে প্রবেশ করেন; কিন্তু তিনি বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। আরও আমরা জানিতে পারি, উত্তর-মদ্রের (Media) রাজারাই সর্ব্বপ্রথম আবস্তিক জরথুস্ত্র-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। হিরোদোতস্ লিখিয়াছেন, পারস্য-সম্রাট্‌গণ উত্তর মদ্রদিগের (Medians) মধ্য হইতেই পূর্ব্বতন পারসিক পুরোহিত নির্ব্বাচিত করিতেন। সেই সকল অগ্নিপূজক পুরোহিতগণ মগ বা মগব† নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

* Indische theoricen over de standenverdeeting p. 11, অধ্যাপক মুইর সাহেব উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। Muir's Original Sanskrit Texts Vol. II. p. 4541, কিন্তু যখন সকল পুরাণে সকল দ্বীপেই বর্ণবিভাগের প্রসঙ্গ পাওয়া যাইতেছে, তখন এককালে উড়িয়া দেওয়া যায় না। সকল স্থানের আর্য্যগণের মধ্যে যে এক সময় এক প্রকার বর্ণবিভাগের প্রথা ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; অপর সকল স্থান হইতে ক্রমে ক্রমে নানা রূপ ধর্ম্মসংঘর্ষে সেই প্রাচীন প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। কেবল ভারতে নিতান্ত বদ্ধমূল হইয়াছিল বলিয়া এখনও যাইতে পারে নাই।

† পারস্য-সম্রাট্‌গণের কীলরূপা শিলালিপিতে 'মগুস্' নামে বর্ণিত। অবস্তাগ্রন্থেও 'মগব' নাম দৃষ্ট হয়। যশ্নগাথায় লিখিত আছে, যে 'জরথুস্ত্র মগবদিগকে পূর্ব্বকালে স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।' (যশ্ন ৫১।১৫ যশ্নে 'মগ' শব্দও আছে, ইহার অর্থ অধ্যাত্মশক্তি (Spiritual power), ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা। যাঁহারা অধ্যাত্ম-শক্তিশালী তাঁহারাই মগ বা মগব নামে খ্যাত ছিলেন। M. Haug's Essays on the Parsis, p. 169.

প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকগণ অনেকেই লিখিয়াছেন যে, শাকদ্বীপীয়গণ ( Scythians ) সমস্ত উত্তর-মদ্রে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন ও সৌরমতীয়দিগকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সৌরমতীয় বা সূর্য্যোপাসকগণ পারসিকদিগের নিকট মগুস্ বা মগ, হিন্দু পুরাণে 'মগ' বা 'মগস' এবং প্রাচীন গ্রীকদিগের নিকট 'মগী' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

কাল ক্রমে সেই মগ-পুরোহিতদিগের প্রভাব সমস্ত সভ্যজগতে প্রচারিত হইয়াছিল। বহুকাল ধরিয়া পারস্যের প্রতাপশালী সম্রাট্গণ এই মগ-পুরোহিতগণের প্রাধান্য ও শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই মগ-পুরোহিত-বংশীয় সুপ্রসিদ্ধ জরথুস্ত্র অগ্নিপূজা প্রবর্ত্তন করেন এবং তদুপলক্ষে অবস্তা-শাস্ত্র প্রচার করিয়া বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, চৈতন্যাদির ন্যায় সভ্য-জগতে অবিনশ্বর নাম রাখিয়া গিয়াছেন।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### ভারতে শকাধিকার।

পূর্ব্বোক্ত শাকদ্বীপের লোকেরা যবনদিগের গ্রন্থে সাকিতৈ এবং ইরাণীয়দিগের প্রাচীন গ্রন্থে 'সক' বা 'সাক' নামে বিবৃত হইয়াছে। পারস্য সম্রাট্গণের প্রাচীনতম কীলরূপা শিলালিপিতে 'শাক' বা 'সক' জাতির প্রসঙ্গ আছে। এই শাক বা শকজাতির প্রভাব এক সময়ে এজিপ্ট ও এসিয়া-মাইনর হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আন্দোলিত করিয়াছিল।

হরিবংশ ও নানা পুরাণ হইতে জানা যায় যে, সগরের পিতা বাহুরাজ শক, কাম্বোজ, তালজঙ্ঘ প্রভৃতির হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। তৎকালে এই শকগণ হৈহয়-রাজগণের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। পরে সগর হৈহয়দিগকে বিনাশ করিয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইলে, সে সময়ে শক, কাম্বোজ প্রভৃতি জাতি আসিয়া বশিষ্ঠের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। বশিষ্ঠের কথায় সগর আর শকদিগের প্রাণ সংহার করিলেন না, কেবল মাথার অর্দ্ধেকটা মুড়াইয়া ছাড়িয়া দিলেন। মনুসংহিতায় ( ১০।৪৩-৪৪ ) আছে,—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।"

ক্রমে ক্রমে ক্রিয়ালোপ হেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শন-হেতু এই সকল ক্ষত্রিয় জাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা পৌণ্ড্রক, উড্র, শক, যবন, কাম্বোজ, দ্রবিড় প্রভৃতি।

মনুসংহিতা হইতে জানা যাইতেছে যে, শক যবন প্রভৃতি বহু জাতি পূর্ব্বকালে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়াই গণ্য ছিল। স্ব স্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করায় ও ব্রাহ্মণ না পাওয়ায় সকলেই বৃষলত্ব

প্রাপ্ত হইয়াছে। অধিক সম্ভব, সগর বা অপর কোন প্রবল হিন্দুরাজের প্রভাবে ভারতবাসী শক কাম্বোজ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়-জাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত ও ব্রাহ্মণহীন হইয়াছিল। যেমন অধিক দিনের কথা নয়, গৌড়াধিপ বল্লালসেন বৈশ্য জাতীয় বঙ্গের বণিকদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণের পরামর্শে তাহাদিগের জল অস্পৃশ্য বলিয়া প্রচার করেন এবং গুরু ও পুরোহিত বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে অতি নীচ বলিয়া গণ্য করেন*; ভিন্ন দেশ হইতে আগত শক-কাম্বোজাদির ভাগ্যেও বোধ হয়, সেইরূপ দশাই ঘটিয়াছিল। যেমন গৌড়াধিকারের ভিতর সুবর্ণবণিকগণ রাজপ্রভাবে অতি হেয় হইলেও ভারতের অপর স্থানে বণিক জাতি পতিত হয় নাই, এখনও বৈশ্য বলিয়াই গণ্য রহিয়াছে; ভারতের বাহিরে শক-কাম্বোজাদি জাতি পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক প্রভাবে বর্ণধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও এবং বর্ত্তমান হিন্দুর চক্ষে নীচ জাতি বলিয়া গণ্য হইলেও তাহারা পূর্ব্বকালে যে ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য ছিল এবং তাঁহাদের স্বদেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজ গঠিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রমাণ করিয়াছি।

মধ্য-এসিয়াবাসী কাম্বোজদিগের মধ্যেও এক সময় বৈদিক আর্য্যভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা যাস্কের নিরুক্ত হইতে জানা গিয়াছে। শাক, কাম্বোজ প্রভৃতি মধ্য-এসিয়াবাসী বিভিন্ন জাতি যে বহু পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহারও প্রমাণ অনেক পুরাণ হইতেই পাওয়া যায়। গরুড়পুরাণে ভারতীয় বিভিন্ন জনপদের স্থান-নির্দ্দেশ-কালে দেখা যায়—

"কার্ণাটাঃ কম্বোজঘণ্টা দক্ষিণাপথবাসিনঃ।
অম্বষ্ঠা দ্রবিড়া লাটাঃ কাম্বোজা স্ত্রীমুখাঃ শকাঃ।
আনর্ত্তবাসিনশ্চৈব জ্ঞেয়াঃ দক্ষিণপশ্চিমে॥" ৫৫।১৫।

যে জাতির যেখানে অবস্থিতি, তন্নামে সেই জনপদ পূর্ব্বকালে প্রসিদ্ধ হইত। এখন গরুড়পুরাণের উক্ত শ্লোক হইতে বুঝিতেছি যে, এক সময়ে দক্ষিণাপথে কর্ণাট ও কম্বোজ-ঘণ্টা এবং ভারতের দক্ষিণপশ্চিমে অম্বষ্ঠ, দ্রবিড়, লাট, কাম্বোজ, স্ত্রীমুখ, শক ও আনর্ত্ত জনপদ অবস্থিত ছিল। ভারতের দক্ষিণপশ্চিমে যে কম্বোজ ও শকদিগের বাস ছিল, তাহা পুরাণ ব্যতীত প্রাচীন গ্রন্থ ও নানা সুপ্রাচীন শিলালিপিতে বর্ণিত হইয়াছে।

হিরোদোতস্ লিখিয়াছেন, পারস্যসম্রাট্ দরায়ুসের অধীনে ভারতে যে ছত্রপ-রাজ্য (Satrapy) ছিল, তাহা তাঁহার পারস্যের সকল প্রদেশ হইতে সমৃদ্ধিশালী এবং তাহা হইতে তিনি প্রায় ৬০০ তৌল (talents) স্বর্ণ পাইতেন। দরায়ুসের সময় পঞ্জাব ও সিন্ধু-প্রদেশ পারস্যাধীন হইয়াছিল। পারস্যাধিপের অধীনে এখানে যে শকরাজ আধিপত্য করিতেন, তিনি 'ছত্রপ' (Satrap)† (প্রাচীন শিলালিপিবর্ণিত ক্ষত্রপ) নামে খ্যাত ছিলেন। মাকিদনবীর আলেক্সান্দারের সহিত পারস্যপতির মহাসংগ্রামে ভারতীয় শকপ্রজাগণই (Indo-Scythians)

* আনন্দভট্ট কৃত বল্লাল-চরিত (পুথি)।

†...প বা ক্ষত্রপ হইতেই পরবর্ত্তীকালে 'ছত্রপতি' উপাধি প্রচলিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রবীর ...তি' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন। এই সকল বীরগণের মধ্যে 'শকসেন' (Sacasenae) নাম দৃষ্ট হয়। যবন-সমরে পারস্যসম্রাটের জন্য তাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

রাজপুত-ইতিহাসলেখক প্রসিদ্ধ টড সাহেব লিখিয়াছেন, 'জিট (Indo-Scythic Getes= জাট), তক্ষক ও অসি প্রভৃতি শাকগণ খৃষ্ট জন্মের ৬০০ বর্ষ পূর্ব্বে ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময়েই শাকেরা এসিয়া-মাইনর ও পরে স্কন্দনাভ (Scandinavia) পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিল। ইহারই অনতিকাল পরে শকজাতীয় অসি (অশ্ব) ও তোচারি (তুষার)-গণ বক্ত্রিয়া রাজ্য বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। বাল্‌টিক-সাগরতীর হইতে সমাগত শকজাতীয় অসি, কাঠি (Catti) ও কম্বরী* (Cimbri)-গণের শক্তি রোমকগণও সম্যক্ বিদিত হইয়াছিল।"†

যাহাই হউক, পূর্ব্ববর্ণিত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বিবরণ হইতে জানিতেছি, বহুপ্রাচীন-কাল হইতেই ভারতের সহিত শাক বা শকজাতির সংস্রব ঘটিয়াছে‡।

এখন দেখা যাউক, ভারতে শকেরা কোন্ স্থানে ও কিরূপভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল?

পারস্যের অথমণি-বংশীয় (Achaemenidae) রাজগণের সময়ে শকেরা পঞ্চনদ-প্রদেশে আধিপত্যলাভ না করিলেও এই সময় হইতেই শকসংস্রব ঘটিতেছিল। এই সময়ে (খৃঃ পূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দে) পঞ্চনদ প্রদেশে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী অক্ষরযুক্ত মুদ্রা প্রচলন এবং পারস্যস্থাপত্যের নিদর্শন দেখা যায়। কনিংহাম্, ডাক্তার বুহ্‌লর প্রভৃতি কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্থির করিয়াছেন, প্রসিদ্ধ মগপুরোহিত অগ্নিপূজাপ্রবর্ত্তক 'জরথুস্ত্র'-নামই উচ্চারণভেদে 'খরোষ্ট্র' হইয়াছে। সেই মগপুরোহিত-প্রবর্ত্তিত অক্ষরই খরোষ্ঠী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে§। অধিক সম্ভব, পঞ্জাবে তাঁহাদের বংশধর হইতেই এই লিপি প্রচলিত হইয়া থাকিবে। পঞ্জাবে যে বহু পূর্ব্বকালে মগব্রাহ্মণের আগমন হইয়াছিল, সে কথা পরে বলিব।

পঞ্চনদে যে 'শাকল' নগর ছিল, সম্ভবতঃ শক বা শাকগণের বাস হেতু এই স্থানের 'শাকল' নাম হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মাকিদনবীর আলেকসান্দারের সহিত দরায়ুসের যুদ্ধ-কালে দরায়ুসের ক্ষত্রপ ভারতীয় শকবীরগণ তাঁহার পার্শ্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই শক-ক্ষত্রপগণ ভারতের কোন্ অংশে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহা জানা যায় নাই।

* রাজস্থানে যে 'শাকম্ভরী' দেবী আছে, টড সাহেবের বিশ্বাস যে তিনি প্রথমতঃ শাকদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। Tod's Rajasthan, Vol I. p. 63.

† Tod's Rajasthan. Vol. I.

‡ টড সাহেব তাঁহার প্রসিদ্ধ রাজস্থানের ইতিহাসে দেখাইয়াছেন, অধিকাংশ রাজকুলেই শক-রক্ত-প্রবাহিত রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, সকলেই সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত নহেন।

[ রাজস্থান দ্রষ্টব্য।

§ Cunningham's Coins of Ancient India, p. 36-37.

শকাধিকারে ভারতের নানাস্থান হইতে যে সকল শিলালিপি, তাম্রশাসন ও প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে মোঅস বা মোগ নামক শকরাজের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়*। কোন কোন পুরাবিদ্ মনে করেন, এই মোগ নামক শকরাজের অধিকার-কালে আরাকোসিয়া (Arachosia) বর্ত্তমান গজনী ও দ্রাঙ্গিয়ানা (Drangiana) প্রদেশ 'শকস্থান'† নামে খ্যাত হইয়াছিল এবং সিন্ধু ও পঞ্চনদের কতকাংশ শকরাজ্য ভুক্ত হইয়াছিল‡।

মোগের পর অজেস্ ও অজিলেস্ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন (প্রায় ১০০ খৃঃ পূঃ)। ইঁহাদের সহিত পার্থিব বা পারদ (Parthian) রাজগণের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। এই সময় পার্থিবরাজ বোনোনেস্ ও শকপতি স্পলগদম শকস্থানে এবং মোগের বংশধর অজেস্ সিন্ধুনদ-প্রবাহিত জনপদে আধিপত্য করিতেছিলেন। তৎকালে শকস্থানের পার্থিবরাজ সিন্ধুপতির প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। মোগবংশীয়গণের তক্ষশিলা (পশ্চিম পঞ্জাব), শাকল (পূর্ব্ব পঞ্জাব এবং কাবুলে রাজধানী ছিল। অল্পকাল মধ্যেই এই মোগবংশের অধিকার পূর্ব্বে মথুরা ও দক্ষিণে সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। শকরাজের অধীনে মথুরায় একজন, সৌরাষ্ট্রে একজন ও মালবে একজন ক্ষত্রপ (Satrap) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই ক্ষত্রপের ক্ষমতা এক এক জন পরাক্রান্ত নরপতি অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না। ইঁহাদের উদ্যমে ও বলবীর্য্য-প্রভাবে শকাধিকার বহুবিস্তৃত হইতেছিল।

## মথুরায় ক্ষত্রপ-বংশ।

মথুরায় ক্ষত্রপগণের মধ্যে রঞ্জুবুল বা রাজুবুলের নাম প্রথম। প্রথমে ইনি কেবল ক্ষত্রপ ছিলেন, অবশেষে ক্ষমতা ও অধিকার বৃদ্ধির সহিত 'মহাক্ষত্রপ' পদ লাভ করেন। মথুরার সিংহস্তম্ভে ইঁহার 'রাজুল' নাম দৃষ্ট হয়। উক্ত সিংহস্তম্ভে লিঅক-কুসুলক নামে আর এক জন ছত্রপের নাম পাওয়া যায়। রাজুবুলের পর তৎপুত্র সোদাস ও হগমাস এবং তাঁহার সহযোগী হগানের নাম প্রাচীন মুদ্রায় পাওয়া যায়। মথুরাস্তম্ভে সোদাসের কাহিনী উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তক্ষশিলা হইতে শকরাজ মোগের ৭৮ অব্দে উৎকীর্ণ লিঅক-কুসুলকের পুত্র ছত্রপ কুসুলক-পতিকের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে।

কুসুলকের পূর্ব্বে মনিগুল, তৎপুত্র জিহোনিস (৮০ খৃঃ পূঃ) স্ব স্ব মুদ্রায় 'ছত্রপ' পদবী ব্যবহার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মোগবংশধর অজেসের সহযোগী ইন্দ্রবর্ম্ম, তৎপুত্র অস্পবর্ম্ম

* তক্ষশিলা হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে 'মোগ' এবং তাঁহার নিজ মুদ্রায় 'রজতিরজস মহতস মোঅস' নাম দৃষ্ট হয়। (Epigraphia Indica, Vol IV. p. 54; Numismatic Chronicle, for 1890, p. 103; Grundriss der Indo-Arischen Philologie, Vol. II. Part 8, p. 7).

'মোঅস' নাম দৃষ্টেই বোধ হয় পুরাণে 'মগস' নামক শাকদ্বীপীয় ক্ষত্রিয়ের নাম বর্ণিত হইয়াছে।

† এখন শকস্থানের কিয়দংশ 'সেস্তান' নামে পরিচিত। ‡ E.G. Rapson's Indian Coins, p. 8,

(৩) খরোষ্ঠীযুক্ত মুদ্রায় 'স্পলহোরপুত্রস ধ্রমিঅস স্পলগদমস' অর্থাৎ 'স্পলহোরপুত্রস্য ধর্ম্মীয়স্য স্পলগদ' এইরূপ আছে।

সম্ভবতঃ তৎকালে পশ্চিম-পঞ্জাবে ও সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে শকক্ষত্রপগণ নামমাত্রভাবে আধিপত্য করিতেছিলেন। কিন্তু মাকিদনবীরের অনুচর যবনগণের প্রভাব-বিস্তার ও মৌর্য্যবংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ক্ষত্রপগণের প্রভাব খর্ব্ব হইয়াছিল। মৌর্য্যরাজ অশোকের সময় তুষাস্প নামক একজন যবন সৌরাষ্ট্রে ক্ষত্রপ ছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে বা ইহার কিছু পূর্ব্বেই সৌরাষ্ট্রে যবন-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। শক-সম্বন্ধে এ সময় আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তৎপরে যবন-প্রভাব লুপ্ত হইলে শক-প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মৎস্যপুরাণেও দেখা যায় যে ১৮ জন শক, ৮ জন যবন, ১৪ জন তুষার, ১৩ জন মুরুণ্ড ও ১৯ জন হূণ রাজা ভারতে রাজত্ব করেন*। ইহাদের মধ্যে তুষার, মুরুণ্ড ও হূণ এই কয়জাতিও শক-জাতিরই শাখা বলিয়া বিবেচিত হয়।

শকগণের পুনরভ্যুদয় ঠিক কোন্ সময়ে ঘটিয়াছিল, তাহা ভারতীয় ও গ্রীকগ্রন্থ হইতে স্পষ্ট জানা যায় না। চীনদিগের প্রাচীন গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণিত আছে†।

যে সময়ে বাহ্লিক (Bactria)-দেশে যবন-রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তৎকালে চীনের দক্ষিণাংশ হইতে 'সেক' (শক) জাতি আসিয়া সোগ্‌দিয়ানা ও ত্রান্‌স্-অক্সিয়ানা অধিকার করিয়াছিল, তাহাদের নামানুসারে এই স্থান সেস্তান বা শকস্থান নামে খ্যাত হইয়াছিল। এই শকেরাই এক সময়ে পারস্যের অথমনিবংশ ও মাকিদনবীরগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল।

১৬৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে এই শকেরা যুচি (Yueh-chi) নামক অপর এক শকশাখার নিকট পরাজিত হইয়া ও সোগ্‌দিয়ানা হারাইয়া বাহ্লিক অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। তথায় যবনদিগের সহিত শকদিগের কিছুকাল সংগ্রাম চলিয়াছিল। এই সময় পার্থিব (পারদ)-গণ আসিয়া শকদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। এই উভয় জাতির মধ্যে যেমন মিত্রতা, আবার তেমনি শত্রুতা দেখা যাইত। যাহা হউক, এই জাতি শেষে পরস্পরে সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ ও পরে এক জাতি বলিয়া পরিচিত হয়।

শকজাতীয় যুচিরা শকস্থান হইতে আসিয়া ১২০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বাহ্লিক দেশ অধিকার করিল; যবনেরা ক্রমেই তাড়িত হইল। অনতিকাল মধ্যেই কুষন নামক এক শকজাতি পরোপনিষস্ (পৌরাণিক নিষধগিরি) উত্তীর্ণ হইয়া কাবুল উপত্যকায় আসিয়া যবনশাসনচিহ্ন বিলুপ্ত করিল ও ক্রমে উত্তর ভারতে তাহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। কেহ মনে করেন, শক-প্রভাবে অযোধ্যা-প্রদেশের অধিকাংশ এই সময়ে 'সাকেত'‡ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

* "সপ্তগর্দ্দভিলাশ্চাপি শকাশ্চাষ্টাদশৈব তু। যবনাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি তুষারাশ্চ চতুর্দ্দশ।
ত্রয়োদশ মুরুণ্ডাশ্চ হূণা হ্যেকোনবিংশতিঃ॥" (মৎস্যপুরাণ ২৭৩ অধ্যায়)

† Drouin's Reveue Numis. 1888. p. 13.

‡ শাকদিগের জন্মভূমি গ্রীকভৌগোলিকেরা 'সাকিতই' (Sakitai) নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই [নামের] সহিত 'সাকেত' শব্দের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, 'শাকদ্বীপ' নামই যবনদিগের Sakita বা Scythia নাম লাভ করিয়াছে।

এবং বিজয়মিত্রগুপ্ত নামে কএক জন ক্ষত্রপের নাম উত্তর ভারত হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীন মুদ্রাসমূহ হইতে বাহির হইয়াছে। এই শকক্ষত্রপগণ শক-কুষন-রাজগণের পূর্ব্বে প্রবল হইয়াছিলেন।

শকজাতি নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তন্মধ্যে কুষন একটী প্রধান। শকরাজ মিঅউস্ বা হেরউসের মুদ্রায় তিনি 'শক-কুষন' বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন। প্রসিদ্ধ শকাধিপ কনিষ্কও 'গুষনবংশসংবর্দ্ধক' বলিয়া স্বীয় মুদ্রায় পরিচিত হইয়াছেন*।

চীন ইতিহাস-মতে যিন্-মো-ফু নামে এক ব্যক্তি ৪৯ খৃঃ পূঃ অব্দে কিপিন (কাবুল) অধিকার করিয়াছিলেন। কেহ কেহ এই ব্যক্তি ও মিঅউস্‌কে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন।

## কুষন-বংশ।

শকজাতির য়ুএতি শ্রেণী আবার পঞ্চ শাখায় বিভক্ত, তন্মধ্যে কুষন একটী। প্রায় ২৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে কুষন-শাখা অপর চারি শাখার উপর প্রাধান্য লাভ এবং এক কুষন-দলপতির অধীনে পঞ্চশাখা সম্মিলিত হইয়া কাবুল প্রদেশ অধিকার করে। এই দলপতির নাম কুজুলকস (Kujula Kadphises)। ইহার মুদ্রায় খরোষ্ঠী লিপিতে এইরূপ লিখিত আছে—'কুজুলকসস কুষনযবুগস ধ্রমঠিদস'। অশীতিবর্ষ বয়সে প্রায় ১০ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। তৎপরে কুজুলকর (Kujulakar Kadphises) নামক 'দেবপুত্র' উপাধিধারী এক শক-কুষনরাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ মনে করেন, ইনি কুজুলকসের পুত্র এবং ইঁহারই সময়ে ভারতের অন্তর্ভাগে কুষন আধিপত্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তৎপরে হিম-কপ্তিসস্ (Hima Kadphises) উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইনি পরম শৈব ছিলেন এবং ইঁহার মুদ্রায় ত্রিশূলধারী শিবমূর্ত্তি ও খরোষ্ঠী লিপিতে এই উপাধি দৃষ্ট হয়—

"মহরজস রজতিরজস সর্ব্বলোগ ঈশ্বরস মহীশ্বরস হিমকপ্তিসস†"।

হিম-কপ্তিসের পর প্রসিদ্ধ শককুষন-রাজ কনিষ্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিণীতে হুষ্ক, যুষ্ক, ও কনিষ্ক এই তিন জনেই 'তুরুষ্কান্বয়' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাতে তুরুষ্কদিগকেও শকবংশীয় বলিয়া স্থির হইতেছে।

## কনিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেব।

কাহারও বিশ্বাস, শককুষনবংশীয় কনিষ্ক হইতেই শকসংবৎ বা শকাব্দ প্রচলিত হয়‡। অনেকে আবার ইহা বিশ্বাস করেন না§। পুরাবিদ্ কনিংহাম্ সাহেবের মতে, প্রসিদ্ধ

* Indian Antiquary, 1881, p. 122.

† খরোষ্ঠীতে আকার পরিত্যক্ত হইয়াছে। উহার সংস্কৃতরূপ 'মহারাজস্য রাজাতিরাজস্য সর্ব্বলোকেশ্বরস্য ...নকপ্তিসস্য'।

‡ ...uberg in Indian Antiquary, 1881, p. 214.

§ ...adarkar's Dekkan, p. 26f.

শকক্ষত্রপ চষ্টন যে অব্দ প্রচলন করেন, তাহাই শকাব্দ বা শক নামে খ্যাত হইয়াছিল*। চষ্টন ও তদ্বংশধরগণের কথা পরে বলিব।

কনিষ্ক একজন গোঁড়া বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্র সংগৃহীত করিবার জন্য তাঁহার সভায় ৩য় ধর্ম্মসঙ্গীতি হইয়াছিল। অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিতের বিশ্বাস যে, এই শকাধিপ কনিষ্কের চেষ্টাতেই নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক মহাযান মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইনি বৌদ্ধ হইলেও শাক, আবস্তিক ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অবমাননা করিতেন না, তাঁহার মুদ্রায় শাক, আবস্তিক ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি থাকায় তাহা কতকটা প্রতিপন্ন হইতেছে। উত্তরে কাশ্মীর, পূর্ব্বে মথুরা, দক্ষিণে সিন্ধু ও পশ্চিমে গান্ধার পর্য্যন্ত কনিষ্কের অধিকারভুক্ত ছিল। বৌদ্ধগ্রন্থ-মতে, কনিষ্ক সমস্ত ভারতে মহাযান-মত প্রচার করিয়াছিলেন।

কনিষ্কের পর হুবিষ্ক অধিকার লাভ করেন। ইনিও বৌদ্ধ ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন।

তৎপরে শকাধিপ বাসুদেব সিংহাসন লাভ করেন। প্রথমে তিনি বৌদ্ধপ্রিয় হইলেও শেষে শৈব হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার মুদ্রায় ত্রিশূলধারী শিবমূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। বাসুদেবের নামের সহিত 'দেবপুত্র' উপাধি থাকায় কেহ কেহ তাঁহাকে ভারতীয় হিন্দু মনে করেন। কিন্তু ভারতে তাঁহার জন্ম ও হিন্দু ধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ থাকিলেও তাঁহার গ্রীক অক্ষরে উৎকীর্ণ মুদ্রাগুলি দর্শন করিলে আর তাঁহাকে হিন্দুকুল-জাত বলিয়া মনে হয় না। 'দেবপুত্র' উপাধি-সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ পুরাবিদ্ কনিংহাম্ সাহেব লিখিয়াছেন, চীনের সম্রাট্ যেমন 'বগপুত্র†' স্থানে 'বগপুর' উপাধি ধারণ করিতেন, এই দেবপুত্র উপাধিও তদনুরূপ। কনিংহাম্ এই বাসুদেব ও পুরাণোক্ত কাণ্বায়ন দ্বিজবংশীয় বাসুদেব নামক রাজাকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। পুরাণোক্ত কাণ্বায়ন বাসুদেবের যে সময় নিরূপিত হইয়াছে; শকাধিপ দেবপুত্র বাসুদেবও ঠিক সেই সময়েরই হইতেছেন। প্রায় ৫১ খৃষ্টাব্দে দেবপুত্র বাসুদেবের রাজ্যাবসান হইয়াছিল।

## সুরাষ্ট্র, আনর্ত্ত ও মালবে শকাধিকার।

যে সময়ে উত্তরভারতে শকক্ষত্রপগণ অধিকার বিস্তার করিতেছিলেন, সে সময়েও দক্ষিণভারতে ভিন্ন ভিন্ন শকক্ষত্রপগণ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে মালব ও রাজপুতনায় চষ্টনের পিতা এবং পশ্চিম ভারতে নহপানের পিতা ক্ষত্রপ ছিলেন। ক্ষহরাত নহপানও প্রথমে সামান্য ক্ষত্রপ ছিলেন, শেষে মহারাষ্ট্রের কিয়দংশ, উত্তর কোঙ্কণ, গুর্জর, সুরাষ্ট্র, আনর্ত্ত ( কাঠিয়াবাড় ) ও কচ্ছপ্রদেশস্থ জনপদ করায়ত্ত করিয়া কিরূপে মহাক্ষত্রপ হইয়াছিলেন, সে কথা পরে বলিব। তাঁহার জামাতা দীনীকপুত্র উষবদাত ( ঋষভদত্ত ) শককুলে একজন অতি গণ্য মান্য ভূপতি হইয়াছিলেন। সুরাষ্ট্র হইতে নাসিক পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। শককুলে তাঁহার জন্ম হইলেও দেবদ্বিজে তাঁহার প্রগাঢ়

* Numismatic Chronicle, 1892. p. 44.

† যদি 'বগপুত্র' বা 'বগপুত্র' স্থানে 'দেবপুত্র' ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কাণ্বায়ন দ্বিজ যদি মগপুত্রই, তাহা হইলে কাণ্বায়নেরা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ কিনা, এ সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

ভক্তি ও সৎকর্ম্মে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি উত্তমভদ্র নামক ক্ষত্রিয়গণের সহিত কুটুম্বিতা করিয়াছিলেন ও মহাক্ষত্রপের আদেশে তাঁহাদের সাহায্যার্থ মালয়দিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার শিলালিপি-পাঠে জানা যায় যে, তিনি লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন, প্রভাসক্ষেত্রে বহু ব্রাহ্মণের বিবাহ দিয়াছিলেন এবং চাতুর্ম্মাস্যের সময় বহু ভিক্ষুর অশন বসন জোগাইতেন। অধিক সম্ভব, ব্রাহ্মণানুরক্তিপ্রযুক্তই শকাধিপগণ সহজেই ভারতবাসীর হৃদয় অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন এবং শকরাজ্য বিস্তৃত ও স্থায়ী হইয়াছিল। কোন কোন শকক্ষত্রপগণ ব্রাহ্মণানুকূল্যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। নচেৎ বিদেশীয় অহিন্দু রাজার লক্ষ ব্রাহ্মণকে অন্নগ্রহণ করান সহজসাধ্য হইত না। এখনও কোন নীচ জাতির গৃহে সহজে ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিতে চান না। এরূপ স্থলে প্রায় সেই দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে শকগৃহে লক্ষ ব্রাহ্মণের আহার-গ্রহণ শকদিগের নীচ জাতিত্বের পরিচায়ক নহে। ডাক্তার ভাণ্ডারকর লিখিয়াছেন যে, এই শকরাজগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন*, সুতরাং ব্রাহ্মণগণের নিকট তাঁহারা উক্ত জাতি বলিয়াই গণ্য হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, শকরাজ নহপানের অয়ম নামে একজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিলেন।†

উষবদাত নহপানের জামাতা হইলেও তিনি যে শ্বশুরের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ পুরাবিদ্ কনিংহাম্ সাহেব শিলালিপি ও মুদ্রা সাহায্যে লিখিয়াছেন, নহপানবংশের রাজত্বের পর চষ্টন মালবে ক্ষত্রপ-পদ লাভ করিয়াছিলেন এবং ইনিই শকগৌরব স্থায়ী করিবার অভিপ্রায়ে শকাব্দ প্রচার করেন‡। পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমী এই রাজাকেই 'Tiastanes' নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উজ্জয়িনীতে তাঁহার রাজধানী ছিল।

মৎস্যাদিপুরাণ হইতে জানিতে পারি, মৌর্য্যবংশীয় রাজা দশরথের পূর্ব্বেই ভারতে শকাধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল§। ডাক্তার ভাণ্ডারকরের মতে, 'আন্ধ্রভৃত্য বা সাতবাহনবংশীয় রাজা গোতমীপুত্রের পূর্ব্ব হইতেই শাকেরা পুনঃ পুনঃ ভারত আক্রমণ করিয়া সিন্ধু, এমন কি রাজপুতনাতেও রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। প্রাচীন তাম্রশাসনাদিতে যে শকনৃপকালের উল্লেখ আছে, তাহা সম্ভবতঃ মহাপ্রতাপশালী কোন শকবিজেতার প্রবর্ত্তিত অব্দ বলিয়াই মনে হয়। তিনিই এখানে স্থায়ী আধিপত্য লাভ করিয়া ছিলেন এবং তাঁহারই অধীনে নহপান এবং চষ্টন অথবা তাঁহার পিতা পশ্চিম ভারত ও মালবে ক্ষত্রপপদ লাভ করিয়াছিলেন।'

* Bhandarkar's Dekkan, p. 41.

† Archaeological Survey of Western India, Junner Inscriptions, No. 10.

‡ Cunningham's Coins of Mediaeval India, p. 8.

§ "বৃহদ্রথস্তু বর্ষাণি তস্য পুত্রশ্চ সপ্ততিঃ॥
ষট্‌ত্রিংশৎ তু সমা রাজা ভবিতা শক এব চ। সপ্তানাং দশ বর্ষাণি তস্য নপ্তা ভবিষ্যতি॥
রাজা দশরথোঽষ্টৌ তু তস্য পুত্রশ্চ সপ্ততিঃ। ইত্যেতে দশমৌর্য্যাস্তু যে ভোক্ষ্যন্তি বসুন্ধরাম্॥"
(মৎস্যপুরাণ ২৭১।২২-২৪

নহপানের শেষাব্দ ১২৪ খৃষ্টাব্দে পড়িতেছে। তৎপরে গোতমীপুত্র বা পুড়ুমায়ি মহারাষ্ট্র-প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন।*

কনিংহাম্ উজ্জয়িনীপতি চষ্টনকে নহপানের বহু পরবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করিলে নহপান ও চষ্টনকে সমসাময়িক বলিয়া মনে হইবে।

শকজাতির মধ্যে খহরাত ( খগারাত ) একটা প্রসিদ্ধ কুল। নহপান ও চষ্টন উভয়েই এই কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। নহপান ও তদ্বংশ পশ্চিমভারতে এবং চষ্টন মালবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপূর্ব্বে আন্ধ্রভৃত্যগণ দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহারা সাতবাহন-বংশীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রথমে তাঁহারা পরাক্রান্ত শকনৃপতিগণের সহিত যুদ্ধে বারবার পরাজিত হইয়াছিলেন। সাতবাহনকুলোদ্ভব রাজা শাতকর্ণি প্রায় ১৬ খৃষ্টাব্দে শকদিগের হস্তে রাজ্যশ্রী অর্পণ করেন এবং তাঁহার বংশধরগণ দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠানপুরে গিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন।

উজ্জয়িনীতে চষ্টন প্রথমে কেবল 'ক্ষত্রপ' বলিয়াই গণ্য ছিলেন। তিনি শনৈঃ শনৈঃ সাতবাহন-দিগের অধিকারভুক্ত বহু জনপদ অধিকার করিয়া 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাতবাহনবংশ তৎকালে দক্ষিণাপথের অধীশ্বর বলিয়া গণ্য ছিলেন। উজ্জয়িনীপতি চষ্টন এই সাতবাহনবংশীয় কোন অধিপতিকে সমরে পরাজিত করিয়া সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্ত 'শকসংবৎ' প্রচলন করিয়াছিলেন। শকেরা পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এই শকরাজ চষ্টন দক্ষিণাপথের প্রসিদ্ধ অধীশ্বরদিগের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই বিবাহসূত্রে চষ্টনের বংশধরগণ সকলেই শকনাম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত নহপান ক্ষহরাত সম্ভবতঃ চষ্টনের অধীনেই প্রথমে পশ্চিম ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। অসম্ভব নহে যে, তিনি অথবা তাঁহার জামাতা উষবদাত উজ্জয়িনী-পতির শাসন উপেক্ষা করিয়া 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক পশ্চিমভারতে সুবৃহৎ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রভাবে উজ্জয়িনীপতি শকরাজ ম্রিয়মাণ ও তাঁহাদের কুটুম্ব সাতবাহনগণ হীনপ্রভ হইয়াছিলেন। প্রায় ১২৪ খৃষ্টাব্দে নহপানের রাজ্য শেষ হয়। তৎকালে উজ্জয়িনীতে চষ্টনের পুত্র জয়দাম রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি কেবল ক্ষত্রপ বলিয়াই গণ্য হইয়াছিলেন। অনতিকাল পরেই সাতবাহন-কুল-তিলক গোতমীপুত্র শাতকর্ণি ( প্রায় ১৩৩ খৃষ্টাব্দে ) খহরাতবংশ ধ্বংস করিয়া আবার দক্ষিণাপথে সাতবাহন-কুল-গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শাতকর্ণির প্রভাবে পশ্চিম ভারতীয় শকক্ষত্রপগণ অধিকার-চ্যুত ও রাজপুতনা হইতে প্রায় সমস্ত দাক্ষিণাত্য শাতকর্ণির একচ্ছত্রাধীন হইয়াছিল।†

* Bhandarkar's Dekkan, 2nd ed. p. 27.

† সাতবাহনবংশীয় বাশিষ্ঠীপুত্র পুড়ুমায়ির নাসিকস্থ শিলালিপিতে ( তাঁহার পিতা গোতমীপুত্র শাতকর্ণি সম্বন্ধে )

খহরাত-বংশাধীন শকসৈন্য দক্ষিণাপথে সাতকর্ণির নিকট পরাজিত হইয়া অধিক সম্ভব মালবপতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহাদের সাহায্যে জয়দামের পুত্র রুদ্রদাম আবার পশ্চিম ভারতে শকাধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গির্ণর হইতে আবিষ্কৃত রুদ্রদামের সুবৃহৎ শিলাফলকে লিখিত আছে,—

"আগর্ভাৎ প্রভৃত্যবিহতসমুদিতরাজলক্ষ্মীধারণাগুণতঃ [illegible] রক্ষণার্থং [illegible] বৃতেন··· [illegible] জনপদ-প্রণিপত্তিবিশেষশরণদেন স্ববীর্য্যার্জ্জিতানামনুরক্ত-সর্ব্বপ্রকৃতীনাং পূর্ব্বাপরাকরাবন্ত্যানূপনীবৃদানর্ত্তসুরাষ্ট্র শ্বভ্র-মরুকচ্ছসৌবীর-কুকুরাপরান্তনিষাদানাং সমগ্রাণাং তৎপ্রভাবদ্য সর্ব্বক্ষত্রাবিষ্কৃত-বীরশব্দজাতোৎসেকাবিধেয়ানাং যৌধেয়ানাং প্রসহ্যোৎসাদকেন দক্ষিণাপথপতেস্সাতকর্ণের্দ্বিরপি নির্ব্যাজমবজীত্যাবজীত্য সম্বন্ধাবাদুরতয়া অনুৎসাদনাৎ প্রাপ্তযশসা মাদ···প্তবিজয়েন ভ্রষ্টরাজপ্রতিষ্ঠাপকেন স্বয়মধিগত-মহাক্ষত্রপ-নাম্না নরেন্দ্রকন্যা-স্বয়ংবরা-নেকমাল্যপ্রাপ্তদাম্না মহাক্ষত্রপেণ রুদ্রদাম্না বর্ষসহস্রায় গোব্রাহ্মণ[হিতা]র্থং ধর্ম্মকীর্ত্তিবৃদ্ধ্যর্থং···সেতুং বিধায় সর্ব্বনগর-সুদর্শনতরং কারিতং"*

'যিনি জন্মাবধি অপ্রতিহত ও উজ্জ্বল রাজলক্ষ্মী দ্বারা ভূষিত এবং তদ্‌গুণ হেতু আশ্রয়-লাভপ্রযুক্ত সর্ব্ববর্ণের লোকেরাই যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিল, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সমাগত ও অনুরক্ত সকল প্রজাবৃন্দের যিনি বিশেষ আশ্রয়দান করিয়া থাকেন, পূর্ব্ব ও পশ্চিম আকরাবন্তী (মালব প্রদেশ), অনূপ (দ্বারকা অঞ্চল), নীবৃদ্, আনর্ত্ত (কাঠিয়াবাড়), সুরাষ্ট্র (সোরঠ), শ্বভ্র, ভরুকচ্ছ (ভরোচ), সিন্ধু, সৌবীর (পঞ্জাবের দক্ষিণাংশ), কুকুর (রাজপুতনার কিয়দংশ), অপরান্ত (কোঙ্কণ প্রদেশ), নিষাদ (ভাটনের অঞ্চল) প্রভৃতি জনপদ যিনি নিজ বীর্য্য-প্রভাবে উপার্জ্জন ও তত্তৎস্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন; সকল ক্ষত্রিয়দিগের নিকট হইতে অন্যায়রূপে 'বীর' পদবীপ্রাপ্ত যৌধেয়দিগকে যিনি সমূলে উৎসাদন করিয়াছিলেন, যিনি দক্ষিণাপথপতি শাতকর্ণিকে পুনঃ পুনঃ জয় করিয়াও তাহার সহিত নিকট সম্বন্ধ-প্রযুক্ত উৎসাদন না করিয়া মহাযশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও রাজ্যভ্রষ্ট অধিপতিকে পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, স্বয়ং যিনি মহাক্ষত্রপ নাম উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, যিনি স্বয়ম্বরসভায় বহুরাজকন্যার মাল্যদাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই মহাক্ষত্রপ রুদ্রদাম সহস্র বর্ষব্যাপী গোব্রাহ্মণহিতার্থ এবং ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি বৃদ্ধির জন্য এই সেতু পুনরায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।'

উক্ত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে, রুদ্রদাম রাজপুত্র হইলেও মহাক্ষত্রপ উপাধি তাঁহার পিতার ভাগ্যে ঘটে নাই। তিনি বহুলোককে আশ্রয় দিয়াছিলেন, অধিক সম্ভব তাহারাই তাঁহার গুণে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনাদের অধিপতি করিয়াছিল, তাহাদের সাহায্যে রুদ্রদাম মহাক্ষত্রপ হইয়াছিলেন, এবং পঞ্চনদ হইতে কোঙ্কণ পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

লিখিত আছে—"খগারাতবংসনিরবসেসকরস সাতবাহনকুলযসপতিঠাপনকরস" "ক্ষতিয়দপমানমদনস সকযবনপহ্লব-নিসুদনস" অর্থাৎ খগারাত বা খহরাত নামক শকবংশনিরবশেষকারী সাতবাহন-কুল-প্রতিষ্ঠাপনকারী ক্ষত্রিয়-দর্পমানমর্দ্দক শকযবনপহ্লবনিহন্তা। (Transactions of the 2nd Oriental Congress, p. 307)

* ... Antiquary, VII. p. 261 পত্রে সমস্ত শিলালিপি প্রকাশিত হইয়াছে। আবশ্যক মত উদ্ধৃত

দক্ষিণাপথপতি শাতকর্ণির সহিত তাঁহার কুটুম্বিতা ছিল, সেই জন্য তিনি তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করেন নাই। শাতকর্ণির সহিত তাঁহার কিরূপ নিকট সম্বন্ধ বা কুটুম্বিতা ছিল, তাহা উক্ত শিলালিপিতে স্পষ্ট লিখিত নাই। অধিক সম্ভব, তিনি সাতবাহনবংশীয় কোন রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অপরদিকে শাতকর্ণি-বংশীয়দিগের নাসিকস্থ শিলালিপি হইতে জানিতে পারি, 'গোতমীপুত্র শাতকর্ণি অসিক, অশ্মক, মুরক, সুরাষ্ট্র, কুকুর, অপরান্ত, অনূপ, বিদর্ভ, আকর, অবন্তী, বিন্ধ্যাবৎ, পারিযাত্র, সহ্য, কৃষ্ণগিরি, মচ, শ্রীস্তন, মলয়, মহেন্দ্র, শ্রেষ্ঠগিরি ও চকোরপর্ব্বতের রাজা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন*।'

উক্ত জনপদ সমূহের অবস্থান আলোচনা করিলে জানা যায়, উপরোক্ত জনপদের অধিকাংশই নহপান বা উষবদাতের অধিকারভুক্ত ছিল এবং গোতমীপুত্র শাতকর্ণি শকাধিপকে সমরে পরাজিত করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিস্তীর্ণ রাজ্য তাঁহার বংশধরগণ অধিকারে রাখিতে পারেন নাই। পূর্ব্বে যে রুদ্রদামের শিলালিপি উদ্ধৃত করিয়াছি, তৎপাঠে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, মহাক্ষত্রপ রুদ্রদাম দক্ষিণাপথস্থিত জনপদ ব্যতীত ক্ষত্রপাধিকারভুক্ত সুরাষ্ট্র প্রভৃতি সমুদয় জনপদ আপনার অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার অধীনে সুবিশাখ নামক একজন পহ্লব সুরাষ্ট্রে ক্ষত্রপ হইয়াছিলেন। কিন্তু রুদ্রদাম সহ্য, কৃষ্ণগিরি প্রভৃতি দক্ষিণাপথস্থিত জনপদসমূহ অধিকার করেন নাই, ঐ সকল জনপদ তাঁহার কুটুম্ব শাতকর্ণি-রাজেরই অধিকারে ছিল। তাঁহার প্রিয়পুত্র বাশিষ্ঠী-পুত্র সাতকর্ণি (চতুরপন) মহাক্ষত্রপকন্যার পাণিগ্রহণ করেন†। ডাক্তার ভাণ্ডারকরের মতে, বাসিষ্ঠীপুত্র পুড়ুমায়ি ১৩০ হইতে ১৫৪ খৃঃ অঃ, তৎপুত্র গোতমীপুত্র যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণি ১৫৪ হইতে ১৭২ খৃঃঅঃ এবং তৎপুত্র বাসিষ্ঠীপুত্র শাতকর্ণি (চতুরপন) ১৭২ হইতে ১৯০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন‡। এদিকে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামের শিলালিপি ও প্রাচীন মুদ্রাসমূহ আলোচনা দ্বারা স্থির হইয়াছে, তিনি প্রায় ১৩০ হইতে ১৭০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন§। এরূপ স্থলে রুদ্রদামের লিপিতে যে শাতকর্ণির উল্লেখ আছে, তিনি যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণি হইতেছেন। অধিক সম্ভব, তিনি মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রুদ্রদামদুহিতা মঢরীর সহিত নিজপুত্র বাসিষ্ঠীপুত্র চতুরপনের বিবাহ দিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই আত্মীয়তাসূত্রেই রুদ্রদাম দক্ষিণাপথে হস্তক্ষেপ করেন নাই। বাসিষ্ঠীপুত্র চতুরপনের ঔরসে শকরাজকন্যার গর্ভে মঢরীপুত্র শকসেন¶ জন্ম গ্রহণ করেন। চতুরপনের পর এই মহাক্ষত্রপ-দৌহিত্র শকসেন দক্ষিণাপথের অধীশ্বর হইয়াছিলেন (১৯০ হইতে ১৯৭ খৃঃ অব্দ)।

* "অসিক-অসক-মুঢ়সুরঠকুকুরাপরন্ত-অনুপবিদভ-আকরাবন্তিরাজস বিঞ্ছাবতপারিচাতসহকণ্হগিরিমচসিরিটন-মলয়মহিন্দ-সেটগিরি-চকোরপবতপতিস"—(পুড়ুমায়ির নাসিকস্থ লিপি।

† Bhandarkar's Dekkan, p. 29.

‡ Bhandarkar's Dekkan, p. 36.

§ Cunningham's Coins of Mediaeval India, p. 4.

¶ এই শকসেন নামও শক-সম্বন্ধ পরিচায়ক বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

শকাধিপ রুদ্রদামের পিতামহ যে শকাব্দ প্রচার করেন, কালে তাঁহার ও তাঁহার বংশীয়গণের চেষ্টায় সেই অব্দ সমস্ত ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল।

নিম্নে রুদ্রদামবংশীয় মহাক্ষত্রপ-রাজগণের বংশাবলী ও রাজ্যকাল উদ্ধৃত হইল ;—
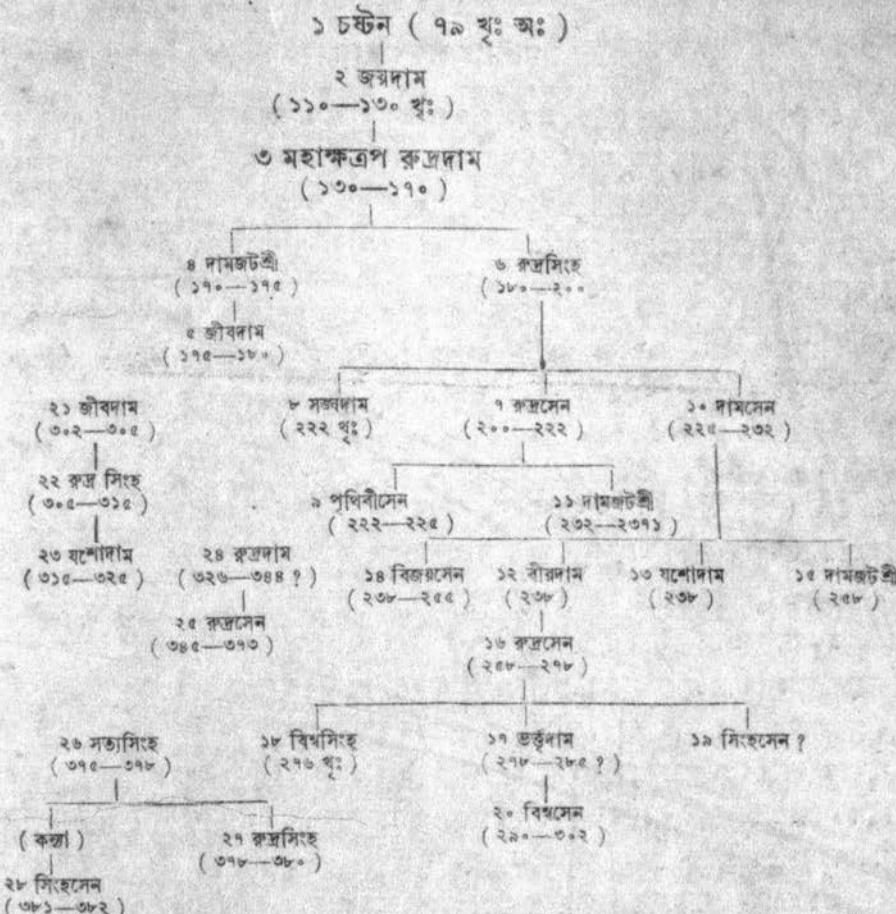
উক্ত তালিকায় ও মুদ্রা-সাহায্যে দেখা যাইতেছে যে, পশ্চিম ভারতে শকবংশীয় ২৮জন নৃপতি ১ম শকাব্দ হইতে ৩১০ শকাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ১৪শ ও ১৫শ ক্ষত্রপের মধ্যবর্ত্তীকালে (প্রায় ২৫৫ খৃষ্টাব্দে) ঈশ্বরদত্ত নামে এক ব্যক্তি শকশাসন উৎসাদন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ২৭ম ক্ষত্রপ রুদ্রসিংহ নিজ মুদ্রায় 'ক্ষত্রপ মহারাজ' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তে গুপ্ত এবং দক্ষিণাপথে চেদি ও চালুক্যগণের অভ্যুদয়ে ক্ষত্রপরাজ্য বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং কাল ক্রমে রাজ্যসম্পদহীন ক্ষত্রপ-বংশধরগণ হিন্দু সমাজে মিশিয়া গিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে বিখ্যাত শকজাতির নামও লুপ্ত হইয়াছে।

রাজস্থানের ইতিবৃত্তলেখক টড্ সাহেবের অনুবর্ত্তী হইলে বলা যাইতে পারে, শকরাজ-বংশীয়গণই পশ্চিম ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া রাজস্থানের মরুদেশ আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং সূর্য্যবংশীয় রাজপুত বলিয়া পরে পরিচিত হইয়াছিলেন।

## গান্ধারে শকরাজ্য।

যে সময় মথুরায় কুষনবংশীয় বাসুদেব ও পশ্চিম ভারতে মহাক্ষত্রপ রুদ্রসিংহ শকরাজ্য-শাসন করিতেছিলেন, তৎকালে কিদার নামে মহাকুষনবংশীয় এক দলপতি পরোপনিষস্ গিরি পার হইয়া কুষনদিগের হস্ত হইতে গান্ধার জয় করেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই সমস্ত কাবুল-উপত্যকা ও পঞ্জাবের কতকাংশ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এই কিদারবংশ ৪২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বর্ষে পারস্যপতি ৫ম বরহ্রান্ কিদারবংশীয়দিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। কিদারেরা পারস্যাধীন হইয়াছিলেন। তৎপরে ৪৭৫ খৃষ্টাব্দে হুণেরা প্রবল হইয়া গান্ধাররাজ্য অধিকার করিল।

হুণদিগের বাসভূমি হুঙ্গেরিয়া। তাহারা পূর্ব্বকালে অক্ষুনদতীরে বাস করিত। তাহারাও আদিশকবংশসম্ভূত। ভারতে শকাধিকার বিস্তৃত হইলে তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু পরাক্রান্ত কুষন ও খহরাত-বংশের অধিকার কালে তাহারা কেহই মস্তকোত্তলন করিতে পারে নাই। ৩৮৮ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণপশ্চিম ভারত হইতে শকাধিপত্য বিলুপ্ত হয়।

তৎকালে মধ্যএসিয়াবাসী হুণেরা নিশ্চিন্ত ছিল না। তাহারা আপনাদের সৌভাগ্যপথ উন্মুক্ত করিবার জন্য পারস্যের শাসনবংশীয় রাজগণের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিতেছিল। যজ্‌দেগার্দের সময় প্রায় ৪৪০ খৃষ্টাব্দে শাসনসৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া হুণেরা ভারতের সীমান্ত প্রদেশ অধিকার করিল। এই সময়ে তাহারা ভারতাধিকারেরও চেষ্টা করিতে-ছিল। গুপ্তসম্রাট্ স্কন্দগুপ্তের শিলালিপিপাঠে জানা যায় যে, তিনি নানা যুদ্ধে হুণদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন (৪৫২ হইতে ৪৮০ খৃঃ অঃ)।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম্ ও রাপ্‌সন্ প্রভৃতি অনেকের মতে, হুণদিগের দলপতি কিদার-কুষনদিগের নিকট হইতে গান্ধার রাজ্য অধিকারপূর্ব্বক ৪৬৫ হইতে ৪৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শাকলে রাজধানী স্থাপন করেন। চীন ইতিহাসে তিনি 'লএ-লিহ্' এবং প্রাচীন মুদ্রায় 'রাজা লখন উদয়াদিত্য' নামে খ্যাত।

লখনের পুত্র মহাবীর তোরমাণ কাশ্মীর হইতে রাজপুতনা পর্য্যন্ত হুণাধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন (৪৯০—৫১৫ খৃঃ অঃ)। তৎপুত্র সুপ্রসিদ্ধ মিহিরকুল। এই মিহিরকুলের প্রতাপে কাশ্মীর হইতে বিন্ধ্যাদ্রি পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত প্রকম্পিত ও গুপ্তসাম্রাজ্য অধঃ-পতিত হইয়াছিল। অবশেষে যশোধর্ম্ম, মালবপতি বিষ্ণুবর্দ্ধন এবং মগধাধিপ নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্যের অধিনায়কতায় সমস্ত হিন্দু রাজন্যবর্গ একত্র হইয়া ৫৪৪ খৃষ্টাব্দে মিহিরকুলকে

নিপাতিত করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে হূনজাতির প্রবল প্রতাপ অস্তমিত হইয়াছিল। মিহিরকুলের বংশধর শাকলে গিয়া অতি হীনভাবে কিছুকাল স্বরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। অল্পকাল পরে গান্ধারের কিদারকুষনবংশীয় শাহিরাজ হূনদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়া নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন*। এই সময় হইতে খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দী পর্য্যন্ত গান্ধার-রাজ্য কুষনবংশের অধিকারে ছিল। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক ও জ্যোতির্বিদ্ আল্‌বেরুণি গান্ধারের কিদারবংশীয় রাজগণকে কনিক (কনিষ্ক)-রাজের বংশধর বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন†। আবার তিনিও রাজতরঙ্গিণীকার কহ্লনের মত এই কিদারবংশকে তুরুষ্ক-বংশোদ্ভব অথচ কাবুলের হিন্দুরাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আবার ৯৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ মুসলমান ভৌগোলিক মসুদী কান্দাহারকে (গান্ধারকে) রাজপুতের রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন‡।

আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, কনিষ্ক, বাসুদেব প্রভৃতি কোন কোন শকাধিপ 'দেবপুত্র' উপাধি ব্যবহার করিতেন। সেই 'দেবপুত্র' কালে 'রাজপুত্র' হইয়া পড়ে। তাহা হইতেই 'রাজপুত' শব্দের উৎপত্তি। পূর্ব্বে অনেকস্থলে বলিয়াছি যে, শকরাজগণের খরোষ্ঠী অক্ষরে উৎকীর্ণ মুদ্রায় 'া' কার পরিত্যক্ত হইয়াছে। অনেকস্থলেই সংস্কৃত 'রাজপুত্র'-স্থলে খরোষ্ঠী অক্ষরে 'রজপুত' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এখনও রাজপুতানার অধিবাসিগণ আপনা-দিগকে 'রজপুত' বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন।

রাজপুতানার প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক টড্‌সাহেবও লিখিয়াছেন,—রাজপুতানায় আসিবার পূর্ব্বে রাজপুতেরা জাবুলিস্থান ও গান্ধারে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহারা শকবংশসম্ভূত হইলেও সকলেই হিন্দু ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচিত। টড্‌সাহেব খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর একখানি শিলালিপি প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শকরাজপুতগণ যাদবকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া-ছেন ও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন§। বহু জৈনপ্রবন্ধে হূণেরাও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত। ছত্রিশটী ক্ষত্রিয়কুলের মধ্যে হূণ জাতিও স্থান পাইয়াছে¶।

গান্ধারের শেষ কিদাররাজের মন্ত্রী কল্লট (কল্লর) নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। আল্‌-বেরুণি তাঁহাকে লগ-তুরমাণ (অল্ কিতোরমান্) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী অর্থবলে কিদাররাজের হস্ত হইতে গান্ধাররাজ্য কাড়িয়া লয়েন। এই ব্রাহ্মণবংশ বেশী দিন রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। আবার কিদারবংশ প্রবল হইয়া ব্রাহ্মণ-হস্ত হইতে গান্ধার উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহারা "শাহী" বলিয়া গণ্য ছিলেন। গান্ধারে বহুশত বর্ষ রাজত্বের পর, ১০২৬ খৃষ্টাব্দে এই রাজবংশের রাজ্যাবসান ও মুসলমান-অধিকার বিস্তৃত

* Rapson's Coins of India, p. 29—30.

† Alberuni's India, translated by E. C Sachau, Vol. II, p. 13.

‡ Elliot's Muhammadan Historians, Vol. I. p. 22.

§ Tod's Rajasthan, Vol. I. p. 796.

¶ Epigraphia Indica, Vlo. I. p. 225.

হইল। এই রাজবংশের সহিত কাশ্মীরের ক্ষত্রিয়-রাজগণ বহু সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কাশ্মীরের বহু রাজমহিষী এই গান্ধার-রাজবংশসম্ভূত; রাজতরঙ্গিণীপাঠে তাঁহাদের বিস্তৃত বিবরণ জানা যায়। গান্ধার-রাজবংশ জঞ্জুহ (জজহ্) রাজপুত বলিয়াও গণ্য ছিলেন*। টড্ সাহেব লিখিয়াছেন, গান্ধারের শকবংশীয় রাজপুত-শাখা রাজপুতনায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন†।

## ভারতে শক-সংস্রব।

শকাধিকারের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত হইল, তৎপাঠে সকলেই বুঝিবেন, শাকদ্বীপ ও তথাকার শকদিগের সহিত ভারতবর্ষের বিশেষ সংস্রব ঘটিয়াছিল। প্রথমে তাহারা সকলেই সূর্য্যোপাসক ছিল। মগাচার্য্য জরথুস্ত্র কর্তৃক অগ্নিপূজাপ্রচার ও পারস্যাধিপতিগণ কর্তৃক তন্মতাবলম্বনে সৌর শকগণ অগ্নিপূজক হইয়াছিল। ভারতে যে সকল শকমুদ্রা বাহির হইয়াছে, তাহাতে সূর্য্যোপাসনা ও অগ্নিবেদী উভয়েরই চিত্র দৃষ্ট হয়। ভারতেও তাহারা প্রথমতঃ সৌর ও অগ্নিপূজক বলিয়া গণ্য ছিল। এখনও যে রাজপুতগণ আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় ও অগ্নিকুলোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন, তাহা সম্ভবতঃ সেই পূর্ব্বতন শকগণের ধর্ম্মপরিচায়ক ক্ষীণ-স্মৃতিমাত্র।

ভারতে যখন প্রথম শকাধিপত্য বিস্তৃত হয়, তৎকালে এখানে বৌদ্ধ ও জৈন এই দুই ধর্ম্মই প্রবল ছিল। কিন্তু তখনও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শিবোপাসনা বিলুপ্ত হয় নাই। শকাধিপ-গণ প্রথমে 'শৈব' হইয়া ছিলেন, পরে কনিষ্কের সময় হইতেই এই বংশে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মানুরাগ প্রবল হয়। অবশেষে ব্রাহ্মণদিগের প্রভাবে শকেরা অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিল। ভারতীয় ক্ষত্রিয়প্রভাবে বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ম্মের অভ্যুদয় ঘটে। সেই ক্ষত্রিয়প্রভাব বিলুপ্ত করিবার জন্য নীতিকুশল ব্রাহ্মণগণ সম্ভবতঃ শকরাজ-গণের আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই সময়ে শকরাজগণও আপনাদিগকে গোব্রাহ্মণভক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া আত্মগৌরব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম যত দিন বিশেষ প্রবল ছিল, ততদিন ব্রাহ্মণভক্ত শকরাজগণও সামান্যতঃ বৌদ্ধ-ভিক্ষুদিগকে আশ্রয় দান করিতেন। অবশেষে বৌদ্ধানুরক্তি শক-হৃদয় হইতে এককালে বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাঁহারা নিতান্ত গোব্রাহ্মণভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। এই সকল রাজগণের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় এবং পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয়প্রাধান্য-বিলয়ের সহিত ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম নিতান্ত হীন হইয়া পড়ে।

শকরাজবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইলে তাঁহাদের ভারতীয় উৎপত্তি ও বিশুদ্ধ-ক্ষত্রিয়ত্বপ্রতিপাদনার্থ ব্রাহ্মণ ও ভট্ট কবিগণ বশিষ্ঠ কর্তৃক অগ্নিকুলোৎপত্তিকাহিনী প্রচার করিলেন এবং তাহাই কালে প্রকৃত বিবরণ বলিয়া রজপুতসমাজে গৃহীত হইয়াছে। এখন আর

* Cunningham's Coins of Mediaeval India, p. 56.

† Tod's Rajasthan, Vol. II দ্রষ্টব্য।

কোন রাজপুত আপনাকে শকবংশীয় মনে করেন না। যাহাই হউক, মহাত্মা টড্ সাহেব নানা প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন, এখনও রাজপুতদিগের আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, ও উৎসবাদিতে পূর্ব্বতন শকপ্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### শাকদ্বীপে ব্রাহ্মণোৎপত্তি।

এখন দেখা যাউক, শাকদ্বীপে কিরূপে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইল? তৎসম্বন্ধে কএকটী উপাখ্যান পাওয়া যায়। ভবিষ্যপুরাণে ১১৭ অধ্যায় এইরূপ লিখিত আছে—

"প্রিয়ব্রতসুতো রাজা শাকদ্বীপে মহামতিঃ॥
তেন মে কারিতং দিব্যং বিমানপ্রতিমং গৃহম্। তস্মিন্ দ্বীপে তদাত্মীয়ে দিব্যং শিলাময়ং মহৎ॥
সমদর্চ্চাং কারয়িত্বা কাঞ্চনীং লক্ষণান্বিতাম্। প্রতিষ্ঠাপনায় বৈ তস্যাশ্চিন্তয়ামাস সুব্রতঃ॥
কৃতমায়তনং শ্রেষ্ঠং তেনেয়ং প্রতিমা কৃতা। কো বৈ প্রতিষ্ঠাপয়িতা দেবমর্কং শুভালয়ে॥
এবং সংচিন্তয়িত্বা তু জগাম শরণং মম। ভক্তিং তস্য চ সংচিন্ত্য খগাহং পার্থিবস্য তু॥
গতোঽহং দর্শনং তস্য উক্তশ্চাপি ময়া খগ। কিং চিন্তয়সি রাজেন্দ্র কুতশ্চিন্তা সমাগতা॥
ব্রূহি যত্তে হৃদি প্রোঢ়ং চিন্তাকারণমাগতম্। সম্পাদয়িষ্যে তৎসর্ব্বং বিমনা ভব মা নৃপ॥
অত্যর্থদুষ্করমপি করিষ্যে নাত্র সংশয়ঃ। ইত্যুক্তঃ স ময়া রাজা ইদং বচনমব্রবীৎ॥
দ্বীপেঽস্মিন্ দেবদেবস্য কৃতমায়তনং তব। ময়া ভক্ত্যা জগন্নাথ তথেয়ং প্রতিমা কৃতা॥
প্রতিষ্ঠাং কারয়েদ্যস্তু তব দেবালয়ে খগ। যত্র সন্তি ত্রয়োবর্ণা দ্বীপেঽস্মিন্ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ॥
তে ময়োক্তা ন কুর্ব্বন্তি প্রতিষ্ঠাং তব কৃৎস্নশঃ। ন চাপ্যর্চ্চা জগন্নাথ ব্রাহ্মণশ্চাত্র বিদ্যতে॥
তেনেয়মাগতা চিন্তা হৃদি শল্যং তয়ার্পিতম্। ততো ময়োক্তো রাজাঽসৌ বৈনতেয়বচঃ শুভম্॥
এবমেতন্ন সন্দেহো যথাত্থ ত্বং নরাধিপ। ক্ষত্রিয়াদিত্রয়ো বর্ণা দ্বীপেঽস্মিন্নাত্র সংশয়ঃ॥
তে চ নার্হন্তি মে পূজাং ন প্রতিষ্ঠাং কদাচন। তস্মাত্তে শ্রেয়সে রাজন্ প্রতিষ্ঠামাত্মনস্তথা॥
স্রক্ষ্যামি প্রথমং বর্ণং মগসংজ্ঞমনোপমম্। ইত্যুক্ত্বা তমহং বীর রাজানং খগসত্তম॥
জগাম পরমাং চিন্তাং তস্য কার্য্যস্য সিদ্ধয়ে। অথ মে চিন্তয়ানস্য স্বশরীরাদ্বিনিঃসৃতাঃ॥
শশিকুন্দেন্দুসংকাশাঃ সংখ্যয়াষ্টৌ মহাবলাঃ। পঠন্তি চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদান্ খগ॥
কাষায়বাসসঃ সর্ব্বে করণ্ডাম্বুজধারিণঃ। ললাটফলকাদ্দ্বৌ তু দ্বৌ চান্যৌ বক্ষসস্তথা॥
চরণাভ্যাং তথা দ্বৌ তু পাদাভ্যাং দ্বৌ তথা খগ। অথ তে চ মহাত্মানঃ সর্ব্বে প্রণতকন্ধরাঃ॥
পিতরং মন্যমানা মামিদং বচনমব্রুবন্। তাত তাত মহাদেব লোকনাথ জগৎপতে॥
কিমর্থং ভবতা সৃষ্টা বয়ং দেবস্য দেহতঃ। ব্রূহি সর্ব্বং করিষ্যাম আদেশং ভবতোঽখিলম্॥

পিতাস্মাকং ভবান্ দেবো বয়ং পুত্রো ন সংশয়ঃ। ইত্যুক্তবন্তস্তে সর্ব্বে ময়োক্তা দেবসত্তবাঃ ॥
প্রিয়ব্রতসুতো যোঽয়মস্য বাক্যং করিষ্যথ। স চাপ্যুক্তো ময়া রাজা শাকদ্বীপাধিপঃ খগ ॥
য এতে মৎসুতা রাজন্মর্চা ব্রাহ্মণসত্তমাঃ। কারয়স্ব প্রতিষ্ঠাং মে সর্ব্বৈরেভির্মহীপতে ॥
কারয়িত্বা প্রতিষ্ঠান্তু মমার্চ্চায়াং নরাধিপ। পশ্চাদায়তনং সর্ব্বমেভ্যানর্পয় পূজনে ॥
এতে মৎপূজনে যোগ্যা প্রতিষ্ঠাসু চ সর্ব্বশঃ। সমর্প্য ন প্রহর্ত্তব্যং ভোজকেভ্যঃ কদাচন ॥
সর্ব্বমায়তনার্থঞ্চ গৃহক্ষেত্রাদিকঞ্চ যৎ। ধনধান্যাদিকং রাজন্ যন্মমায়তনে ভবেৎ ॥
তৎসর্ব্বং ভোজকেভ্যস্তু দাতব্যং নাত্র সংশয়ঃ। যন্মদীয়ং ভবেৎ কিঞ্চিৎ গ্রামং বা নগরং ক্বচিৎ ॥
তস্য সর্ব্বস্য রাজেন্দ্র মদীয়স্য সমন্ততঃ। অধিপা ভোজকাঃ সর্ব্বে নান্যে বিপ্রাদয়ো নৃপ ॥
যথাধিকারী পুত্রস্তু পিতৃদ্রব্যস্য বৈ ভবেৎ। তথা মদীয়বিত্তস্য ভোজকাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ ॥
ইত্যুক্তেন ময়া রাজ্ঞা তথা সর্ব্বং প্রবর্ত্তিতম্। ভোজকশ্চ ভবেদ্ যাদৃক্ তত্তে বচ্মি খগেশ্বর ॥
মমাজ্ঞাং পালয়েদ্যস্তু স্বানুষ্ঠানপরঃ সদা। বেদাধিগমনং পূর্ব্বং দারসংগ্রহণং তথা ॥
অব্যঙ্গধারণং নিত্যং তথা ত্রিসবনং স্মৃতম্। পঞ্চকৃত্বঃ সদা পূজ্যো হ্যহং রাত্রৌ দিনে তথা ॥
দেবব্রাহ্মণবেদানাং নিন্দা কার্য্যা ন বৈ ক্বচিৎ। নান্যদেবপ্রতিষ্ঠা তু কার্য্যা বৈ ভোজকেন তু ॥
মমাপি চ ন কর্ত্তব্যা তেন একাকিনা ক্বচিৎ। সর্ব্বমেব নিবেদ্যান্নং নাশ্নীয়াদ্ভোজকঃ সদা।
ন ভুঞ্জীত গৃহং গত্বা শূদ্রস্য গরুড়াগ্রজ। শূদ্রোচ্ছিষ্টং প্রযত্নেন সদা ত্যাজ্যং হি ভোজকৈঃ ॥
যেঽশ্নন্তি ভোজকা নিত্যং শূদ্রান্নং শূদ্রবেশ্মনি। তে বৈ পূজাফলং চাত্র কথং প্রাপ্স্যন্তি খেচর ॥
গত্বা গৃহন্তু শূদ্রস্য ন ভোক্তব্যং কদাচন।
তস্যেয়ং পরমা বৃত্তির্নৈবেদ্যং যন্মদীয়কম্। নাভোজ্যং ভুঞ্জতে যস্মাত্তেনাসৌ ভোজকো মতঃ ॥
মগং ধ্যায়ন্তি তে যস্মাত্তেন তে মগধাঃ স্মৃতাঃ। ভোজয়ন্তি চ মাং নিত্যং তেন তে ভোজকাঃ স্মৃতাঃ
অব্যঙ্গং চ প্রযত্নেন ধার্য্যং শুদ্ধিকরং পরম্। অব্যঙ্গহীনো হ্যশুচির্ভোজকঃ স্যান্ন সংশয়ঃ ॥
যস্তু মাং পূজয়েদ্বীর অব্যঙ্গেন বিনা খগ। ন তস্য সন্ততিঃ স্যাদ্ বৈ ন চাহং প্রীতিমান্ ভবে ॥”

( ১২৭।২-৫৭ শ্লোক )

সূর্য্যদেব পক্ষিরাজ অরুণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহামতি মহীপতি প্রিয়ব্রত-তনয় শাকদ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি তদীয় রাজ্য মধ্যে আমার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ একটী বিমানপ্রতিম পরম রমণীয় শিলাময় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তৎপরে তন্মধ্যে একটী সর্ব্বসুলক্ষণান্বিত হৈমপ্রতিমা সংস্থাপিত করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি যথাবিধি মদীয় সুন্দর গৃহ ও হেমময়ী প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি এই সর্ব্বোত্তম গৃহ ও রমণীয় হৈম-প্রতিমা নির্ম্মাণ করিলাম সত্য, কিন্তু কোন্ ব্যক্তি এই মনোরম গৃহ মধ্যে ভগবান্ সূর্য্যদেবকে প্রতিষ্ঠাপিত করিবে? রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে আমার শরণাপন্ন হইলেন। আমি নরপতির অবিচল-ভক্তি দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সাক্ষাতে আবির্ভূত হইয়া কহিলাম, রাজেন্দ্র! তুমি কি নিমিত্ত কোন্ বিষয়ের চিন্তা করিতেছ? তোমার চিন্তার কারণ কি? তাহা আমাকে

বল। আমি তোমার সমস্তই সম্পাদন করিব। রাজন্! তুমি নিশ্চয় জানিও,—তোমার কার্য্য যদি নিতান্ত দুঃসাধ্যও হয়, তথাপি আমা দ্বারা তাহা অবশ্যই অনুষ্ঠিত হইবে।

হে খগ! আমি এইরূপ কহিলে নরপতি আমাকে কহিলেন, হে দেবদেব! আমি এই দ্বীপ মধ্যে আপনার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত একটী গৃহ ও প্রতিমা প্রস্তুত করিয়াছি; কিন্তু কোন্ ব্যক্তি দ্বারা আমি যে ইহা প্রতিষ্ঠাপিত করিব, তাহার সন্ধান পাইতেছি না। এই দ্বীপ মধ্যে যদিও বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় বাস করিতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই সেই প্রতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা বা অর্চ্চনা করিতে স্বীকৃত হইতেছে না এবং এই স্থানে একটী মাত্র ব্রাহ্মণও বিদ্যমান নাই। সুতরাং হে জগন্নাথ! আমি এই কারণেই সাতিশয় চিন্তিত হইয়াছি; আপনি আমাকে একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিন।

হে বৈনতেয়! আমি নরপতি-কথিত তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলাম, হে রাজন্! তুমি যে সকল কথা কহিলে, তৎসমস্তই সত্য, এই দ্বীপবাসী ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় আমার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা বা আমার অর্চ্চনা করিবার অধিকারী নহে। অতএব তোমার মঙ্গলের জন্য আমি অচিরে মগনামধেয় অনুপম ব্রাহ্মণ সকল সৃষ্টি করিতেছি। হে খগসত্তম! আমি নরবরকে ঐ কথা কহিয়া তদীয় কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত কিছু কাল চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি চিন্তায় নিবিষ্ট হইলে আমার শরীর হইতে সহসা আটজন মহাবল ব্রাহ্মণ প্রাদুর্ভূত হইল। সেই সকল ব্রাহ্মণেরা কর্পূর, কুন্দ ও ইন্দু তুল্য সাতিশয় শুভ্রকান্তি, তাহাদিগের সকলেরই পরিধানে কাষায় বসন, হস্তে করণ্ড ও কমল শোভিত এবং তাহারা সকলেই সাঙ্গোপনিষদ চতুর্ব্বেদ পাঠে নিরত। হে খগ! তৎকালে আমার শরীরনির্গত সেই আটজন ব্রাহ্মণের মধ্যে আমার ললাটফলক হইতে দুইজন, পাদদ্বয় হইতে দুইজন, বক্ষ হইতে দুইজন, এবং চরণ হইতে দুইজন সমুৎপন্ন হইয়াছিল। তাহারা উৎপন্ন হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রণত হইয়া আমাকে পিতা বলিয়া সসম্মানে কহিল, হে তাত! হে জগৎপতে! আপনি কি জন্য আমাদিগকে স্বীয় দেহ হইতে সমুৎপাদিত করিলেন। আপনি বলুন, আমরা আপনার সমস্ত [illegible] করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি। আমরা আপনার পুত্র এবং নিঃসন্দেহে আপনি আমাদিগের পিতা।

সেই সকল ব্রাহ্মণেরা এই কথা কহিলে আমি তাহাদিগকে কহিলাম,—হে পুত্রগণ! এই যে প্রিয়ব্রত-তনয় শাকদ্বীপে আধিপত্য করিতেছেন, তোমরা সম্প্রতি তাঁহার বাক্য প্রতিপালন কর। আমি আমার দেহসম্ভূত ব্রাহ্মণগণকে এই কথা কহিয়া পরে রাজার [illegible]তি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলাম, রাজন্! এই সকল সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণেরা তোমার অর্চ্চনীয় [illegible] ইহারাই আমার প্রতিমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করিবে। তুমি যে আমার মূর্ত্তি ও বাসগৃহ [illegible]ণ করিয়াছ, তাহা এই ব্রাহ্মণদিগের হস্তে সমর্পণ কর, ইহারাই আমার প্রতিষ্ঠা বা [illegible] সমস্তই নির্ব্বাহ করিবে। তুমি ধন ধান্য গৃহক্ষেত্রাদি যে কিছু বস্তু প্রদান করিবে, [illegible]জক ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে পুনরায় আর তাহা গ্রহণ করিও না। এই ভোজক

ব্রাহ্মণেরাই আমার পূজা করিবার একমাত্র অধিকারী। সুতরাং তুমি আমার উদ্দেশে গ্রাম নগরাদি যাহা কিছু দান করিবে, তৎসমুদয়ে এই ভোজক ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহারও অধিকার থাকিবে না। হে পতগ! রাজা আমার কথানুসারে সমস্তই সম্পাদন করিয়াছিলেন।

সূর্য্য কহিলেন, ভোজক ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা সদাচারে নিরত থাকিয়া কায়মনোবাক্যে আমারই আজ্ঞা পালন করিবে। তাহারা প্রথমতঃ বেদাধ্যয়ন করিয়া পরে দার পরিগ্রহ করিবে। প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া দিবারাত্র মধ্যে পাঁচবার আমার পূজা করিবে। আমি ভিন্ন তাহাদিগের আর অন্য উপাস্য দেবতা থাকিবে না। ভোজকগণ দেবতা, ব্রাহ্মণ ও বেদ-বাক্যের নিন্দা, অন্নাদি নিবেদন করিয়া একাকী ভোজন, শূদ্রগৃহে গমন করিয়া শূদ্রান্নগ্রহণ, বা তাহার উচ্ছিষ্ট স্পর্শন ইত্যাদি নিষিদ্ধ কার্য্য সকল সযত্নে পরিত্যাগ করিবে। আমার নৈবেদ্যই তাহাদিগের পরম বৃত্তি বলিয়া নিরূপিত হইল। ইহারা অভোজ্য ভোজন করিবে না ও প্রতিদিন আমাকেই ভোজন করাইবে, এই দুই কারণে ইহারা ভোজক এবং মগধ্যানে নিরত বলিয়া 'মগধ' নামে বিখ্যাত হইবে। ইহারা যত্নপূর্ব্বক পবিত্র অব্যঙ্গধারণ করিবে। যে ব্যক্তি অব্যঙ্গহীন হইয়া আমার পূজানুষ্ঠান করিবে, তাহার প্রতি আমি কখন প্রসন্ন হইব না এবং তাহার বংশলোপ ঘটিবে।

আবার ভবিষ্যপুরাণের অন্য স্থানে মগব্রাহ্মণোৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে,—

"গৌরমুখ উবাচ।

মানুষত্বং গতা দেবী নিক্ষুভা কিল যাদব। গতা শাপমবাপ্যেহ ভাস্করাল্লোকপূজিতাৎ॥
গোত্রং মিহিরমিত্যাহু র্ব্রতং তু ব্রাহ্মমুত্তমং। ঋজিশ্বা নাম ধর্ম্মাত্মা ঋষিরাসীৎ পুরানঘ॥
তস্যাত্মজা সমুৎপন্না নিক্ষুভাসৌ বরাঙ্গনা। রূপেণাপ্রতিমা লোকে হাবনী নাম নামতঃ* ॥
পিতুর্নিয়োগাৎ সা কন্যা বিহরেজ্জাতবেদসং। বিহরন্তী যথান্যায়ং সমিদ্ধং পাবকং তদা॥
অথ তাং দেবদেবেশো অংশুমালী দদর্শ হ। রূপযৌবনসম্পন্নাং ততঃ কামবশং গতঃ॥
চিন্তয়ামাস তন্বঙ্গীং কথং তাং বিভজে হ্যহং। অনয়াবদ্ধতো যোঽয়ং পাবকো দেবপূজিতঃ॥
বনমাবিশ্য তন্বঙ্গীং ভজেয়ং [illegible] সংচিন্ত্য দেবেশঃ সহস্রাংশুর্দিবস্পতিঃ॥
বিবেশ পাবকং বীর তৎপুত্রশ্চাভবত্তদা। ততো বিলাসলাবণ্যরূপযৌবনশালিনী॥
সমিদ্ধং লব্ধবহ্নিস্থাগ্নিং জগামায়তলোচনা। ক্রুদ্ধঃ স্বরূপমাস্থায় দৃষ্ট্বা কন্যাং স পীড়িতঃ॥
করং করেণ সংগৃহ্য ততস্তাং হব্যবাহনঃ। উবাচ যদুশার্দ্দূল নোদিতো ভাস্করেণ তু॥
বেদোক্তং বিধিমুৎসৃজ্য যথাহং লঙ্ঘিতস্ত্বয়া। তস্মাৎ মগঃ সমুৎপন্নস্তব পুত্রো ভবিষ্যতি॥
জরশস্ত্র† ইতি খ্যাতো বংশকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনঃ। অগ্নিজাত্যা মগাঃ প্রোক্তা সোমজাত্যা দ্বিজাতয়ঃ।
ভোজকাদিত্যজাত্যা হি দিব্যাস্তে পরিকীর্ত্তিতাঃ। তামেব মুক্ত্বা ভগবানাদিত্যো হ্যন্তর্দধে হ্যগ্নিমা
অথোৎপন্নাং প্রজাং জ্ঞাত্বা ধ্যানযোগেন বৈ ঋষিঃ। পতিতঃ স্বাত্মহাতেজা ঋজিশ্বা সুমহামতি
শাপমুদ্যম্য তেজস্বী ঋজিশ্বা বাক্যমব্রবীৎ। আত্মাপরাধাৎ কামিন্যা যথা গর্ভোঽনয়াবৃতঃ॥

* 'হারলীলা মতা তু সা' পাঠান্তর। † 'জরশব্দ' ও 'জলজন্মু' এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

সম্ভূতস্তে মহাভাগে অপূজ্যোঽয়ং ভবিষ্যতি ॥
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তা বাল্যপর্য্যাকুলেক্ষণা। চিন্তয়ামাস দুঃখার্ত্তা তমেকং জ্বলনাকৃতিং ॥
ততো দেববরিষ্ঠস্য মম যোনিসমুদ্ভবঃ। অয়ং দত্তো মহাশাপঃ পূজ্যতাং কর্ত্তুমর্হসি ॥
ভবেৎ পূজ্যো হি মে পুত্রো দেবেশ্বর তথা কুরু। এবং চিন্তয়মানস্ত ভগবানর্য্যমা কিল ॥
আগ্নেয়ং রূপমাশ্রিত্য চেদং বচনমব্রবীৎ। স্নিগ্ধো গম্ভীরনির্ঘোষঃ শান্তো জ্বরবিবর্জ্জিতঃ ॥
ঋজিশ্বঃ সুমহাতেজা ধর্ম্মং চরতি সুব্রত। তেনোৎসৃষ্টং মহাশাপং নান্যথা কর্ত্তুমুৎসহে ॥
কিন্তু কার্য্যগরীয়স্ত্বাদাত্মনো যোগামুত্তমম্। তব পুত্রং বিধাস্যামি চাপূজ্যং বেদপারগম্ ॥
বংশশ্চ সুমহাংস্তস্য নিবসিষ্যতি ভূতলে। মমাঙ্গানি মহাত্মানো বসিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥
মদ্গায়না মদ্ভজনা মদ্ভক্তা মৎপরায়ণাঃ। মম শুশ্রূষকাশ্চৈব মম চ ব্রতধারিণঃ ॥
ত্বাং চ মাঞ্চ যথান্যায়ং বেদতত্ত্বার্থদর্শিনঃ। পূজয়িষ্যন্তি নিরতাঃ সদা সদ্ভাবভাবিতাঃ ॥
মৎকর্ম্মণাং মদঙ্গানাং মদ্ভাববিনিবেশনাৎ। বিরজা মৎপ্রসাদেন মামেবৈষ্যন্ত্যসংশয়ম্ ॥
শ্মশ্রুব্যঙ্গধরা নিত্যং সদা ময়ি পরায়ণাঃ। পঞ্চকালবিধানজ্ঞা বীরকালস্য যজ্বিনঃ ॥
পূর্ণকং দক্ষিণে পাণৌ বর্শ্ম বামেন ধারয়ন্। পত্তিজালেন বদনং প্রচ্ছাদ্য নিয়তশুচিঃ ॥
প্রাণং হি মদ্গতং কৃত্বা ততো ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ। অজ্ঞানচ্চাপ্রমাদাচ্চ ব্যাকুলেন্দ্রিয়চেতসা ॥
বিধিহীনং মন্ত্রহীনং যে যজিষ্যন্তি মামতঃ। তেঽপি স্বর্গাচ্চ্যুতাঃ ক্লান্তা রমন্তে সূর্য্যসন্নিধৌ ॥
এবংবিধাস্তব সুতা ভবিষ্যন্তি মহীতলে। মগবংশে মহাত্মানো বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ॥
এবমাশ্বাস্য তাং দেবীং ভাস্করো বারিতস্করঃ। অন্তর্দধে মহাতেজাঃ সা চ হর্ষমবাপ হ ॥
এবমেতে সমুৎপন্না ভোজকাঃ কৃষ্ণনন্দন। নৈক্ষুভাস্তে তথাদিত্যা উৎপন্না লোকপূজিতাঃ ॥"

( ভবিষ্যপুরাণ ১৩৯।৩৩-৬৫ )

গৌরমুখ বলিয়াছিলেন, দেবী নিক্ষুভা* সূর্য্যশাপে মানসী তনু লাভ করিয়াছিলেন। মিহির গোত্র ঋজিশ্বা নামে এক শ্রেষ্ঠ ঋষি ছিলেন, নিক্ষুভা ইহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন,

* ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে,—সূর্য্যের পত্নী দুইটী। তন্মধ্যে একটীর নাম দিব ও অন্যটীর নাম পৃথিবী, এই পৃথিবীরই নাম নিক্ষুভা। নিক্ষুভা নানাবিধ অন্ন, ওষধি ও সুরামৃত দ্বারা যাবতীয় মর্ত্ত্যাদির সৃষ্টি করে বলিয়া পৃথিবী নামেই পরিচিত হইয়াছে। যেরূপে সূর্য্যের মহিষী দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়াছিলেন, এবং তিনি যাঁহার কন্যা ও তাঁহার যত গুলি অপত্য জন্মিয়াছে, আমি সম্প্রতি তোমার নিকট তৎসমস্তই বিশেষরূপে প্রকাশ করিতেছি। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচি হইতে কশ্যপ এবং কশ্যপ হইতে হিরণ্যকশিপুর উৎপত্তি হয়। এই হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ ও প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন। বিরোচনের ভগিনীর নাম প্রহ্লাদী, এই প্রহ্লাদীই বিশ্বকর্ম্মার পত্নী ছিলেন। মরীচির সুরূপা নামে একটী কন্যা ছিল। ভগবান্ অঙ্গিরা তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। এই সুরূপার গর্ভে বৃহস্পতির জন্ম হয়। বৃহস্পতির ব্রহ্মবাদিনী নামে একটী ভগিনী ছিল। অষ্টম বসু প্রভাসের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই ব্রহ্মবাদিনীর গর্ভে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা জন্ম লাভ করেন। বিশ্বকর্ম্মা সুরেণু নামে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা উৎপাদন করেন, এই কন্যাই অবশেষে সূর্য্যমহিষী, সংজ্ঞা, দিব্, বা প্রভানামে বিখ্যাত হয়। সূর্য্যমহিষী হ্রীময়ী দেহচ্ছায়াই নিক্ষুভা নামে প্রসিদ্ধ। এই নিক্ষুভাকেও ভগবান্ মার্ত্তণ্ড বিবাহ করিয়াছিলেন। নবযৌবনে পরিশোভিত হইয়া সাধুশীলা ও পতিপরায়ণা হইলেও পূর্ব্বে সূর্য্যদেব কখন ইহাকে নররূপে

এই কন্যা জগতে হাবনীনামে খ্যাত ছিলেন। নিক্ষুভা পিতার আজ্ঞানুসারে বিধিপূর্ব্বক অগ্নি-ভজনা করেন নাই*। তিনি সংজ্ঞার গর্ভে তিনটী অপত্য উৎপাদন করেন। সংজ্ঞা সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে বাস করিয়া পরে পিতা কর্ত্তৃক পতিগৃহগমনে অনুমতি পান। কিন্তু সংজ্ঞা তখন পতির গৃহে না গিয়া বড়বা-রূপ ধারণপূর্ব্বক উত্তর কুরুদেশে গিয়া তৃণোপরি বিচরণ করিতে লাগিল। এদিকে এই অবকাশে ছায়া সংজ্ঞার রূপ ধারণ করিয়া স্বীয় পতি সূর্য্যের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

সূর্য্য সংজ্ঞা-জ্ঞানে তাহাতে আসক্ত হইয়া ছায়ার গর্ভে ক্রমে শ্রুতশ্রবা ও শ্রুতকর্ম্মা নামে দুইটী পুত্র ও তপতীনামে একটী পরমা সুন্দরী কন্যা উৎপাদন করিলেন। সংজ্ঞারূপিণী ছায়া স্বীয় পুত্রকন্যার প্রতিই সাতিশয় স্নেহবতী ছিলেন। তিনি তাঁহার সপত্নী ( প্রকৃত সংজ্ঞার ) পুত্রগণের প্রতি বড় একটা স্নেহ প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার এইরূপ স্নেহের তারতম্য দেখিয়া সংজ্ঞাতনয় যম তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি একদিন সংজ্ঞারূপধারিণী ছায়াকে পদপ্রদর্শনপূর্ব্বক তিরস্কার করিলেন। ছায়া তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া যমকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলেন, যে, আমি তোর মাতা হইলেও তুই যেমন আমাকে পদপ্রদর্শনপূর্ব্বক ঘৃণিতবাক্যে তিরস্কার করিলি, এজন্য অচিরে তোর ঐ চরণ পতিত হইবে।

মাতার শাপ-শ্রবণে যমকে ব্যথিত দেখিয়া সংজ্ঞার অন্যতম পুত্র মনু স্বীয় পিতা সূর্য্যের নিকট গিয়া কহিলেন, পিতঃ! মাতা আমাদিগের প্রতি পূর্ব্ববৎ স্নেহবতী হইতেছেন না। অধিকন্তু যম কিঞ্চিৎ অপরাধ করায় তাঁহাকে তিনি বিমাতার ন্যায় দারুণ শাপগ্রস্ত করিয়াছেন। অতএব আপনি এক্ষণে সেই শাপ-ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। মনুর কথা শুনিয়া সূর্য্য কহিলেন, পুত্র! এই শাপবিষয়ে অবশ্যই কোন একটী গুরুতর কারণ উপস্থিত হইয়াছে। তাহা না হইলে মাতা কখন পুত্রকে অভিশপ্ত করেন না। যাহা হউক অন্যান্য অভিশাপের একটা প্রতিবিধান করা যায়, কিন্তু মাতৃপ্রদত্ত অভিশাপের কখন প্রতিবিধান করা যায় না। তবে আমি সংজ্ঞার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, কেন যমকে অভিশাপ প্রদান করিল। এই বলিয়া সূর্য্য তখন স্বীয় পত্নীর নিকট গিয়া শাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সূর্য্যপত্নী স্বীয় ছায়ারূপ ধারণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। সূর্য্য তাহার প্রতারণা জানিয়া তাহাকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন। সূর্য্যের বিশ্বদহন মূর্ত্তিদর্শনে সহসা বিশ্বকর্ম্মা তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে দিবাকর! তোমার শরীরের এই দুঃসহ তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া মৎকন্যা সংজ্ঞা পূর্ব্বেই তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া বড়বারূপে উত্তরকুরুদেশে গিয়া তপস্যা করিতেছে। তোমার অত্যুত্তম রূপলাভই তাহার তপস্যার

* " নিক্ষুভা স্নূয়তে যস্মাদগ্নৌষধিস্বরাম্বুভিঃ। মর্ত্ত্যান্ পিতৃংশ্চ দেবাংশ্চ তেন ভুনিক্ষুভা স্মৃতা॥
যথা রাজ্ঞী দ্বিধা ভূতা যস্য চেয়ং স্মৃতা মতা। অপত্যানি চ যান্যস্যাস্তানি বক্ষ্যামাশেষতঃ॥
মরীচির্ব্রহ্মণঃ পুত্রো মরীচেঃ কশ্যপঃ সুতঃ। তস্মাদ্ধিরণ্যকশিপুঃ প্রহ্লাদস্তস্য চাত্মজঃ॥
প্রহ্লাদস্য সুতো নাম্না বিরোচন ইতি শ্রুতঃ। বিরোচনস্য ভগিনী সংজ্ঞায়া জননী শুভা॥
হিরণ্যকশিপোঃ পৌত্রী দিতেঃ পুত্রস্য সা স্মৃতা। সা বিশ্বকর্ম্মণঃ পুত্রী প্রহ্লাদী প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥
অথ নাম্না সুরূপেতি মরীচেদুহিতা শুভা। পুত্রী হ্যঙ্গিরসঃ সা তু জননী তু বৃহস্পতেঃ॥
বৃহস্পতেস্তু ভগিনী বিশ্রুতা ব্রহ্মবাদিনী। প্রভাসস্য তু সা পত্নী বসুনামষ্টমস্য তু॥
প্রসূতা বিশ্বকর্ম্মাণং সর্ব্বশিল্পকরং বরম্। স বৈ নাম্না পুনস্ত্বষ্টা ত্রিদশানাং চ বার্ধকিঃ॥
দেবাচার্য্যশ্চ তস্যেয়ং দুহিতা বিশ্বকর্ম্মণঃ। সুরেণুরিতি বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু ভাবিনী॥
রাজ্ঞী সংজ্ঞা চ দ্যৌস্ত্বাষ্ট্রী প্রভা সৈব বিভাব্যতে। তস্যাস্তু যা তনুচ্ছায়া নিক্ষুভা সা মহীময়ী॥
সা তু ভার্য্যা ভগবতো মার্ত্তণ্ডস্য মহাত্মনঃ। সাধ্বী পতিব্রতা দেবী রূপযৌবনশালিনী॥
ন তু তাং নররূপেণ সূর্য্যো ভজতি বৈ পুরা।" (৭১।৮-২০)

দেবের সহিত বিহার করিতে থাকেন। একদিন সূর্য্যদেব তাঁহাকে দেখিয়া কামাতুর হন। সূর্য্যদেব তাঁহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য চিন্তা করিতে থাকেন। পরে তিনি অগ্নিরূপ ধারণপূর্ব্বক নিক্ষুভাকে বনে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত বিহার করেন। অগ্নি এই ঘটনায় কোপাবিষ্ট হইলেন। তিনি নিক্ষুভার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—নিক্ষুভে! তুমি বেদবিধির অননুবর্ত্তিনী হইয়া আমাকে লঙ্ঘন করিলে, এ কারণ আমার ঔরসে তোমার আর পুত্র জন্মিবে না। এই গর্ভজাত পুত্র মগনামে খ্যাত এবং মগ-বংশ-কীর্ত্তিবিবর্দ্ধন 'জরশস্ত্র' নামে প্রসিদ্ধ হইবে। মগ সকল অগ্নি-জাতীয়, দ্বিজাতিগণ সোম-জাতীয় এবং ভোজকগণ আদিত্যজাতীয়। ইহারা সকলেই শ্রেষ্ঠ। অগ্নিরূপী ভগবান্ সূর্য্যদেব এই বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি ঋজিশ্বা ধ্যানযোগে নিজ কন্যা নিক্ষুভার গর্ভে প্রজাসৃষ্টির বিষয় জানিতে পারিয়া ক্রোধে অভিশাপ প্রদান করেন। তাঁহার শাপে সেই কন্যাগর্ভজাত সন্তান অপূজ্য বা পতিত বলিয়া গণ্য হইল। কন্যা পিতার শাপ-শ্রবণে তাঁহাকে অনেক অনুনয় করিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই প্রসন্ন হইলেন না। তখন মুনিকন্যা নিরুপায় হইয়া সূর্য্যদেবকেই স্বীয় পুত্রের শাপমুক্তির নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। সূর্য্য হাবনীর কাতর বাক্যে করুণার্দ্র হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া ঋষিকন্যার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, অয়ি সাধুশীলে! এই যে তোমার পিতা ঋজিশ্বাকে দেখিতে পাইতেছ, ইনি তপঃপ্রভাবে পরমৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াছেন। ইনি সর্ব্ববিষয়ে বীতরাগ হইয়া প্রতিনিয়ত ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। সুতরাং ইঁহার ন্যায় অমোঘবাক্য তেজস্বী পুরুষের বাক্য অন্যথা করিতে পারি, আমার এরূপ ক্ষমতা নাই। কিন্তু যাহা হউক, আমি এখন কার্য্যানুরোধে তোমাকে আর একটী যোগ্য পুত্র প্রদান করিতেছি। আমার কৃপায় তোমার এই পুত্র বেদবিদ্যায় পারদর্শী হইবে এবং ইহারই বংশপরম্পরা ভূতলে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। ইহার বংশধর বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মবাদী মহাত্মগণ আমারই অংশ বলিয়া জানিবে। তাহারা নিরন্তর আমাতেই অনুরক্ত হইয়া আমারই নামগানে নিরত থাকিবে। প্রতিদিন তপস্যায় নিরত হইয়া আমারই

প্রয়োজন। অতএব তাহার সহিত যদি সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি সেইখানে গমন কর। সূর্য্য বিশ্বকর্ম্মার বাক্যে বিস্মিত হইলেন, এবং সংজ্ঞার অভীষ্ট পূরণ-বাসনায় স্বীয় তেজ লাঘব করিবার নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্মাকে অনুরোধ করেন। বিশ্বকর্ম্মা জামাতা সূর্য্যদেবের অনুরোধে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া শাকদ্বীপে গমন করিয়া ভ্রমি-যোগে সূর্য্যের তীব্র তেজ চাঁচিয়া দিলেন। বিশ্বকর্ম্মার সুনিপুণ শাতনপ্রভাবে সূর্য্যের তেজ ক্ষীণ হইয়া ক্রমে দর্শনযোগ্য হইল। সূর্য্য দিব্য রূপ ধারণ করিয়া পুনরায় অশ্বরূপে সংজ্ঞার নিকট গমন করিলেন। তাঁহাদের এই সম্মিলনে স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উৎপত্তি হইল। অশ্বিনীকুমারদ্বয় নাসত্য ও দস্র নামে বিখ্যাত হইলেন।

অতঃপর ভাস্কর স্বীয় রূপ দেখিয়া তুষ্ট হইলেন। তাঁহাদের উভয়ের পুনঃ সম্মিলনে রেবন্তের জন্ম হইল। সংজ্ঞা যেমন সূর্য্যের পত্নী ছিলেন, সেইরূপ সংজ্ঞার রূপ ধারণে ছায়াও তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী বলিয়া গণ্য হইয়া ছিলেন। এই ছায়াই শেষে নিক্ষুভা নামে পরিচিতা হন।

ধ্যান ও পূজা করিবে। এইরূপে আমার প্রতি ঐকান্তিক-ভক্তি প্রযুক্ত আমি সেই সকল শ্মশ্রু ও অব্যঙ্গধারী বীরকালবাজী ব্রাহ্মণগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া পরিশেষে তাহাদিগকে আমার অঙ্গে আশ্রয় প্রদান করিব। যাহারা দক্ষিণ হস্তে পূর্ণক ও বাম হস্তে বর্ম্মা ধারণ করিয়া পত্তিদান দ্বারা বদনমণ্ডল ঢাকিয়া নিয়ত শুচিভাবে মদ্গতচিত্তে বাগ্‌যত হইয়া ভোজন করিবে এবং যাহারা ব্যাকুলচিত্তে বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়াও আমার পূজায় নিরত হইবে,—তাহারা স্বর্গ হইতে বিচ্যুত বা ক্লান্ত হইলেও আমার প্রসাদে সূর্য্য-সন্নিধানেই বিহার করিতে পারিবে। তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি যেরূপ কহিলাম, তোমার পুত্রগণ এই প্রকারই হইবে। তাহারা ভূতলে মগবংশে সমুৎপন্ন হইয়া যাবতীয় বেদবিদ্যা অধ্যয়নপূর্ব্বক মহাপুরুষ নামে বিখ্যাত হইবে। ভাস্কর নিক্ষুভা দেবীকে এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান করিলেন এবং সেই দেবীও সাতিশয় পুলকিত হইলেন। হে কৃষ্ণনন্দন! এইরূপে ভোজকগণ পরে সমুৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা আদিত্য ও নৈক্ষুভ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া লোক মধ্যে পূজিত হইয়াছেন।

ভবিষ্যপুরাণের অন্যস্থলে লিখিত আছে—

"মগানাং চরিতং শ্রেষ্ঠং শৃণু ত্বং কৃষ্ণনন্দন। জ্ঞানবেদিন এবৈতে কর্ম্মযোগসমাশ্রিতাঃ॥
বিপর্য্যস্তেন বেদেন মগা গায়ন্ত্যতো মগাঃ। ঋক্‌সামমন্ত্রযোগৈস্তু বিপর্য্যস্তৈস্তু নিত্যতঃ॥
গায়ত্র্যর্কবিধানেন মগবন্তেন তে স্মৃতাঃ। ব্রহ্মা ধারয়তে কূর্চ্চং ঋষয়স্তু তপোধনাঃ॥
পবনাকৃতিশ্চ ভগবান্ কূর্চং ধারয়তে রবিঃ। তস্মান্মগুভিরত্যর্থং কর্ত্তব্যং কূর্চধারণম্॥
শ্রুয়ন্তে ঋষয়ঃ সর্ব্বে মৌনেন নিয়মস্থিতাঃ। ভুঞ্জতে চাপি মৌনেন মৌনিনস্তেন ভোজকাঃ॥
মুনিচর্য্যাকৃতস্তেঽপি শাকদ্বীপনিবাসিনঃ। তস্মান্মৌনেন ভোক্তব্যং মগুনা সিদ্ধিমিচ্ছতা॥
বচঃ সূর্য্যঃ সমাখ্যাতঃ কারণং চ বচস্তথা। অর্চ্চয়ন্তি বচং নিত্যং বচার্চ্চাঃ তেন তে স্মৃতাঃ॥
ভোজকন্যাসু জাতত্বাদ্ভোজকাস্তেন সংস্মৃতাঃ। ব্রাহ্মণানাং যথা প্রোক্তা বেদাশ্চত্বার এব তু॥
ঋগ্বেদোঽথ যজুর্বেদঃ সামবেদস্ত্বথর্ব্বণঃ। ব্রাহ্মণোক্তাস্তথা বেদা মগানামপি সুব্রত॥
তত্রৈব বিপরীতাস্তু তেষাং বেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। বিদো বিশ্বরদশ্চৈব বিদাদাঙ্গিরসস্তথা*॥
বেদাহ্যেতে মগানাং তু পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। মগা বেদমধীয়ন্তে বেদজ্ঞাঃ তেন তে স্মৃতাঃ॥
গেষো† নাম মহানাগঃ সর্ব্বসত্ত্বসুখাবহঃ। স সূর্য্যরথমাসাদ্য রশ্মিভিঃ সহ বর্ত্ততি॥
যঃ তস্য পুনর্ন্নির্মোকঃ সরবেস্তু অমাহকঃ‡। বন্দিতব্যো মগানান্তু অস্ত্রমন্ত্রেণ নিত্যশঃ॥
যথাব্রজো দ্বিজানান্তু পূজাকালে প্রদীয়তে। অমাহকং তথা তেষাম্মগানান্তু প্রদীয়তে॥
সর্ব্বসংস্কারযজ্ঞেষু যথা দর্ভা দ্বিজাতিষু। পবিত্রাঃ কীর্ত্তিতাস্তেষাং তথা বর্ম্মা মগেম্বিহ॥
এভির্যজন্তি ভূয়িষ্ঠং তস্মিন্ দ্বীপে মগাধিপাঃ। বিদ্যাবন্তঃ কুলে শ্রেষ্ঠাঃ শৌচ চারসমন্বিতাঃ॥

* 'বেদো বিশ্বমদশ্চৈব বিদ্বদঙ্গিরস স্তথা'। পাঠান্তর।
† 'শেষো' মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ। 'গেষ' হস্তলিখিত পুথির পাঠান্তর।
‡ 'মহাঙ্কঃ'—মুদ্রিত পুস্তক।

ষষ্টারং সূর্য্য উক্তং চ জপন্তং মন্ত্রমাদিতঃ। প্রিয়াস্তু ভাস্করস্যেহ ভোজক যদুনন্দন ॥
শশ্বদিত্যেব বৈ মন্ত্রো বেদস্য পরিপঠ্যতে। সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণানান্তু সাবিত্রী পরিকল্প্যতে ॥

অস্মাকন্তু যদুশ্রেষ্ঠ মহাব্যাহৃতিপূর্ব্বিকা।
অমাহকেনাথ বিনা ন ভুঞ্জীত মৌনেন চৈবাপি যথা হি যুক্তং ॥
ন চাপি কিঞ্চিন্মৃতকং স্পৃশেত রজস্বলাংনৈব চ সংস্পৃশেদ্ধি।
শ্বসন্তমুর্ব্ব্যাং ন পরিক্ষিপেত্তু স্বাভীষ্টসূর্য্যন্তু নমেৎ সদৈব * ॥

যথা সুরাস্মহাযজ্ঞে বিপ্রা মন্ত্রপুরস্কৃতং। পিবন্তি ন চ দুষ্যন্তি বেদপ্রোক্তেন কর্ম্মণা ॥
তত্তন্মণ্ডং মগানাস্তু বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতং। হবিঃ সংপশ্যতে যস্মাৎ তেন দোষো ন বিদ্যতে ॥
যথাগ্নিহোত্রং প্রথিতং দ্বিজানাং তথাধ্বরহোত্রং বিহিতং মগানাম্।
অচযু † নাম্যেতি তদধ্বরস্ত মুনের্বচো নাত্র বিচারণাস্তি ॥
পঞ্চধূপাঃ প্রদাতব্যাঃ সিদ্ধিরন্তেহ সর্ব্বদা। দণ্ডনায়কবেলে দ্বে ত্রিসন্ধ্যং ভাস্করস্য তু ॥"

(ভবিষ্যপুরাণ ১৪০ অঃ)

নারদ কহিলেন, কৃষ্ণনন্দন! আমি তোমার নিকট মগ ব্রাহ্মণগণের অপূর্ব্ব চরিত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই মগ ব্রাহ্মণগণ বেদবিস্থায় পারদর্শী হইলেও ইঁহাদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তি ক্রিয়াকাণ্ডে রত। ইঁহারা বিপরীত ক্রমে বেদাধ্যয়ন করেন বলিয়া মগ ও মণ্ড এই দুই নামেই বিখ্যাত হইয়াছেন। ভগবান্ ব্রহ্মা, তপোধন ঋষি এবং পবিত্র-মূর্ত্তি সূর্য্য ইঁহারা সকলেই কূর্চ্চ ধারণ করেন বলিয়া এই মগগণও অতি দীর্ঘ কূর্চ্চ ধারণ করিয়া থাকেন। নিয়মস্থিত ঋষিগণ মৌনাবলম্বনে অবস্থান করেন বলিয়া ইঁহারাও মৌনী হইয়া ভোজনাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এইরূপে শাকদ্বীপবাসী প্রায় সকল ব্রাহ্মণই মুনিবৃত্তি আচরণে নিরত আছেন। সুতরাং সিদ্ধি অভিলাষী সমস্ত মণ্ডরই মৌনাবলম্বনে ভোজন করা কর্ত্তব্য। মণ্ডগণ বচকেই সূর্য্য এবং বচকেই কারণরূপে বিদিত হইয়া প্রতিদিন তাহারই অর্চ্চনা করেন, এ কারণ তাহারা বচার্চ্চা নামেও প্রসিদ্ধ। ইঁহারা ভোজকন্যার গর্ভে উৎপন্ন হইয়া ছিলেন বলিয়া ভোজক নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের যেমন ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব নামে চারি বেদ আছে, সেইরূপ ইঁহাদিগেরও বিদ্, বিশ্বরদ, বিদাদ ও আঙ্গিরস নামে চারি বেদ প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। এই বেদ চতুষ্টয় পূর্ব্বকালে স্বয়ং প্রজাপতি মগগণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মগগণ বেদ অধ্যয়ন করেন, এ জন্য তাঁহাদিগকে বেদজ্ঞ বলা যায়। সর্ব্বপ্রাণীর প্রীতিকর শেষ নামে এক মহানাগ আছে। এই মহানাগ সূর্য্যরথে অবস্থান করিয়া সূর্য্যকিরণসহ স্বীয় নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে। এই নির্ম্মোক অমাহক নামে খ্যাত। মগগণ প্রত্যহ অঙ্গ-মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক এই অমাহকের বন্দনা করিতে থাকেন। যেমন পূজাকালে দ্বিজগণ পুষ্পমাল্য দান করেন, সেইরূপ মগগণও পূজাকালে অমাহক দান

* 'নানিষ্টসূর্য্যস্তু মণ্ডস্ত্রিয়েত।' পাঠান্তর।
† 'অচ্ছং চ'—মুদ্রিত পুস্তক। 'অচুযু'—পাঠান্তর।

করিয়া থাকেন। যেমন ব্রাহ্মণগণ মধ্যে সংস্কারাদি সমুদায় কার্য্যে দর্ভের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ ইঁহাদিগের মধ্যেও আবশ্যকীয় যাগ যজ্ঞাদিতে পবিত্র বর্শ্মার আবশ্যক হয়। শাকদ্বীপবাসী মগগণ এই বর্শ্মা দ্বারাই অধিক সময় পূজা করিয়া থাকেন। যিনি সূর্য্যপূজায় নিরত থাকিয়া শৌচাচার অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বদা সূর্য্য মন্ত্র জপ করেন, সূর্য্যদেব তাঁহার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়া থাকেন। মগগণ প্রতিনিয়ত যে বেদ মন্ত্র পাঠ করেন, তাহাই তাঁহাদিগের সাবিত্রী বলিয়া পরিকল্পিত। কিন্তু হে যদুশ্রেষ্ঠ! আমাদিগের সাবিত্রী সেরূপ নহে। আমরা ব্যাহৃতিপূর্ব্বক সাবিত্রী উচ্চারণ করি। শাকদ্বীপবাসীরা মৌনাবলম্বনে অমাহক দ্বারাই স্বর্গগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহারা কদাপি মৃত বা রজস্বলা ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবে না। স্বসন্তদিগের মৃতদেহ মাটীতে নিক্ষেপ করিবে না এবং স্বীয় অভীষ্টদেব সূর্য্যকে সর্ব্বদাই নমস্কার করিবে। যেমন ব্রাহ্মণগণ যাগযজ্ঞাদিতে মন্ত্রসংস্কৃত সুরাপানে দূষিত হন না, সেইরূপ মদ্যও মগগণের পানীয় হইয়া থাকে। এই মদ্য বিধিপূর্ব্বক মন্ত্র সংস্কৃত করিয়া পান করে বলিয়া ইহা প্রকৃত মদ্যের ন্যায় দোষাবহ হয় না। শাকদ্বীপীরা ইহা হবিঃ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যেমন ব্রাহ্মণগণের অগ্নিহোত্র প্রসিদ্ধ, ইঁহাদিগের সেইরূপ 'অচযু' নামে অধ্বরহোত্র বিহিত রহিয়াছে। ইঁহারা সিদ্ধি কামনায় প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা দিবাকরকে পঞ্চপ্রকার ধূপ দান করেন ইত্যাদি।

আবার ১৩৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ সূর্য্যের তেজ হইতে বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে *।

এখন এক ভবিষ্যপুরাণ হইতেই আমরা কয় প্রকার শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের সন্ধান পাইতেছি,—১ম সূর্য্যের স্বশরীর হইতে নিঃসৃত ও শাকদ্বীপাধিপতির প্রতিষ্ঠিত সূর্য্যপূজায় নিযুক্ত অষ্ট জন, ২য় বিশ্বকর্ম্ম কর্তৃক সূর্য্যশরীর হইতে নির্ম্মিত একশ্রেণী, ৩য় অগ্নি-জাতীয়, ৪র্থ সোমজাতীয়, ও ৫ম ভোজক বা আদিত্য জাতীয়। এই পঞ্চ প্রকার ব্রাহ্মণের মধ্যে সূর্য্যশরীরনিঃসৃত অষ্ট জনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ইঁহারাই বোধ হয় বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত বলিয়া অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছেন, কারণ বিশ্বকর্ম্মাই সূর্য্যের দেহ চাঁচিয়া নানা খণ্ডে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। বোধ হয় এই কারণেই এই ব্রাহ্মণেরা সূর্য্যাংশসম্ভব বলিয়াও বিবৃত হইয়াছেন। ইঁহারাই শাকদ্বীপের আদিব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য। এই ব্রাহ্মণ-বংশেই সম্ভবতঃ ঋজিশ্বা ঋষির উৎপত্তি হইয়াছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক দিওদোরসের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, পূর্ব্বকালে শাকদ্বীপে 'অরি-অস্প' নামে এক শ্রেণী বাস করিত। আমরা এই শ্রেণীকে 'আর্য্যাশ্ব' বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। সংস্কৃত ঋজ্ ধাতু ও গ্রীক 'অরি' একার্থবোধক। এরূপস্থলে 'ঋজিশ্বার' বংশধরেরাই সম্ভবতঃ গ্রীক গ্রন্থকার কর্তৃক 'অরি-অস্পা' আখ্যা লাভ করিয়াছে।

আমরা প্রৈয়ব্রতরাজ কর্তৃক সূর্য্যপ্রতিষ্ঠার যে প্রসঙ্গ প্রথমেই উদ্ধৃত করিয়াছি,

* ব্রাহ্মণকাণ্ড চতুর্থাংশ ৯পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তৎপাঠে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, অতি পূর্ব্বকালে শাকদ্বীপে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণ ছিল, ব্রাহ্মণ ছিলেন না। শাকদ্বীপাধিপতির আবাহনে সম্ভবতঃ অন্য দেশ হইতে প্রথমতঃ আটজন ব্রাহ্মণ আসিয়া সূর্য্যসেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা শাকদ্বীপবাসিগণের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য আপনাদিগকে 'সৌর' বা সূর্য্যপুত্র বলিয়া পরিচিত করেন। পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে প্রাচীন গ্রীক ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকগণও লিখিয়াছেন, যে শাকদ্বীপীয় বীরগণ নানা জনপদ অধিকার করিয়া পূর্ব্বকালে সৌরমতীয় (Sauromatian)-দিগকে অরক্সেস্ তীরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন *। পূর্ব্বোক্ত সৌর বা সূর্য্যপুত্রগণই সম্ভবতঃ 'সৌরমতীয়' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

কালে এই সৌরমতীয়দিগের প্রভাব রুসিয়া হইতে ইজিপ্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। অবস্থা ও বিশ্বাস অনুসারে তাঁহাদের মধ্যেও কএকটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। সাম্প্রদায়িক প্রভাবে ভবিষ্যকালে সজ্বর্ষ ঘটিয়াছিল। তাহারই ফলে সম্ভবতঃ অগ্নিকুল, সোমকুল ও সূর্য্যকুল এই ত্রিকুল কল্পিত হইয়াছে।

ভবিষ্যপুরাণ হইতে আরও জানিতেছি যে, অগ্নিকুল, সূর্য্যকুল ও সোমকুল এই ত্রিকুল হইবার পূর্ব্বে ঋষি ঋজিশ্বা 'মিহির' গোত্র ছিলেন। ব্রাহ্মণের মধ্যে তাঁহার আদি পুরুষ হইতেই 'গোত্র' প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং ঋজিশ্বা ঋষি মিহির বা সূর্য্যবংশীয় বলিয়াই স্থির হইতেছেন।

পাশ্চাত্য শব্দশাস্ত্রবিদ্‌গণ বলেন যে, বৈদিক "মিত্র" ও আবস্তিক 'মিথ্র' হইতে 'মিহির' শব্দের উৎপত্তি †। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় মহাভারতাদি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে 'মিহির' শব্দ সূর্য্যের নামান্তর রূপে ব্যবহৃত হইলেও কোন বেদে 'মিহির' শব্দের উল্লেখ নাই।

---

* ব্রাহ্মণকাণ্ড চতুর্থাংশে ৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। † Haug's Parsis, p. 202, 273.

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### শাকদ্বীপী বেদ ও ভিন্ন কুলের উৎপত্তি।

বেদ সর্ব্বাদিম গ্রন্থ। কোন জাতির আদিতত্ত্ব জানিতে হইলে প্রথমে সেই জাতির বেদ বা আদিগ্রন্থের আশ্রয় লইতে হয়। ভবিষ্যোক্ত বচন হইতে দেখাইয়াছি যে, শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণেরও চারিবেদ ছিল, এই চারি বেদের নাম বিদ, বিশ্বরদ, বিদাদ্ ও আঙ্গিরস। কিন্তু এই চতুর্বেদের মধ্যে ভারতে কেবল আঙ্গিরস বা অথর্ব্ববেদের সন্ধান পাইতেছি, অপর বেদের চিহ্নমাত্র নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণেরাই পূর্ব্বতন পারস্যসম্রাট্-গণের পৌরোহিত্য করিতেন; সুতরাং পারস্য দেশে শাকদ্বীপীয় বেদচতুষ্টয়ের বিদ্যমানতা অনুসন্ধেয়।

পারস্যের মগ-পুরোহিতদিগের প্রাচীনতম অবস্তা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আমরা ঐ বেদ-চতুষ্টয়ের কতকটা সন্ধান পাইয়াছি। অবস্তাগ্রন্থের বিখ্যাত সমালোচক হৌগ সাহেব বহু গবেষণার ফলে স্থির করিয়াছেন,—

'অবস্তা শব্দের মূল আবিস্তাক। বি=পহ্লবী ভাষায় আপি। আবস্তিক 'বিস্ত' = বিদ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। বেদ বলিলে যাহা বুঝায়, অবিস্ত ( অবস্তা ) বলিলেও তাহাই বুঝায়।'*

হিন্দুশাস্ত্রমতে সর্ব্বাদিমকালে একমাত্র বেদ ছিল, তাহাই ত্রিধা, মতান্তরে চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়াছে। অধিক সম্ভব, শাকদ্বীপী সৌর ও অগ্নিপূজকদিগেরও সেইরূপ কোন বেদ ছিল, ভাষাবিপর্য্যয়ে তাহাই 'অবিস্ত' নামে খ্যাত হয়। ভারতীয় বেদের বহুশাখা লুপ্ত হইলেও এখনও চারি বেদ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু মগদিগের সেই সুপ্রাচীন বেদ বা 'অবিস্ত' গ্রন্থের অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন ষোড়শাংশের একাংশ আছে কি না সন্দেহ। যাহা আছে, তন্মধ্যে আমরা শাকদ্বীপীয় চতুর্বেদের এইরূপ আভাস পাই,—

১ বিদ† ইহাই সম্ভবতঃ অবিস্ত শাস্ত্রের আদি নাম। কাহারও মতে আবস্তিক যশ্ন।

২ বিশ্বরদ—এখন বিস্পরদ (Visparad) নামেই খ্যাত।

৩ বিদাদ্—মূল নাম 'বক্‌দেব্-দাদ্,' এখন 'বন্দীদাদ' নামে খ্যাত।

৪ আঙ্গিরস—ভারতে অথর্ব্বাঙ্গিরস বা অথর্ব্ববেদ নামেই খ্যাত। কিন্তু এই নাম এখন আর পারসিক মগদিগের প্রাচীনতম গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অবস্তার যশ্নগ্রন্থে (৪৩।১৫) 'অঙ্গ্র' বা অঙ্গিরার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন ও তাঁহার স্তুতিপ্রসঙ্গ আছে। 'আথর্ব্বণ' শব্দও অবস্তায়

* Haug's Essays on the Parsis, p. 121

† অথর্ব্ববেদে বিদ শব্দের এইরূপ উল্লেখ আছে—"সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গিরোভ্যো বিদগণেভ্যঃ স্বাহা।"
( অথর্ব্ববেদ ২।২২।১৮ )

'আথ্রব' রূপে উক্ত হইয়াছে। আবস্তিক আথ্রব শব্দের অর্থ অগ্নিপুরোহিত। ঋগ্বেদের মতে অথর্ব্বাই সর্ব্বপ্রথম অগ্নি উৎপাদন করেন *। মুণ্ডক উপনিষদ্-মতে, তিনিই প্রথম ব্রহ্মবিদ্যালাভ করিয়া অঙ্গিরাকে শিখাইয়াছিলেন †। অথর্ব্বা ও অঙ্গিরা এই বেদ প্রকাশ করেন বলিয়া ইহার নাম অথর্ব্বাঙ্গিরস্ বা ব্রহ্মবেদ। এই বেদ আর্য্যজাতির একখানি প্রাচীন শাস্ত্র হইলেও শতপথব্রাহ্মণ (৪।৬।৭।১), ছান্দোগ্যোপনিষদ্ (৪।১৭।১) ও মনুসংহিতায় (১।২৩) কেবল ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদের প্রাধান্যই স্বীকৃত হইয়াছে, অথর্ব্ববেদ গৃহীত হয় নাই। এজন্য অনেকে মনে করেন, অথর্ব্ববেদ ম্লেচ্ছদিগের বেদ, এজন্য পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা এই বেদের আদর করিতেন না ‡। বাস্তবিক অথর্ব্ববেদকে ম্লেচ্ছবেদ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। পাণিনি ও মহাভারতাদি গ্রন্থে অথর্ব্ববেদের আর্য্যবেদত্ব স্থির হইয়াছে, তবে শান্তিক, পৌষ্টিক ও অভিচারাদি কর্ম্ম ইহার বিশেষ প্রতিপাদ্য হওয়ায় এই বেদ যজ্ঞে অনুপযুক্ত বলিয়া গণ্য §। এতদ্ভিন্ন ইহাতে ব্রাত্যের প্রশংসা দেখা যায়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যথাকালে উপনীত না হইলে ব্রাত্য বলিয়া গণ্য হন। মন্বাদি সংহিতায় এই ব্রাত্য নিন্দিত হইয়াছেন, কিন্তু অথর্ব্ববেদের ১৫শ কাণ্ড বিদ্বান্ ব্রাত্যগণের প্রশংসায় পূর্ণ। ইত্যাদি কারণে অথর্ব্ববেদের একটু বিশেষত্ব রক্ষিত হইয়াছে। এদিকে আবস্তিক যস্নসমূহ ও বন্দীদাদের বহু অংশের সহিত অথর্ব্ববেদের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে ¶। ভবিষ্যপুরাণেও অথর্ব্বাঙ্গিরস সৌরবেদ বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ‖।

পূর্ব্বেই ভবিষ্যপুরাণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা বিপর্য্যয়-ক্রমে বেদোচ্চারণ করিতেন। এই ক্রমবিপর্য্যয়েই সম্ভবতঃ শাকদ্বীপী বেদ ভিন্ন জিনিস ও এদেশীয় বেদ হইতে ভিন্ন বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। আমরা যাস্কের নিরুক্তে পাইয়াছি যে পূর্ব্বকালে কাম্বোজে (বর্ত্তমান পারস্যের নিকট) বৈদিক সংস্কৃত ভাষাই প্রচলিত ছিল। অধিক সম্ভব, পারস্যের উত্তরাংশে অক্সাস্ নদীতীরে (শাকদ্বীপে) আর্য্যগণ মধ্যে বহু পূর্ব্বকালে এক সময় সুপ্রাচীন বৈদিক ভাষাই প্রচলিত ছিল এবং সেই ভাষাতেই শাকদ্বীপীয় বেদ প্রচারিত হইয়াছিল।

শাকদ্বীপী অগ্নিপূজকগণের বহুসহস্র শাস্ত্র বিলুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখন আদিম আবস্তিক ভাষায় তাহার যে অতি সামান্য নিদর্শন পাইতেছি, তাহা হইতেই শাকদ্বীপী বেদের

* "অগ্নির্জাতো অথর্ব্বণা বিদদ্বিশ্বানি কাব্যা। ভুবদ্দূতো বিবস্বতো।" (ঋক্ ১০।২১।৫)

† "স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রদাৎ।
অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্ম অথর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।" (মুণ্ডক উপনিষৎ ১।২)

‡ বিশ্বকোষ ১ম ভাগ ১৬৭ পৃষ্ঠা।

§ "স চ প্রয়োগত্রয়েণ যজ্ঞনির্ব্বাহার্থং ঋগ্‌যজুঃসামবেদেন ভিন্নঃ। ... ... অথর্ব্ববেদস্তু যজ্ঞানুপযুক্তঃ শান্তিপৌষ্টিকাভিচারাদি-কর্ম্মপ্রতিপাদকত্বেন অত্যন্তবিলক্ষণ এব"—(মধুসূদন-সরস্বতীকৃত প্রস্থানভেদ)

¶ Haug's Essays on Parsis, p. 264.

‖ "ঋগ্বেদস্য সমস্তস্য যচ্ছতে নৎফলং ধ্রুবম্। সামবেদফলং সাম যজুর্ব্বেদফলং যজুঃ॥
অথর্ব্বাথর্ব্বাঙ্গিরসো নিখিলং যচ্ছতে রবিঃ।" (ভবিষ্যপুরাণ ১০৬ অঃ। ৯-১০)

কিছু কিছু আভাস পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ সকল আদিগ্রন্থ অনেকটা প্রাচীনত্ব হারাইয়াছে। এখন যে অবস্তাশাস্ত্র পাওয়া যাইতেছে, তাহা মজ্‌দ-ধর্ম্ম বা জরথুস্ত্র-মত-পরিপোষক গ্রন্থ। ভবিষ্যপুরাণের উক্ত রূপকাখ্যান এবং পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মত আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, মজ্‌দধর্ম্মের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বে মিত্র বা সৌরধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। সেই সৌরধর্ম্ম হইতেই মজদ্‌ধর্ম্মের উৎপত্তি। মজ্‌দ-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-প্রচারার্থ যে সকল মন্ত্র বা স্তব রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে যশ্নের গাথাই সর্ব্বপ্রাচীন। এই গাথায় সেই প্রাচীনতম মিত্র-ধর্ম্মের আভাস পাওয়া যায় *। কিন্তু গাথাকার মিত্র-স্থানে মজ্‌দাওকে (বরুণকে) বসাইতে অগ্রসর। আমরা জগতের আদিগ্রন্থ ঋক্‌সংহিতায় মিত্রাবরুণ অর্থাৎ সূর্য্য ও বরুণ দেবতার উপাসনা দেখিয়াছি। শাকদ্বীপীগণ কেবল মিত্রের উপাসনায় অনুরক্ত হইয়াছিলেন এবং অপরাপর দেবতাকে মিত্রের অধীন বা তদুদ্ভব বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু জরথুস্ত্র মিত্রের স্থানে অহুরমজ্‌দ (অসুরমেধা) বা বরুণকে বসাইয়াছেন। তাঁহার মতে অসুরমেধাই সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বদেবাসুরেশ্বর। তাঁহা হইতেই মঙ্গলময় জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি সৎস্বরূপ। আর যত কিছু অসৎ, তাহা সমস্তই অঙ্গ্রমৈন্যুর সৃষ্টি। এই দ্বৈতবাদ উপলক্ষে তিনি যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একেশ্বরবাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

জরথুস্ত্র স্বীয় মত প্রচার উপলক্ষে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের গ্রাহ্য বেদ গ্রহণ করিয়া ছিলেন, এবং তন্মধ্যে স্বীয় মত প্রচার করিয়া পূর্ব্বমতকে চাপা দিয়া ফেলিয়াছেন। যদি অবস্তার অধিকাংশ বিলুপ্ত না হইত, তাহা হইলে বরং প্রাচীন শাকদ্বীপীয় সৌরধর্ম্মের কতকটা পরিচয় পাইতাম। আলেক্‌সান্দার কর্ত্তৃক পারসিকদিগের সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্র ভস্মে পরিণত হওয়ায়, পারসিক পুরোহিতদিগের শ্রুতিসাহায্যে অতি সামান্যই উদ্ধার হইয়াছে। যাঁহারা অবস্তা শাস্ত্রের কিয়দংশ উদ্ধার করেন, তাঁহারা সকলেই মজ্‌দ বা জরথুস্ত্র-মতানুবর্ত্তী। এরূপস্থলে তাঁহারা তাঁহাদের অভিপ্রেত জরথুস্ত্রীয় মত ও তদ্‌পরিপোষক প্রাচীন মন্ত্রসমূহ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন,—তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং মিত্র-বেদশাস্ত্রের নাম ভিন্ন ও গাথা হইতে সৌরদিগের যৎসামান্য আচার ব্যবহার ভিন্ন আর কিছু পাইবার উপায় নাই।

এখন দেখা যাউক, শাকদ্বীপীয়গণের ধ্বংসাবশিষ্ট বেদ অর্থাৎ অবস্তা ও এ দেশীয় বেদ-পুরাণাদি হইতে আদি আর্য্য-সমাজের অর্থাৎ ব্রাহ্মণসমাজের কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায়?

* অবস্তা শাস্ত্রের গাথা অংশের অনুবাদক মিল সাহেব লিখিয়াছেন, "as the Mithra-worship undoubtedly existed previously to the *Gathic* period and fall into neglect at the *Gathic* period, it might be said that the greatly later inscriptions represent *Mazda*-worship as it existed among the ancestors of Zarathustrians in a pre-*Gathic* age or even Vedic age." Max Muller's Sacred Books of the East, Vol. XXXI, p. xxx.

ভারতীয় বেদ ও অবস্তার গাথা * আলোচনা করিলে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, অতি পূর্ব্বকালে বৈদিক ঋষি বা আর্য্যগণ অতিশীতপ্রধান দেশে বাস করিতেন। কবি বা সোম-পুরোহিতগণ তাঁহাদের অগ্রণী; বৃত্রহা ইন্দ্র, মিত্র (সূর্য্য), বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি তাঁহাদের উপাস্য। সেই সুপ্রাচীন কবিবংশে অসুরগুরু কাব্য উশনার (শুক্রাচার্য্যের) আবির্ভাব। সেই আদিবাসস্থানের নাম ঋগ্বেদে 'প্রত্নোকস্' ও 'সরপস্', অবস্তায় 'ঐর্জন-বাএজো' অর্থাৎ আর্য্যাবাস এবং ভবিষ্যপুরাণে 'আর্য্যদেশ' বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। বহু অনুসন্ধান দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, বেদোক্ত 'সরপস্' বা আর্য্যভূমি প্রাচীন ইরাণের অন্তর্গত বর্ত্তমান সরীকুল নামক হ্রদতীরবর্ত্তী পুণ্যস্থান। মধ্য এসিয়ার সর্ব্বোচ্চ ভূভাগে পামীর (বৈদিক, আবস্তিক ও পৌরাণিক গ্রন্থোক্ত মেরু) মধ্যে ঐ স্থান অবস্থিত। অবস্তায় 'হরো-বেরেজইতি' অর্থাৎ সরস্বতীনামেও ঐ স্থানের উল্লেখ আছে। সরপস্ বা সরীকুলহ্রদই পুরাণে বিন্দুসর নামে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই বিন্দুসর হইতেই সরস্বতী, গঙ্গা, ইক্ষু, বক্ষু প্রভৃতি নদীর উৎপত্তি। সরস্বতী, গঙ্গা প্রভৃতির উৎপত্তি-স্থান বিন্দুসর-নিকটবর্ত্তী চিরতুষারাবৃত মেরুশিখরে আদিম আর্য্যগণের বাস ছিল। তথায় দেব ও অসুর-পূজকগণ প্রথমে নির্ব্বিবাদে একত্র অবস্থান করিতেন। তখনও দেবাসুরের আসন ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এমন কি ঋগ্বেদেও অসুর উপাধিতে ভূষিত ইন্দ্র (ঋক্ ১।৫৪।৩), বরুণ (ঋক্ ১।২৪।১৪), অগ্নি (ঋক্ ৪।২।৫,৭।২।৬), সবিতা (ঋক্ ১।৩৫।৭) রুদ্র বা শিব (৫।৪২।১১) প্রভৃতি দেবের স্তোত্র পাওয়া যায়। তখনও বৈদিক আর্য্যগণের হৃদয়ে 'অসুর' শব্দ হেয় বলিয়া গণ্য হয় নাই। তখনও দেব ও অসুর-পূজকগণ এক বলিয়াই গণ্য ছিলেন।

বহু পুরাণেই লিখিত আছে,—উক্ত বিন্দুসর হইতেই ইক্ষু বা চক্ষু নদী বাহির হইয়া উত্তরসাগরে গিয়া মিলিত হইয়াছে। মহাভারতে এই নদী শাকদ্বীপে প্রবাহিত চক্ষুর্বর্দ্ধনিকা নামে খ্যাত এবং এক্ষণে Oxus নামে সর্ব্বত্র পরিচিত। অধিক সম্ভব, ঐ চক্ষুনদী বাহিয়া বৈদিক আর্য্যগণের একশাখা শাকদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন এবং তথাকার রাজগণের পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হইয়া মহা সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। সেই সকল সূর্য্য-ভক্তগণ 'শ্রোষ' বা দেবদূত নামে প্রথমে খ্যাত হইয়াছিলেন, অবস্তা ও ভবিষ্যপুরাণে (৭৬।১৮) এই শ্রোষের প্রশংসা আছে †। তখনও মগপুরোহিত জরথুস্ত্র (ভবিষ্যপুরাণীয় জরশস্ত্র) নামক ঋষিদৌহিত্রের জন্ম হয় নাই।

* প্রাচীন গাথার উপর শাকদ্বীপিগণের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, ভবিষ্যপুরাণ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—

"যস্মিন্ গাথাং প্রগায়ন্তি যে পুরাণবিদো জনাঃ। সত্রাজিতে মহাবাহো কৃষ্ণধাত্রীং সমাশ্রিতে॥
যাবৎ সূর্য্য উদেতি স্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি। সত্রাজিতস্য তৎ সর্ব্বং ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে॥" (ভবিষ্যপু• ১১৬।৯-১০)

† ভবিষ্যপুরাণে কার্ত্তিকেয় 'শ্রোষ' বা 'শ্রোশ' বলিয়া পূজিত হইয়াছেন।

"সুরসেনাপতিত্বেন স যস্মাদ্দীপ্যতে সদা। তস্মাৎ স কার্ত্তিকেয়স্তু নাম্না রাজ্ঞ ইতি স্মৃতঃ।
স্রু গতৌ চ স্মৃতো ধাতুর্যস্ত স প্রত্যয়ঃ স্মৃতঃ। গচ্ছতীতি রহস্তস্মাৎ পর্য্যায়াৎ শ্রোষ উচ্যতে॥"

(ভবিষ্যপু• ১২৪।২৪)

এদিকে পবিত্র আর্য্যাবাসে অগ্নিপূজক মঘবার সহিত ইন্দ্রপূজক আর্য্যগণের সঙ্ঘর্ষের সূত্রপাত হইতেছিল। ঋগ্বেদ হইতে জানিতে পারি যে, ইন্দ্র (ইন্দ্রপূজক আর্য্য) করাঞ্জ নামক মঘবাকে স্থানচ্যুত করিয়াছিলেন (ঋক্ ৫।৩৪।৩)। আবার অগ্নিপূজক মগদিগের আদি যশ্নগ্রন্থে লিখিত আছে, 'জরথুস্ত্র পূর্ব্বকালে মগবদিগকে স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।' (যশ্ন ৫১।১৫) সেই জরথুস্ত্র অবস্তাশাস্ত্রপ্রচারক স্পিতম জরথুস্ত্র নহেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ। অবস্তায় লিখিত আছে, 'জরথুস্ত্র অহুর মজ্দাওর* সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন ও তিনিই অগ্নিপূজা প্রবর্ত্তন করেন। সম্ভবতঃ ইনিই বেদোক্ত মঘবা ও আবস্তিক মগব বা মগুদিগের আচার্য্য বা নেতা হইয়াছিলেন। বৈদিক আর্য্যগণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে তাঁহারা জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং বৈদিক ঋষি বা তদ্বংশধরগণ শীতপ্রধান উত্তরভারতে আসিয়া উপস্থিত হন। উভয় দল এক পিতার সন্তান ও একস্থান-জাত হইলেও স্থান ও মত ভেদের সহিত পরস্পরের মধ্যে দারুণ বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিয়াছিল। তাই আমরা পরবর্ত্তীকালে বেদপুরাণাদিতে অসুরপ্রভাবে দেবগণের পরাজয়-প্রসঙ্গে অসুরনিন্দা, আবার পরবর্ত্তী অবস্তাশাস্ত্রে যথেষ্ট দেবনিন্দা দেখিতে পাই। এমন কি বেদপুরাণাদির 'অসুর' শব্দে যেমন একটী দেবদ্বেষী জঘন্য ভাব মনে আসে, অবস্তাতেও 'দএব' বা 'দেব' শব্দ দ্বারা সেইরূপ ভূত বা উপদেবতারূপ নিকৃষ্টযোনিস্থ সূচিত হইয়াছে।

দেবোপাসক ও অসুরোপাসকের সংগ্রামই বেদের ব্রাহ্মণ ও পুরাণাদি গ্রন্থে দেবাসুরের যুদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে†। আর্য্যজাতি অসুরকে যখন দেবেশ্বর ভাবিয়া পূজা করিতেন, সেই সময়েই যজুর্ব্বেদীয় 'গায়ত্রী আসুরী, 'উষ্ণিক্-আসুরী' 'পঙ্‌ক্তি আসুরী' প্রভৃতি ছন্দের সৃষ্টি হয়। এদিকে অবস্তার যশ্ন মধ্যেও ঐ সকল ছন্দ পাওয়া গিয়াছে‡। এতদ্দ্বারাও অনেকে অনুমান করেন যে, দেবাসুরপূজকগণের একত্র অবস্থানকালে বেদের অনেকাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সেই পূর্ব্বতন কালে অবস্তারও কোন কোন প্রাচীন গাথা রচিত হইয়াছিল। কোন কোন আর্য্য ঋষি সেই সময়েই শাকদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহারা বিদ্বেষবহ্নি সঙ্গে লইয়া যান নাই। এজন্য শাকদ্বীপীদিগের বিবরণে দেববিদ্বেষ লক্ষিত হয় না। তাঁহারা যে ধর্ম্ম ও মত সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা অবস্তা শাস্ত্রের আদি গাথা-সমূহে দৃষ্ট হয়। শব্দশাস্ত্রবিদেরা স্থির করিয়াছেন, জরথুস্ত্র কর্ত্তৃক মজ্দধর্ম্ম প্রচারের বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে ঐ সকল আদি গাথা রচিত হয়, ঐ সকল গাথারচয়িতা-গণই সম্ভবতঃ কবি বা শ্রোষ বলিয়া স্তুত হইয়াছেন। জরথুস্ত্র যে মত প্রচার করেন, তাহাতে সূর্য্যদেবের

* অহুরমজ্দাও সংস্কৃত ভাষায় 'অসুরমেধা'। শাকদ্বীপাধিপতিও পুরাণে 'মেধাতিথি' নামে বর্ণিত হইয়াছেন। এই মেধাতিথির সহিত পূর্ব্বোক্ত মেধার কি কোন রূপক সম্বন্ধ আছে? ভবিষ্যপুরাণে (১৫।১৩) নারদও 'মেধসঃ-পুত্র' বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

† ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (১।২৩) যজ্ঞপ্রসঙ্গে দেবাসুরের যুদ্ধকথা সবিস্তার বর্ণিত আছে।

‡ Haug's Essays on Parsis, p. 271.